"মন সাবধান।"

কি হেতু এসেছ মন সংসার বাজারে রে ?
জীবনসর্ব্বস্ব দিয়ে কিনিতে অসারে রে ?

বিপণি যতেক দেখ বাজারের মাঝারে-
মায়া,প্রবঞ্চনা তায় সাজায়ে রেখেছে রে!
পশ্চাতে তোমার আছে ছজন দালাল রে,
দেখ যেন তাহাদের কথায় ভুলনা রে!

অমৃত কিনিতে যদি এসেছ হেথায় রে
শ্রদ্ধা ভক্তি দুই বোনে সঙ্গে করে লও রে

লয়ে যাবে তারা তোমা দয়ার দোকানে রে
প্রাণ বিনিময়ে ক্রয় করিও অমৃত রে!

শ্রীমতী সুশীলাবালা দেবী।

আকুল রোদন।

গভীর নিশীথ, নীরব ধরণী
নাহি কোন কোলাহল ;
এ হেন সময়ে, কোন্ অভাগিনী
ফেলিতেছে অশ্রুজল ?
সমীরে ভাসিয়া, আসিতেছে ওই,
কাহার গভীর শ্বাস ;
নীরব ধরণী, ঝিঁ ঝিঁ রবছলে,
গাহে কা'র শোকোচ্ছ্বাস ?
করে অশ্রুসনে, মিশিয়া শোকেতে,
পড়িছে শিশির চয় ?
কার দুঃখে আজি, পূর্ণিমার নিশি,
হয়েছে আঁধারময়।
কার দুঃখ হেরি, গগণের তারা,
খেদে মিটি মিটি করে ;
কাহার রোদনে, হয়ে বিষাদিত
কুসুম ঝরিয়া পড়ে।
কে এই নিশীথে, বীণা হাতে লয়ে
গাইছে খেদের গান !
কার মর্ম্মব্যথা, পশিয়া মরমে,
আকুল করিল প্রাণ!

নিরাশ অন্তরে, বসি আন মনে,
কে কাঁদেরে কার তরে!
কোন্ অভাগিনী, জনমের মত
ভাসিল শোকের নীরে ;
কার অত্যাচারে, কোন্ অভাগীর
ছিঁড়িল কুসুম হার।
বাসন্তী নিশীথে, অকস্মাৎ হায়,
ভাঙ্গিল হৃদয় কার।
কার অশ্রু লয়ে, ধীরি ধীরি বহে,
সুদূরেতে তরঙ্গিণী।
কার শোকে আজি, হইয়া আকুল,
কাঁদিতেছে নিশীথিনী ?
বিষাদ কালিমা, মাখান মু'খানি
হেরিলি কভু নয়নে ;
তবু যেগো হায়, ভাবিলে সে মুখ
বড় ব্যথা পাই মনে।
হেন ইচ্ছা হয়, নিকটেতে গিয়া
মুছাই নয়ন তার ;
করেতে ধরিয়া, সান্ত্বনা বচনে,
ঘুচাই শোকের ভার।

শ্রীনী—

The Bamabodhini Patrica.

In our Bengali columns will be found the account of a very interesting interview between a poor old Negro woman named Aunt Martha and Her Majesty the Queen-Empress Victoria which took place on the 16th ultimo. The following is an extract from the description the poor woman gives of the right royal reception accorded to her :—

"At Windsor two carriages fetched us at the station, and at four o'clock Queen Victoria came and saw me. It was in a golden room ; every thing was so beautiful, and there were pictures of all the Kings and Queens, and I did not know where to look to see it all. I never heard Queen Victoria come in, but all at once they told me she was there, and they were all coming towards us. I cannot tell you what Queen Victoria said to me ; she speaks so softly, but she smiled, and her voice was sweet, and she shook hands with me, only with me. They had told me she never shook hands with people ; no Queens did ; she never shook hands with Dr. Blyden, though he is the Liberian Minister ; but Queen Victoria really shook hands with me.—After that we were taken all over Queen Victoria's house. Oh the beautiful, beautiful things of which it was full ! And we had dinner in a lovely room, and we saw her chapel, and the place where she sits when she goes to meeting. We went right to the top of Queen Victoria's house ; she allowed me to see every thing, and then we were driven back to the station."

It is a gratifying news that the Hon'ble Kasinath Trimbuck Telang has been appointed Vice-chancellor of the Bombay University. This is the second instance of such a high office being conferred on a Native of India.

The Maharani of Gaecwar has been invested with the order of the Crown of India.

The Salvation Army has established in Calcutta a Rescue Home for fallen women. We wish it all success.

We have been greatly pleased to see some earnest young Brahmos engaged in helping the helpless and diseased children, men and women in Calcutta. They have opened a home where about a good many people have found shelter as long as they were ill. They have also started a monthly journal named "*Dasi*" advocating the cause of the poor. They deserve every encouragement from the public.

Pandit Tarakumar Kaviratna has compiled and published a nice little book, called *Panchamrita*. The profits of the sale will go to the funds of the Baidyanath Leper Asylum.

We look with interest upon the efforts that are being made by the Banga Mahila Samaj to have popular lectures delivered on Nursing and Hygienic matters. We expect much good from spreading such useful knowledge among the members. The other day

certificates of proficiency were granted to some ladies in London under the presidency of the Duchess of Albany and in the presence of good many noted medical men. The ladies passed examinations on such subjects as "the phenomena of life," "Food and "diets," "Physical and mental training of children" &c.

It is with much pleasure, we note that Syud Abdus Souban Chaudhury of Bogra intends to establish a Hospital for women in the name of his deceased wife. He has also made an endowment for its maintenance. We wish that such examples may be followed by other Zemindars and well-to-do people in Bengal.

Miss Sorabji B.A., of the Bombay University has passed a law examination with credit in the University of Oxford. It was Mr. Dadabhai Naoroji, the first Indian Member of Parliament, with some other zealous workers laid the foundation of learning among Parsi girls. Their pioneer work has now borne fruits. Under the Parsee Educational Syndicate, more than a thousand girls are being educated in the city of Bombay.

We are indebted to the Demorest's Family Magazine for the following items of news :—

Mrs. John H. R. Bond, of Chicago, numbers among her most valued possessions the Royal Red Cross presented to her a few years ago by Queen Victoria, in commemoration of her services as a nurse during the campaigns in Egypt and Zululand.

Miss Ormerod, the wellknown English naturalist, won distinction, some years ago, by biting the tail of a crested newt, that she might learn for herself the character of the acrid secretion the reptile gives out when angry. An inflamed mouth and convulsions lasting several hours resulted from her experiment.

A blind girl who lives at Oak Hill, Texas, from a few acres of land, cultivated by herself, has cleared about $ 200 each season, for several years, by growing vegetables. She began with no capital, on an unfenced piece of uncultivated land. There is now a neat fence about her domain, and a well and pump in the centre. In addition she has paid for a piano, and for a hack to take her vegetables to the market, twenty miles from her home. During the dry season she waters the plants herself. Insects she detects by her acute sense of hearing, and grass and weeds are easily distinguished from plants, by her sensitive fingers.

Four women have lately been graduated from the Law School of the Boston University. Two of them gained honors.

There are 37,000 women in the United states earning their living as telegraph operators, and a large number in other branches of the service.

A Firm of women Tea-Marchants have bought an estate in Ceylon, and carry on their business entirely through women blenders, tasters, packers and agents.

Eleven young ladies from St. Louis and Chicago, all members of the King's Daughters, have gone to Russia to distribute money among the starvng Russians. Miss Amelia Enstram is the leader of the party.

Miss Margaret L. Knight invented the machine for making square-bottomed paper bags, and has since invented a machine for folding these bags.

Miss Mary Stub has exclusive charge of the money-order department of the post office at Pittsbury Pa. Last year abut $2,500,000 (more than 50 lacs of rupees) passed through her hands.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৩৩ সংখ্যা। | আশ্বিন ১২৯৯—অক্টোবর ১৮৯২। | ৫ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

প্রাচ্য ভাষাবিদ্দিগের সভা—গত ৫ই সেপ্টেম্বর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় গৃহে "ওরিয়েণ্টাল কনগ্রেস" সভার নবম অধিবেশন হয়, তাহাতে প্রায় সকল দেশের প্রতিনিধি উপস্থিত হন। অধ্যাপক মোক্ষমূলার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ইহার পূর্ব্ব সভা ষ্টকহলমে হইয়াছিল। সুইজার্লণ্ডের বারন্ নগরে দশম এবং রৌমেনিয়ার বুচারেষ্ট নগরে একাদশ বার্ষিক সভার আহ্বান পত্র পাওয়া গিয়াছে। ভারত বিভাগের প্রথম বক্তা সার রেনল্ড ওয়েষ্ট 'ভারতে উচ্চ শিক্ষা' বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

নূতন সিবিলিয়ান—বাবু কিরণচন্দ্র দে বি এ ও বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম এ বিলাতের সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

রুসিয়া কি চান?—নবস্তী নামক রুসীয় পত্র বলেন রুসিয়া পামীর অধিকারের জন্য তত ব্যস্ত নন, ভারত মহাসাগরের সহিত সাক্ষাৎকার ইহার উদ্দেশ্য। এ কথাটীর মধ্যে অনেক ভয়ের কথা রহিয়াছে।

রামমোহন রায় উৎসব—গত ২৭এ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সিটী কলেজ গৃহে রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ উৎসব হয়। বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং জষ্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু বিপিনচন্দ্র পাল ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বক্তৃতা করেন।

ভারত মহিলার রাজসম্মান—ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া বরদার রাজমহিষী চিমনা বাই এবং গণ্ডলের রাণী

নন্দকুবর বাইকে "সি আই ই" উপাধি দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন। উভয় মহিলাই স্বামিসহ বিলাত ভ্রমণে গিয়াছেন।

মহারাণীর বাল্যখেলা—মহারাণীর জন্মস্থান বকিংহাম প্রাসাদে তাঁহার বাল্যকালের খেলনার পুতুল কতকগুলি পাওয়া গিয়াছে, তাঁহার ইচ্ছানুসারে এ গুলি অসবরন্ প্রাসাদে প্রেরিত হইয়াছে। বাল্যকাল হইতে তিনি নানা দেশীয় লোককে দেখিতে ভাল বাসিতেন, এই জন্য তাঁহার পুতুলগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় পরিচ্ছদে শোভিত করিয়াছিলেন, ঈশ্বর তাঁহাকে সেইরূপ নানা জাতির অধীশ্বরী করিয়াছেন। এই পুতুলগুলিকে নূতন করিয়া সাজাইয়া তাহাদের ছবি তোলা হইয়াছে।

স্ত্রীলোকদিগের রাজনৈতিক অধিকার—নিউজিলণ্ডে যে দেশবাসীদিগের প্রতিনিধি সভা আছে, তাহাতে স্ত্রীলোকগণ ভোট বা মত দিতে পারিবেন এ বিষয়ে এক আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ইংলণ্ডে আজিও ইহা হইল না।

লাহোরে বিধবা বিবাহ—ভারত ভগিনীর সম্পাদিকা হরদেবী লাহোরের একটী বিদ্যাবতী সম্ভ্রান্ত কায়স্থ কন্যা, কয়েক বৎসর হইল ইনি বিলাত পরিদর্শন করিয়া আসেন। একজন স্বজাতীয় বারিষ্টারের সহিত ইহার বিবাহ হইয়াছে, এই সংবাদে আমরা পরম সুখী হইলাম। জগদীশ্বর নবদম্পতীর কল্যাণ করুন্।

মঙ্গল গ্রহের সঞ্চার—এবার আশ্বিন মাসে এত গরম হইয়াছে, যে বড় গ্রীষ্মের দিনেও তত হয় নাই। ইহার কারণ মঙ্গলগ্রহ আমাদের পৃথিবীর খুব নিকটে আসিয়াছে। এই মঙ্গলগ্রহ আজি কালি জ্যোতির্ব্বিদদিগের আলোচনার একটী প্রধান বিষয় হইয়াছে। আমরা স্থানান্তরে "হিতবাদী" হইতে ইহার সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিলাম, পাঠিকাগণ তৎপাঠে উপকৃত হইতে পারিবেন।

নাম-যজ্ঞ।

(প্রাপ্ত)

সত্যযুগে ধ্যান, ধারণা, সমাধি; ত্রেতায় যজ্ঞাদি; এবং দ্বাপরে দেবপরিচর্য্যাদি দ্বারা সাধকগণ যে ফল পাইতেন; "—কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ।" কলিযুগে কেবল হরিনাম কীর্ত্তন দ্বারা সেই ফল প্রাপ্তি হয়।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্যথা॥"

হিন্দুশাস্ত্রের এই উক্তি সাধকগণকে দৃঢ়রূপে জানাইতেছেন যে, হরিনাম ভিন্ন কলিতে ভক্তের অন্য গতি নাই।

শ্রীমৎ রূপ গোস্বামী স্বকৃত "ললিত মাধব" নামক গ্রন্থের মঙ্গলাচরণের একটী শ্লোকের মধ্যে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভগবান্ সত্যাদি যুগত্রয়ের জীবগণকে কৃপা করিয়া যে নাম ধর্ম্ম প্রদান করেন নাই, কলিযুগের ক্ষীণপ্রাণ, হীনবল জীবগণকে কৃপা করিয়াই সেই নামধর্ম্ম প্রদান করিয়াছেন।

উপরি উক্ত বাক্যের মধ্যে একটা প্রশ্ন হইতে পারে। প্রশ্নটা এই, পূর্ব্ব কালের সাধকগণকে ভগবান্ নামধর্ম্ম প্রদান করেন নাই, তথাপি তাঁহাদিগের প্রতি কিরূপে কৃপা করা হইল? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে একটা লৌকিক ঘটনার অবতারণা আবশ্যক। যদি কোন ঐশ্বর্য্যশালী মহৎ ব্যক্তির সন্তানের পীড়া হয়, তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া প্রধান প্রধান চিকিৎসককে আহ্বান করেন,—মূল্যবান ধাতু ঘটিত ঔষধ সংগ্রহ করেন, তখন যদি কোন ব্যক্তি তাঁহার পুত্রের আরোগ্য জন্য একটা সামান্য টোট্‌কা ঔষধ দেন, তিনি তাহা গ্রহণ করেন না; বরং টোট্‌কা ঔষধ ও সেই ঔষধদাতাকে অশ্রদ্ধা করেন। কিন্তু দুঃখীর সন্তান শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেই ঔষধ সেবন করিয়া আরোগ্যলাভ করে। সেইরূপ সত্যাদি যুগত্রয়ের জীবগণ ধ্যান, ধারণা, যাগ যজ্ঞ ও দেবার্চ্চনাদি-ধনে ধনী ছিলেন, ধন থাকিলে যেমন একটু অহঙ্কার থাকে, তাঁহাদিগের তাহাও ছিল। জীব চিরকালই ভবরোগে পীড়িত। ভবব্যাধি হইতে মুক্তি লাভার্থ জীবের চিরকালই ঔষধ সেবনের প্রয়োজন আছে। তখন যদি তাঁহাদিগকে অতি সুলভ টোট্‌কা ঔষধ স্বরূপ নামধর্ম্ম প্রদান করা হইত; তাঁহারা কখনই তাহা গ্রহণ করিতেন না। তাহা হইলে তাঁহাদিগের নামের নিকট অপরাধ হইত। সকল অপরাধের নিষ্কৃতি আছে, নামাপরাধের নিষ্কৃতি নাই। এই উৎকট অপরাধ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই ভগবান্ দয়া করিয়া তখন তাঁহাদিগকে নামধর্ম্ম প্রদান করেন নাই। কলির জীবের কোন সম্বল নাই, ধ্যান, ধারণা, যাগ যজ্ঞ, ভজন সাধন কিছুই নাই, তাহারা বড় দীন; বিশেষতঃ ভবরোগ সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়াছে, এখন অতি সুলভ টোট্‌কা ঔষধ নাম ভিন্ন তাহাদের আর গতি নাই। তাই ভগবান্ পরম দয়াল ভক্তাবতার বেশে কলিতে অবতীর্ণ হইয়া জীবদিগকে দয়া করিয়া নাম দিয়াছেন। অতএব নামই আমাদের সর্ব্বস্ব।

সখ্যরসের পরমভক্ত অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্রের রণভূমি দর্শনে মোহাবিষ্ট হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে উৎসাহিত করিবার জন্য তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করেন। সেই সকল উপদেশ শ্রবণ করিতে করিতে কোন স্থলে অর্জ্জুন মহাশয়ের এমন একটী প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল যে, বিভিন্ন বিভূতি দ্বারা

চিন্তনীয় তোমাকে কোন্ কোন্ পদার্থে কোন্ কোন্ বিভূতিরূপে চিন্তা করিব? অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া চিত্ত বহির্ম্মুখী হইলে তোমাকে কোথায় কিরূপে পাইব? শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন, শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার মধ্যে তাহা বিভূতিযোগ নামে আখ্যাত। গীতা পাঠক মাত্রেই তাহা জ্ঞাত আছেন। ভগবান্ তাহার এক স্থলে বলিয়াছেন,—

"—মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেক-
মক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং
হিমালয়ঃ॥

সকল প্রকার যজ্ঞের মধ্যে আমিই জপযজ্ঞ। অতএব নাম কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। যজ্ঞ করাই যদি একটা বড় ধর্ম্ম হয়, তাহাও নামকীর্ত্তন।

স্বয়ং মহাপ্রভু চৈতন্যদেবও শিক্ষা দিয়াছেন,—

"সেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত ফিরেন আপনি শ্রীহরি॥"

নিষ্ঠা করিয়া নাম লইতে পারিলে কৃষ্ণ মিলে। সাধক কবিগণও ভাবের উচ্ছ্বাসে গাহিয়াছেন,—

"যারে ডাক্‌লে অঙ্গ শীতল করে,
একবার ডাক্ দেখি মন তারে।
সে যে অনাথের নাথ জগন্নাথ,
অনাথ ডাক্‌লে রইতে নারে॥"

কলির জীবের ন্যায় অনাথ আর কে আছে? অতএব আমরা যদি প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পারি, তিনি অবশ্যই দয়া করিবেন।

শাস্ত্র ও সাধুবাক্যে যে আভাস টুকু পাওয়া গেল, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, নাম ভিন্ন গতি নাই। যুক্তিও তাই বলে,—যুক্তিও বলে, জীবের নাম বই আর গতি নাই। কেননা আমরা তাঁহার যদি কিছু পাইয়া থাকি, সে নাম মাত্র। যিনি যতই বলুন, তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য যতই শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করুন, তাঁহার রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রেয়ঃ, জ্ঞান, বৈরাগ্য, সুষমা সৌন্দর্য্য, মহিমা, মাধুর্য্যাদির কিছুই বলিতে পারেন নাই এবং বলিতে পারিবেনও না। বস্তু মাত্রেরই একটী নাম আছে, ইহা সনাতন সত্য, ইহাতে বিচার বিতর্ক, বাদ বিতণ্ডা সংশয় অবিশ্বাসাদি কিছুই নাই, তেমনি ভগবানেরও একটা নাম আছে, ইহাতে অবিশ্বাসের কোন হেতু নাই। তাঁহার নাম অনন্ত হইলেও সাধকের পক্ষে একটী। কেননা সাধকের সাধের একটী নামের মধ্যেই ভগবানের অনন্ত নাম নিহিত আছে। ভগবানের নাম আছে, এ বিশ্বাস যেমন স্বতঃসিদ্ধ, তাঁহার নাম ও তিনি অভিন্ন সে বিশ্বাসও তেমনি স্বতঃসিদ্ধ। অতএব নাম ধরিলে তাঁহাকে ধরা যায়, এ কথাটা মনে লাগে। মনে লাগা বা মনে ধরা এ তত্ত্বটাও ছোট নহে। কেননা

"সাধু গুরু শাস্ত্রবাক্য,

মনেতে করিয়া ঐক্য,
তবে কর শ্রীকৃষ্ণ ভজন।"

সাধু নাম প্রচার করিতেছেন, গুরু মন্ত্ররূপে নাম দিতেছেন, শাস্ত্র নাম-মহিমা ঘোষণা করিতেছেন; যদি মনেও তাহা লাগে, তবে আর কি বাকী রহিল?

কোন বস্তুর কামনা করিয়া ভগবদ্‌ভজন করিলে, তাহা প্রকৃত পক্ষে সেই কাম্য বস্তুরই ভজন—ভগবদ্‌ভজন নহে। ভগবানের প্রতিজ্ঞা আছে,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে,
তাং তথৈব ভজাম্যহং।"

যে ব্যক্তি যে ভাবে তাঁহার ভজনা করে, তিনি সেইভাবেই তাহার বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। অর্থাৎ যে যাহা চাহে, তাহাকে তাহাই দেন।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

কিন্তু নিষ্কামচিত্তে নাম ধরিয়া ভজন করিলে তাহাকে অন্য কিছু দিয়া ভুলাইতে পারেন না, তাঁহাকে নিজে তাহার হইতে হয়। তাহার ভবরোগ দূর করিয়া তাহাকে আপনার করিয়া লইতে হয়। অতএব ভাই ভগিনীগণ; আইস আমরা কাতর হইয়া প্রাণ ভরিয়া তাঁহার জন্য তাঁহাকে ডাকি—সকল যজ্ঞের শিরোমণি নাম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করি। এমন সুলভ সাধন হেলায় হারাইলে এমন জন্ম আর পাইব না,—এমন দিন আর হইবে না। নিতান্ত পক্ষে হরিনামের বলে মানবজন্ম রক্ষা করিতে পারিলেও এ আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। সাধনের দেহ পাইলে ভজনের সময়ও পাইব।

মহামুহূর্ত্ত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের শেষ)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আমার নাম শ্রীসত্যপ্রিয় রায়। এজগতে আমি লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন জীবন বহিয়া বেড়াইতেছি। আমি এখন বুঝিতে পারি বাঙ্গালির মেয়েরা বিধবা হইলে ত্যাগস্বীকারপরায়ণা হয় কেন? আমি এখন বুঝিতে পারি বিধবা রমণীদিগের জন্য যিনি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তিনি "নিষ্ঠুর" না হইয়া হৃদয়বান্ কেন? আমি এখন বুঝিতে পারি মানুষ, সকল পার্থিব সুখ সাধের মাথায় পদাঘাত করিতে পারে কেন? যে প্রাণের অধিক জিনিস হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, যাহার সকল আশা ভরসার মূলে বজ্রাঘাত হইয়াছে, একজনের অভাবে যাহার সারা জীবন লক্ষ্যভ্রষ্ট

হইয়াছে, সে সংসারে কখনই টিঁকিতে পারে না। সংসারের উপহাস, সংসারের নির্ম্মমতা তাহার কখনই ভাল লাগে না। সে আমার মত সুখ ঐশ্বর্য্যের হাত এড়াইয়া পথে পথে সন্ন্যাসী সাজিয়া বেড়াইতে চাহে।—নয়তো আমি এ বয়সে সে সোণার সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইলাম কেন?

আমি এজগতে একজনকে ভালবাসিয়াছিলাম—আমার সখী, সঙ্গিনী, বন্ধু সেই এক জনই ছিল। বড় আশা করিয়াছিলাম সে আমার চিরজীবনের হইবে! বড় আশা করিয়াছিলাম সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছাড়িয়া আমাতে তাহার অস্তিত্ব মিশাইবে! স্নেহের তারে আমাদের দুটি প্রাণ গাঁথা ছিল, আমি বড় আশা করিয়াছিলাম সে বাঁধন অনন্ত জীবনের বাঁধন হইবে! সেই অনির্ব্বচনীয় সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম!—নিজে উদ্ভাবন করিয়া নহে, আমাকে তাহার অভিভাবক দেখাইয়াছিলেন!

হায় রে, সে স্বপ্ন এক মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া গেল! আমার সে প্রাণভরা আশায় এক মুহূর্ত্তেই ছাই পড়িয়া গেল! বাঙ্গালির মেয়ে মুমূর্ষু স্বামীর দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করিতে করিতে সহসা বিধবা হইলে তার প্রাণটা যেমনতর হইয়া যায়, এক মুহূর্ত্তে প্রাণটা তেমনি হইয়া গেল! নিষ্ঠুর সংসার আমার মুখের উপরে ডাকিয়া বলিল "ক্ষমা তোমার হইবে না!"!

ক্ষমা আমার হইবে না! মা যেমন তাহার স্নেহের শিশুর সংবাদ শোনে, আমিও তেমনি করিয়া শুনিলাম, ক্ষমা আমার হইবে না! কিন্তু মাতৃশোকের সীমা এইখানে—আমার শোক অসীম; আমার কাণে আরও সংবাদ পৌছিল "ক্ষমা একজন পরের হইবে—"! ক্ষমা একজন পরের সহধর্ম্মিণী, সহযোগিনী, সেবিকা, পূজিতা, তিরস্কারের পাত্রী, আদরের জিনিস সবই হইতে চলিল! আমার ক্ষমাতে সেই একজন পরের যোল আনা অধিকার!—ক্ষমা আমারই ক্ষমা, পুরোহিত ঠাকুর যতই মন্ত্র প'ড়ান, পিতা যতই ক্ষমার হাত জামাতার হাতে দিয়া "অহং দদামি" বলুন, হাতে হাতে যতই দৃঢ় বন্ধন হউক, ক্ষমা তবু আমারি ক্ষমা! যেদিন বনে বনে ফুল তুলিয়া তাহার খোঁপায় পরাইয়া দিতাম, সে দিনের স্মৃতি যতদিন রহিবে, ততদিন আমি ঠিক্ জানিব সে ক্ষমা আমারি ক্ষমা! যে দিন বাবার কাছে মূর্খতার জন্য গালি খাইয়া সরলা বালিকা আমার কাছে পড়া শিখিতে আসিত, সেদিনের স্মৃতি যতদিন রহিবে ততদিন আমি মনে মনে বলিব সে ক্ষমা আমারি ক্ষমা! যেদিন গঙ্গা ময়রাণীর গরু বাঁধিতে গিয়া দুষ্ট ছেলেদের নির্লজ্জ উপহাসে তরুণ বালিকা লজ্জিতা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেই লজ্জাবনত মুখখানি যতদিন মনে পড়িবে, ততদিন—বিশ্ব সংসার যাহা

বলে বলুক, আমি আপনা আপনি বলিব সে ক্ষমা আমারই ক্ষমা!—ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা যেমন সত্য, নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ যেমন সত্য, ক্ষমা যে আমারই, একথাও তেমনি সত্য, অভ্রান্ত সত্য—কিন্তু কেমন করিয়া সত্য, তাহা আমি বলিতে পারি না।

আমার সেই ক্ষমা একজন পরের হইবে! আমার সহিত তাহার এক-বিন্দুও সংস্রব রহিবে না! তাহার সুখ দুঃখে সে আমার সহানুভূতি লইবে না! আমার সুখ দুঃখে সে অংশভাগিনী হইবে না!—কেবল তাহাই নহে, এক জন পর আসিয়া ক্ষমার জীবন ষোল আনা অধিকার করিবে!—আমি সামাজিক বন্ধনের মর্য্যাদা অনভিজ্ঞ নহি, সমাজ বিপ্লব ঘটাইবার নীচ প্রয়াসে প্রয়াসী নহি, ক্ষমার স্বামীর দেব-সুখের হিংসুকও নহি, কিন্তু আমার ক্ষমা আমার হইল না কেন? আমার শৈশব-সহচরী আমার জীবন-সহচরী হইল না কেন? এ তাপদগ্ধ জীবন তাহার শীতল ছায়ায় জুড়াইতে পারিলাম না কেন?

ক্ষমার বিবাহ হইয়াছে কিনা তাহা আমি জানিনা—সে কথা জানিতে আমার অধিকার নাই। আমি জীবনের লক্ষ্যভ্রষ্ট, আমি পথে পথেই বেড়াইতেছি; এই এক বৎসর বাড়ী যাই নাই। বাবা, মা মনে করেন আমি চাকরির চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু তাহা নহে—আমি সন্ন্যাসী হইয়াছি। সংসারাশ্রমের কাজ আমা হইতে হইবে না। আমি বুঝিতে পারি যে আমি স্বার্থপরতায় কর্ত্তব্যভ্রষ্ট—কিন্তু আমি কি কর্ত্তব্য পালন করিতাম না? আমি লেখা পড়া শিখিয়াছি—চাকরি করিতাম, পিতা মাতার সেবা করিতাম, বেঙ্গলি কি ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের একজন লেখক হইয়া স্বদেশের উন্নতির জন্য আন্দোলন করিতাম, চিরদিনই আত্মোন্নতি, পারিবারিক উন্নতি এবং সমাজের উন্নতি চেষ্টায় যথাসাধ্য যত্ন করিতাম—যদি ক্ষমা আমার জীবনের অংশভাগিনী হইত, তবে আমার মত একজন শিক্ষিত যুবকের যাহা কর্ত্তব্য আমি দ্বিগুণ উৎসাহে তাহাই করিতাম। ক্ষমার সুখের আশয়ে সারা জীবন খাটিলেও আমার একটু শ্রান্তি হইত না; আমি স্বার্থপর হইয়াছি সত্য, কিন্তু আমার মনে হয়, আমার মত ভগ্নহৃদয় ব্যক্তি আমার মত "স্বার্থপর" হইয়া যায়!—এ কথা সত্য কিনা তাহাও জানিনা।

যাহাহউক আমাকে এবার বাড়ী যাইতে হইল। বাড়ী হইতে আমার একটী বন্ধু পত্র লিখিয়াছেন, "তোমার পিতা একজন দরিদ্রের উপরে বড় অত্যাচার করিতেছেন," আমি বাবার স্বভাব জানি; বাবা ধনী। সাধারণ ধনী ব্যক্তিদের মত টাকার দিকে ঝোঁকটা বড় বেশী। টাকা আদায় করিবার সময়ে বাবা দরিদ্র প্রজা, দরিদ্র অধমর্ণের উপর যে ব্যবহার করেন—আমার চক্ষে

সেগুলা বড় নিষ্ঠুরের ব্যবহার। আমি পিতৃনিন্দা করিনা, হয় তো বাবার অবস্থায় পড়িলে আমি নিজেই ঐ রকম করিতাম। কিন্তু এখন আমার প্রাণে বাবার এ রকম কাজ বড়ই খারাপ লাগে। ভাবিয়া চিন্তিয়া বাড়ী যাওয়াই স্থির করিলাম। যদি আমা হইতে কাহারও একবিন্দু উপকার হয়, তাহা কেন করিব না?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বাড়ী আসিলাম বটে, এক বৎসর পরে আমি বাড়ী আসিয়াছি দেখিয়া মা, বাবা, ভাই ভগিনী সকলেই খুব সন্তুষ্ট। আমার বিবাহের সম্বন্ধ কোথায় হইতেছে, তাহাও শুনিলাম। শুনিয়া মনে মনে হাসিলাম। সবই শুনিলাম, কেবল একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না ক্ষমার বিবাহ হইয়াছে কি না?—পনর বছর বয়সে হিন্দুর মেয়ে অবিবাহিতা থাকা অসম্ভব, তাই ক্ষমার বিষয়ে আমি কিছুই বলিলাম না।

এখন আমি যে কাজে আসিয়াছি, তাহার অনুসন্ধান লইলাম। সে বড় ভয়ানক ঘটনা। আমি হতাশপ্রায় হইলাম।

সনাতন জাতিতে গন্ধবেণে। আমাদের বাজারে তাহার একখানি দোকান ছিল। গত পূর্ব্ববৎসর দোকানের জিনিস নিঃশেষ হওয়াতে সনাতন ঘরের সমস্ত টাকা, এবং আমার পিতার নিকটে নিজের বাড়ী বন্ধক রাখিয়া দেড়শত টাকা লইয়া (নূতন দ্রব্যাদি কিনিবার আশয়ে) নৌকাযোগে কলিকাতায় যাইতেছিল, নৌকা ডুবিয়া সে মারা যায়। এদিকে সনাতনের পাঁচটী শিশু সন্তান, উপার্জ্জন করিবার লোক কেহই নাই—তাহার স্ত্রী সেই অনাথা বিধবা যে কত ক্লেশে সন্তানদিগকে পালন করিতেছে, তাহা একমাত্র ভগবান্ জানেন। যাহাহউক বাবা সনাতনের মহাজন। মহাজন অবশ্য খাতকের অবস্থা বুঝিয়া টাকা চাহে না, —কিন্তু টাকা পাইবার কোনও উপায় নাই দেখিয়া বাবা সনাতনের স্ত্রীর বাড়ী বিক্রয় করিয়া তাঁহার টাকা লইবেন, এই রকম স্থির করিয়াছেন! আমার বিবেচনায় এ বিষয় যতই ভয়ানক হউক না কেন, বাবার বিবেচনায় অবশ্য ন্যায্য। একা বাবা কেন, বাঙ্গালার অধিকাংশ মহাজনের অবস্থাই এই রকম—আমি যদি মহাজন হইতাম, তবে হয় তো এই রকম কাজই করিতাম।—আমি বাবাকে নিন্দা করি না।

কিন্তু নিন্দা করি আর না করি, আমি যাহা অন্যায় বলিয়া বুঝিয়াছি, আমি যাহা "নিষ্ঠুরাচরণ" ভাবিয়াছি, তাহা করিতে বাবাকে কখনই দিব না। আমার নিজের মাত্র ক্ষতি হইলে—ক্ষমাকে বিবাহ করিবার মত কিছু হইলে বাবার সন্তুষ্টির জন্য না হয় পরি-

ত্যাগ করিতাম! কিন্তু যে কাজে পরের সর্ব্বনাশ হইতেছে, যে কাজে একজন আশ্রয়হীন হইতেছে, সে কাজ বাবাকে কখনও করিতে দিব না।

বাবা যখন আমাকে এ সম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না, তখন হঠাৎ কিছু বলিব কি না?—এই কথা ভাবিতেছি, এমন সময়ে শুনিলাম বাবা লোক জন সঙ্গে করিয়া সনাতনের বাড়ী গিয়াছেন। শুনিয়া আমিও চলিলাম। আমার ইচ্ছা একটু অন্তরালে দাঁড়াইয়া আগে ঘটনাটী দেখিব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গঙ্গাদিদি ডাকিল "দিদিমনি!" আমি উত্তর করিলাম "এই যে!"

গঙ্গা। তুই কুমারী কন্যে, তোর এই-রূপ, এই বয়স, তুই আমার সাথে এতটা পথ চলে এলি, কর্ত্তাবাবু শুন্‌লে না জানি কত বোক্‌বেন! আমার তো ভয় কচ্ছে, বিশেষ তিনিবাড়ী নাই।"

গঙ্গাদিদির কথা শুনিয়া আমি হাসিয়া ফেলিলাম. বলিলাম, "আমি তো কোনও অন্যায় কাজ করি নাই—এমন দুঃখী-দিগের এমন বিপদের দিনে যদি যথা-সাধ্য উপকার না করি, তবে বাবা আমার কত মনোবেদনা পাইবেন।—তা যাক্, গঙ্গাদিদি তুমি সেই কর্ত্তাবাবুকে আমার কথা বল গিয়া।"

গঙ্গাদিদি আমাকে বাড়ীর মধ্যে রাখিয়া নিজে বাহির বাড়ী গেল। অল্প ক্ষণের মধ্যে একজন ষাটি বৎসর বয়সের অথচ সবল সুস্থ দেহ ভদ্রলোকের সহিত ফিরিয়া আসিল।

যিনি আসিলেন, তাঁহাকে আমি চিনি। খুব ছেলেবেলায় তাঁহাকে দেখি-য়াছি। তিনি গ্রামের একজন মান্য গণ্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তি; আমি তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া এক পাশে দাঁড়াইলাম।

তিনি স্নেহোৎফুল্ল চক্ষে আমার মুখ পানে চাহিয়া বলিলেন, "আমি নীলরতন রায়। তুমি কি মা জগদীশ বাবুর মেয়ে? তোমার নাম কি ক্ষমাশীলা?"

আমি। আজ্ঞে।

তিনি। তুমি কি এই বাড়ীটি কিনিতে চাহিয়াছ, মা?

আমি। আজ্ঞে।

তিনি। তুমি কিনিতেছ কেন মা, তোমার পিতা আসেন নাই কেন?

আমি। বাবা বাড়ী নাই, তাঁহার এক বন্ধুর কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছেন; আসিতে দুই একদিন বিলম্ব হইবে।

তিনি। এ বাড়ী আমি তিন শত টাকায় বেচিব, তাহা তুমি দিতে পারিবে মা?

আমি। আজ্ঞে তা পারিব।

কর্ত্তাবাবু আমার কথায় বিশ্বাস করিতেছেন না দেখিয়া আমি আঁচল থেকে মুক্তার মালা খুলিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলাম, "এ হারের মূল্য চারি

শত টাকা, এই হার বেচিয়া আপনার টাকা দিতে পারিব," শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন; বলিলেন, "মা, গায়ের গহনা বেচিয়া বাড়ী কিনিতেছ, এত প্রয়োজন কেন? এ বাড়ী লইয়া তোমরা কি করিবে?"

দায়ে পড়িয়া সত্য কথা—সকল কথা বলিলাম। "আজ্ঞে এ বাড়ী কিনিয়া সনাতনের স্ত্রীকে দিব," শুনিয়া তিনি খানিকক্ষণ যেন অবাক্ হইলেন; শেষে বলিলেন, "সনাতনের স্ত্রী তোমার কে যে, তাহার জন্যে তিনশ টাকা দিতেছ—গায়ের গহনা বেচিতেছ?"

আমি ধীরে ধীরে উত্তর করিলাম, "আজ্ঞে এ হার আমার এতদিন ছিল না, আমার বাবার এক মাসী—তিনি নিঃসন্তানা, বিধবা, খুব বড় লোকের স্ত্রী ছিলেন। এবার ওলাউঠা রোগে তিনি মৃতপ্রায়া হইয়াছিলেন, বাবা ও আমি যথাসাধ্য তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলাম। তিনি আরাম হইয়া স্নেহোপহার স্বরূপ এই মুক্তার মালা দিয়াছেন। ইহা এতদিন ছিল না, আমরাও ইহার অভাবে কোনও কষ্টে পড়ি নাই। আজি দুই দিন সনাতনের স্ত্রী আশ্রয়হীনা হইয়া আমাদের বাড়ীতে রহিয়াছে, আমার হার হইতে যদি তাহার আশ্রয় মিলে, তাহা হইলেই এ হার সার্থক হইবে, আমি সেই জন্যে এ রকম প্রার্থনা করিতেছি।"

তিনি খানিকক্ষণ পরে বলিলেন, "কি বলিলে মা, আবার বল, তোমার বাবা কি তোমাকে এ ব্যয়ের জন্যে তিরস্কার করিবেন না?" আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলাম, "বাবা, অপব্যয় করিলে তিরস্কার করেন, বাবা বলেন "যে অপব্যয় করিয়া পরের গলগ্রহ হয়, সে পাপের স্রোত বেশী করে" সেই জন্য আমি অপব্যয় করি না। তবে এরকম ব্যয়ে বাবা কখনও গালি দিবেন না, কারণ বাবা আমাকে শিখাইয়াছেন, মানুষের গৃহাশ্রম নিজের জন্য নহে, সকলের মঙ্গলানুষ্ঠানের জন্য, বাবা আমাকে শিখাইয়াছেন, দরিদ্রদিগকে রক্ষা করা ধনীদিগের এক প্রধান কর্ত্তব্য, আর বাবা আমাকে শিখাইয়াছেন, কর্ত্তব্যপালন করাই মনুষ্যত্বের প্রধান উপকরণ। আপনি জানেন, এ ব্যয়ের জন্য আমরা দরিদ্র হইব না।"

তিনি অনেকক্ষণ কথা কহিলেন না; তার পরে গদগদকণ্ঠে বলিলেন "মা! এ জগতে তোমার পিতাই ধন্য! তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষায় তুমি বালিকা হইলেও এমন মহৎ জীবন লাভ করিয়াছ! আমাদের ছেলে মেয়েদের আমরা গহনা দিয়া পোষাক দিয়া সাজাইয়াছি আর তোমার পিতৃদেব অমূল্য জ্ঞান ধর্ম্ম রত্নে তোমার হৃদয় ভূষিত করিয়াছেন! মা! আমি বয়সে প্রাচীন হইলেও এতদিন অজ্ঞ শিশুই ছিলাম, আজি এক মুহূর্ত্তে তুমি আমাকে প্রকৃত জীবন-

তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছ! এই এক মুহূর্ত্তে মা, তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ, আমি জন্ম জন্মান্তরেও সে ঋণ শোধ দিতে পারিব না। এই মুহূর্ত্তে বুঝিয়াছি মা, "স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীশিক্ষা" বলিয়া বাঙ্গালীর ছেলেরা কেন ক্ষেপিয়াছে! এই মুহূর্ত্তে বুঝিয়াছি মা, প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা সাধিত হইলেই এ দেশ যথার্থ উন্নতি লাভ করিবে! এই মুহূর্ত্তে বুঝিয়াছি মা, টাকা কড়ি সবই তুচ্ছ, মহত্বই মানবের প্রার্থনীয়! এই মুহূর্ত্তেই বুঝিয়াছি মা, মানবের গৃহাশ্রম নিজের জন্যে নহে—সকলের মঙ্গলানুষ্ঠানের জন্যে, দরিদ্রদিগকে রক্ষা করাই ধনীদিগের প্রধান কর্ত্তব্য, কর্ত্তব্যপালন করাই মনুষ্যত্বের প্রধান উপকরণ! যে মুহূর্ত্তে এত শিক্ষা পাইলাম মা, সে মুহূর্ত্ত আমার জীবনের চিরস্মরণীয় মুহূর্ত্ত—সে মুহূর্ত্ত আমার মহামুহূর্ত্ত! আমি সোণার অক্ষরে এই মহামুহূর্ত্ত লিখিয়া রাখিব, এ জীবনের বাকী কয়েক দিন এই মহামুহূর্ত্ত মনে করিয়া আনন্দে কাটাইব! মা, আমি বিষয়াসক্ত অর্থপিশাচ, আমি তোমার পিতার মহত্ত্ব বুঝি নাই, তাই ধনলোভে তোমার মত রাজলক্ষ্মীকে পুত্রবধূ করিতে চাহি নাই—মা তোমার কাছে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ আমি সনাতনের স্ত্রীকে এবাড়ী দান করিলাম, তাহাদিগকে ঋণ হইতে মুক্ত করিলাম—তোমার বাবা কি এ নরাধমের পূর্ব্বকৃত অপরাধ ক্ষমা করিবেন না?—তোমাকে পুত্রবধূ করিয়া কি আমার জীবন সফল করিতে দিবেন না?"

লজ্জাতে আমার মাথা কাটিয়া পড়িতেছিল, আনন্দে আমার চক্ষে ধারা বহিতেছিল, আমি সেখানে দাঁড়াইতে পারিলাম না—সরিয়া আসিলাম। এ মুহূর্ত্ত বাস্তবিক আমারই মহামুহূর্ত্ত, এই মুহূর্ত্তে আমি ঠিক্ বুঝিতে পারিলাম "যে ব্যক্তি ভগবানের কাজে আত্মসমর্পণ করে, সে যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, এক দিন কৃতকার্য্য হইবে।

বাড়ী যাইবার জন্য আমি আর গঙ্গাদিদি আসিতেছি, সহসা পথে এক জন দাঁড়াইয়া আছেন দেখিলাম। যিনি দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "ক্ষমা! ধন্যা তুমি! তোমার সৎসাহস, তোমার স্থির চিত্ততা, তোমার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখিয়া আমি আজি নিজের ত্রুটী বুঝিলাম।—আমি রাশি রাশি পুস্তক পড়িয়া যাহা শিখিতে পারি নাই, আজি এই মুহূর্ত্তে তোমাহইতে তাহাই শিখিলাম; এ মুহূর্ত্ত আমারই মহামুহূর্ত্ত!"

এ মধুর স্বর অনেকদিনের পরে আমার কাণে পৌছিল। আমি কেমন যেন জড় সড় হইয়া গেলাম, একটীবার চাহিতেও পারিলাম না, একটী কথা কহিতেও পারিলাম না!

যিনি ঐ কথা কয়টী বলিলেন, তিনি আর একটুও দাঁড়াইলেন না—অন্য পথে চলিয়া গেলেন। তখন গঙ্গাদিদি বলিল, "তোর এ কেমন ধারা

নাক্কা, দিদিমণি? তুই বড়কর্ত্তার সঙ্গে কথা কইতে পারলি আর কা'যকের ছেলে সত্য বাবুকে দেখে ক'নে বউএর মত হয়ে পোড়লি: আঃ পাগলি!" আমি গঙ্গাদিদিদির হাত ধরিয়া চলিলাম।

এতদিনের পরে আমি আমার কাছে ধরা পড়িলাম। এতদিনের পরে বুঝিলাম বিবাহে আমার "অরুচি" হইয়াছিল, কিসের জন্ত?—এতদিনের পরে ভাবিলাম, আমার মুক্তার মালা বেচিয়া বাবাকে যদি চাকর ও রাঁধুনী রাখিয়া দিতে পারি, যদি খুব নিকটে বিবাহ হয়, তাহা হইলে বিবাহিতা হইয়া গৃহধর্ম্ম পালন করাওতো রমণী-জীবনের এক প্রধান কর্ত্তব্য?

উপসংহার।

বাবা বাড়ী আসিয়া সেই কর্ত্তা মহাশয়ের কাছে সকল কথা শুনিয়া আমাকে বলিলেন "ক্ষমা! তো'কে ভগবদ্গীতা পড়াইয়াছিলাম, জগদীশ্বরের কৃপায় আমার সে শ্রম বোধ হয় সফল হইবে। তুই ভগবান্‌কে ডা'ক, যেন আমার মা' হ'তে পারিস্।"

আমি ঠাকুর মা'কে "রত্নগর্ভা" বলিয়া মনে করি, কিন্তু ছি! আমি সে অন্ন দন্তহীনা বুড়ী হইতে পারিব না।

এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের বিবাহ হইল। বিবাহের সভায় পুরোহিত ঠাকুর বলিয়াছিলেন "জগদীশ বাবু, এত বড় মেয়ে অবিবাহিতা রাখিয়াছিলেন কিসের জন্ত?"

বাবা উত্তর করিলেন "হিন্দু শাস্ত্রানুসারে কন্তার বিবাহ দিব, এই প্রতিজ্ঞার জন্ত।" *

আর কোনও গোলমাল হইল না!

বিবাহের পরে আমার শ্বশুর বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার মা'কে এর মধ্যে দেবকন্তা করিলেন কি করিয়া?' বাবা হাসিয়া বলিলেন "ভগবানের জিনিস আমার হাতে ভগবান্ দিয়াছিলেন; যে রকম উপদেশ পাইবে, কাজে সেই রকম করিবে, আমি এইটুকুই শিখাইয়াছিলাম।"

আমার শাশুড়ী আড়ালে দাঁড়াইয়া বলিলেন "বৌমা আমায় লেখা পড়া শিখিয়াও যে এমন লক্ষ্মী হইবে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই।"

* * * *

আমরা সত্য ক্ষমা মিলিত করিয়া পাঠিকা ভগিনীদিগের হস্তে দিতেছি। যে মুহূর্ত্তে বাঙ্গালির ঘরে ঘরে সত্য ক্ষমা মিলিত হইবে, বঙ্গ জননীর সে "মহামুহূর্ত্ত" কবে আসিবে??

সম্পূর্ণ।

লেখিকা, শ্রীমা—

* অজাতপতিমর্য্যাদামজাতপতিসেবনাম্।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্॥"

মঙ্গল গ্রহ।

"মঙ্গল গ্রহ সম্প্রতি পৃথিবীর সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। জ্যোতির্ব্বিদগণ দেখিয়াছেন উক্ত গ্রহ হইতে ত্রিকোণাকার আলোক এখানে আসিয়াছে। অনুমান, অনুমান কেন, অনেকে সিদ্ধান্ত করেন, মঙ্গলবাসিগণ ত্রিকোণাকার বৈদ্যুতিক আলোক দ্বারা আমাদিগকে সঙ্কেত করিতেছেন। এই সঙ্কেতের প্রতিসঙ্কেতের কোন উপায় করা যায় কি না তাহা লইয়া তাঁহারা মাথা ঘুরাইতেছেন। আর এই কথা লইয়া মহা আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছে। মঙ্গল গ্রহ কিরূপ, এখানে কিরূপ জীবের অস্তিত্ব সম্ভব ইত্যাদি কথা লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। জগতের রহস্য যে উপন্যাসের অপেক্ষা অদ্ভূত এই আন্দোলনে তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

আড়াই শত বৎসর হইল এই গ্রহটির উপর জ্যোতির্ব্বিদগণের বিশেষ লক্ষ্য পড়িয়াছে। ১৮৭৭ সালে যখন মঙ্গল গ্রহটী পৃথিবীর সন্নিধ্যে আসিয়াছিল, সে বৎসর এই গ্রহ সম্বন্ধে অনেকগুলি নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় এবং মিলান মানমন্দিরে জ্যোতির্ব্বিদ শিয়াপেরেলী মহাশয় ইহার কতকগুলি উৎকৃষ্ট মানচিত্র প্রস্তুত করিতে সক্ষম হন। তদবধি এই গ্রহটী লইয়া বিশেষ নাড়াচাড়া হইতেছে। এ বৎসর জ্যোতির্ব্বিদগণ ইহার বিশেষরূপ পর্য্যবেক্ষণে অভিনিবিষ্ট।

মঙ্গল পৃথিবীর পরবর্ত্তী গ্রহ; সুতরাং পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্য হইতে ইহা অধিক দূরে অবস্থিত। যখন পৃথিবী ও মঙ্গল পরস্পর সান্নিধ্যে আইসে, তখনও উভয়ের মধ্যে ব্যবধান ৩ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল। সর্ব্বোৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ দ্বারা এই অন্তর কত হ্রাস করিবে? সুতরাং এখনও মঙ্গল সম্বন্ধে তত্ত্ব অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

মঙ্গলের গঠন অনেকটা পৃথিবীর ন্যায়। পৃথিবীর ন্যায় দেশ ও সাগর আছে, জল, বায়ু, মেঘ ও বরফ আছে। তথাকার বায়ু এখানকার বায়ু অপেক্ষা তরল। শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতুভেদ আমাদের ন্যায়, তবে ঐ সকল ঋতুর স্থায়িত্ব কাল আমাদিগের অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ অধিক, আর পৃথিবীর ন্যায় তথায় শীত গ্রীষ্মের এতটা প্রাখর্য্য নাই। মঙ্গল প্রায় দুই বৎসরে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আইসে। মঙ্গলের কেন্দ্রে বরফ দেখা যায়। শীতকালে এই বরফ জমে, আবার গ্রীষ্মকালে তাহা গলিয়া যায়। ফলে সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে পৃথিবীর সহিত এই গ্রহের অনেকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং পৃথিবীর সদৃশ জীব এই গ্রহেও বাস করে এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।

মঙ্গলের বর্ণ লাল। এই লাল বর্ণের

কারণ কি? অনেকে বলেন, এখানকার উদ্ভিদ্ লালবর্ণ এবং সেই জন্ত ইহা লাল দেখায়, এ অনুমান অন্তায় বলিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

মঙ্গলের আর একটু বিশেষত্ব আছে। ইহার সর্ব্বাঙ্গে সমান্তরাল সোজা সোজা রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার সাগরাদির যে বর্ণ, এই দাগ গুলিও সেই বর্ণের অর্থাৎ এ দাগগুলি জলপূর্ণ খাল। খালগুলি প্রস্থে প্রায় ৬০ মাইল এবং সাগর হইতে সাগরান্তর বিস্তৃত। দাগগুলি এরূপ সরলভাবে কাটা যে, তাহা নৈসর্গিক বলিয়া বিশ্বাস হয় না। তাহা উচ্চ শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক জীব কর্তৃক খনিত বলিয়া জ্ঞান হয়। আমাদের আটলাণ্টিক, প্যাসিফিক প্রভৃতির ন্যায় বড় বড় মহাসাগর মঙ্গল গ্রহে নাই, ইহার সাগরগুলি আয়তনে অপেক্ষাকৃত ছোট।

মঙ্গল বয়সে পৃথিবী অপেক্ষা প্রাচীন। পৃথিবী অপেক্ষা মঙ্গল কোটি কোটি বৎসরের বড়। স্বর্গীয় জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত প্রক্টর এজন্য বলিয়াছিলেন যে, যদি মঙ্গলে কোন জীব থাকে, তবে তাহারা বৈজ্ঞানিক উন্নতি সম্বন্ধে আমাদিগের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। যদি তাহাই হয়, তবে উপরে উল্লিখিত খালগুলি যে তদ্রূপ জীবের খাত, তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। আর মঙ্গলবাসীরা যে, আমাদিগকে বৈদ্যুতিক সঙ্কেত করিতেছে, তাহা বা বিশ্বাস না হইবে কেন? বাস্তবিক বিশ্বরহস্য ভাবিতে গেলে হৃদয় মন একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে।" হিতবাদী হইতে উদ্ধৃত।

ব্রত।

ব্রত গ্রহণেতে ভারত রমণী
উদাসীনী বল কবে?
করি প্রাণ পণ পরহিত ব্রত
পালন করেছে সবে। ১

অতিথিসেবায় অতুলন ভবে।
রোগী শুশ্রূষায় প্রাণ
দেছে অকাতরে ভারত ললনা;
ভুলি স্বার্থ অভিমান। ২

দীন দুঃখী যত পাড়া প্রতিবেশী
পেয়েছে সাহায্য কত,
রমণীর কাছে অভাবে বিপদে
দিবানিশি অবিরত। ৩

কোথায় সে ব্রত, কোথায় সেদিন,
দুর্দ্দিনে কে কারে চায়!
(আজ) ভারতের নারী ব্রত পরিহরি
রত ভোগবাসনায়। ৪

বিদুষী অনেক আছেন আপনি,
কিন্তু সে হৃদয় কই?
পর দুঃখ দেখে কাঁদে কার প্রাণ?
ভেবে ভেবে ক্ষুণ্ণ হই। ৫

হৃদয় কাননে জ্ঞানের প্রসূন
কুটিতেছে দিন দিন,
কিন্তু সে মমতা সে মহাপ্রাণতা
বিস্মৃতি সাগরে লীন! ৬

পায় পড়ি বোন, শোন দুটো কথা
যদি ভাললাগে মনে,
তবে দিস্ কাণ ভায়ের কথায়
বধির রবি কেমনে? ৭

আর্য্য নারীগণ যেব্রত পালনে
এদেহ করেছে পাত,
সে ব্রত আবার করিয়ে গ্রহণ
পাল বোন্ দিন রাত। ৮

ভালবাসা দিতে জনম নারীর,
জীবন পরের তরে,
পরহিত রূপ মহা সাধনায়
সাধ সবে ঘরে ঘরে। ৯

প্রেমের প্রতিমা স্নেহের পুতলি
দয়ার আধার তোরা;
তোরা নাকরিলে দীনের কল্যাণ
কোথা যাবে অন্ধ খোঁড়া? ১০

তাই বলি বোন্ ক্ষুদ্র সীমা ছাড়ি
গণ্ডীর বাহিরে আয়,
বিশ্বপ্রেমে প্রাণ ঢেলে দে সবাই
মাতিয়ে পরসেবায়। ১১

বট্‌লার হয়ে অভাগিনীদের
ফিরাও কুপথ হতে,
ফাউলার হয়ে যাও দূর দেশে
রোগি-সেবা মহাব্রতে। ১২

অঙ্গের ভূষণ করিয়ে বিক্রয়
দুর্ভিক্ষেতে কর দান,
(দেখুক জগৎ কেমন উদার
ভারত নারীর প্রাণ। ১৩

(দেখিয়ে তোদের পরহিত ব্রত
সুকবি গাঁথিয়ে গাথা
শুনাক সবারে দেশে ও বিদেশে
তোদের গুণের কথা। ১৪

"নব্যা রমণীরা ভোগ বিলাসিনী"
আহা কি কঠিন প্রাণ!
পর দুঃখ হেরি নহে সে কাতর
কপর্দ্দক নাহি দান।" ১৫

এ দুর্নাম আর সহিতে যে নারি
রমণীর কুৎসা গান!
ঘুচা একলঙ্ক জগতের কাজে
দিয়ে স্বার্থ বলিদান। ১৬

এ নশ্বর দেহ একদিন নাশ
পাইবে নাহি সংশয়,
তবে কেন আর দেহের পতনে
করিতেছ এত ভয়? ১৭

জলন্ত অনলে যে দেশের নারী
পুড়িয়া হইল ছাই,
সে দেশের নারী মরিতে কাতর
কেনরে শুনিতে পাই? ১৮

তাই বলি বোন্ একা বসি ঘরে
ভুঞ্জিবে অতুল সুখ,
হয়ে উদাসীনী মা'র আর্ত্তনাদে
কেমনে দেখাবে মুখ? ১৯

ভারত রমণী নহে সে ছাঁচের,
কোমল হৃদয় তার,
কাঁদে পর দুখে হয় ম্রিয়মাণ
ভুলি সুখ আপনার। ২০

আসিবে সেদিন পরহিত ব্রত
পালন করিবে সবে,
আবার তাহারা রমণী সমাজে
আদর্শ হইবে ভবে। ২১

বাঙ্গালা প্রবচন।

ফ।

১। ফকীরে ফকীরে ভাই ভাই,
ফকীরের রাজত্ব সর্ব্ব ঠাঁই।

২। ফকীরী করা গোঁসাই বড়ই কঠিন,
ফকীর পথের তৃণ হ'তে হীন।

৩। ফল ঈশ্বরের হাতে।

৪। ফল ফল কদলীর ফল,
সেবার নারী আর ইন্দ্রজল।

৫। ফলের মধ্যে আম্র ফল,
সুন্দর নারী আর গঙ্গা জল।

৬। ফলেন পরিচীয়তে!

৭। ফতো বাবু।

৮। ফাঁকা আওয়াজ।

৯। ফাঁদ পেতে ফাঁদে পড়া।

১০। ফাঁপা ঢেঁকীর শব্দ বড়।

১১। ফাঁপর দালালী।

১২। ফালে আজ্জায় তুলে বেচে,
তার বাড়া কি ফসল আছে?

১৩। ফাগুনে আগুন চৈতে মাটী,
বাঁশকে রেখে বাঁশের পিতামহকে
কাটী।

১৪। ফাল্গুনে দ্বিগুণ শীত, খরতর খরা।

১৫। ফিকীরে ফকীর।

১৬। ফি হাত মাছের মুড়ো।

১৭। ফুট্‌লো কেশে, ফুরালে বার্ষে।

১৮। ফুটী ফাটা।

১৯। ফুৎকারে পাহাড় উড়ান।

২০। ফুঁ দিয়ে দুধ খাওয়া।

২১। ফুরণ কাজ।

২২। ফুলে নাই গন্ধ, চোখ থাক্‌তে অন্ধ।

২৩। ফুলের ঘায় মূর্চ্ছা যায়।

২৪। ফুলের মধ্যে মালা,
বাসনের মধ্যে থালা।
কুটুম্বের মধ্যে শালা।

২৫। ফুলের শোভা ভোমরা,
গাইয়ের শোভা চোমরা।

২৬। ফেন দিয়ে ভাত খায়,
গল্পে মারে দই,
মেটে হুঁকায় তামাক খায়,
আমার গুড়গুড়িটা কই।

২৭। ফৌজদারী পেয়াদা।

শিশুর জন্মদিনের উপহার।

২৩শে ভাদ্র, ১২৯৯।

(১)

যে আলোক প্রীতি আশা
হাসি প্রেম ভাল বাসা
মিলনের স্থিতি লয়,—ভুবনে তরঙ্গময়!
তার(ই) বিন্দু বিন্দু মিশি,
ক্ষুদ্র ঢেউ পরকাশি
আসে সংসারের পারে—ক্ষণপরে যায় স'রে
ঘাত-প্রতিঘাত-স্থান
জনম-মরণ-প্রাণ!
উহু কত প্রহেলিকা—প্রাণে তার আছে লেখা!
অই নৃত্য—অই ধ্বনি
জীবনের খেলা গান!

(২)

সেই খেলা সেই হাসি,
সেই গীতে দিবানিশি,
আজি বরষের পরে,—কত প্রাণ মুগ্ধ ক'রে
শারদ জ্যোছনা রূপে
আঁধারের আলো রূপে
মায়ের নয়নমণি—সসীম সৌন্দর্য্য খনি!
আয় কাছে আয় মোর
আজি জন্মদিনে তোর
গাইবরে ভ'রে প্রাণ,—সেই মরমের গান
আনন্দে বিরলে বসি
আয় কাছে আয় মোর!

(৩)

অনন্তের শিশু তুই,
অনন্তেতে তোর আশা!
সংসারের গণ্ডীমাঝে—ধূলি মাটি ভস্মসাজে
মিটিবেনা খেলার পিয়াস!
আলোকের শিশু তুই!
আলোকে প্রাণের মেলা!
সংসার তামসে ঢাকা,—অই ক্ষীণ আলো রেখা!
ভয় হয় পাছে তার
আঁধারে ফুরায় খেলা!

(৪)

আয় কাছে আয় আয়!
নিশি দিন প্রাণ চায়
ও ক্ষুদ্র ঢেউটী ধ'রে—প্রাণে প্রাণে রাখি পু'রে,
ও যে মন্দাকিনী জলে
সুখে নিতি নিতি খেলে!
পাষাণে যদি বা হায়—একবিন্দু প'শে যায়!
দগধ মরুর ভূমে
যদি বা জীবন ফলে!

(৫)

অসীমের সূচীপত্র
তোররে সসীম প্রাণ!
দুর্জ্জয় বাসনা মূলে,—আজি একপত্র খুলে
প্রেমশিশু ক্ষুদ্রঢেউ!
হও—হও আগুয়ান!
সংসারের বালুকায়—শুকাবেনা ক্ষুদ্রকায়
অনন্ত যোগাবে জল
অনন্ত তোমার বল!

চাহি অনন্তের পানে
চ'লে যাও অবিরাম !

(৬)

তোর মত কত ঢেউ—
এ সংসারে উঠে পড়ে !
দুই পা না যেতে হায়,—অকালে লুকা'য়ে যায় !
আঁধারের গর্ভে কত,
এই জনমের মত,
চুপি চুপি ধীরে ধীরে—
কোথায় মিশিয়া যায় !
যার গতি অব্যাহত—
সংসারের বাধা ঠেলি,
মধুর স্বর্গীয় গানে—শান্তি শীতলতা দানে
প্রেম প্রীতি পুণ্য ফলে,
সাজা'য়ে ধরণীতলে—
সুধু অনন্তের পানে—ছুটে যায় একমনে
তারই(ই) গান তার(ই) নাম—
সদা গীত বিশ্বতলে ;

(৭)

অবসন্ন মৃত প্রাণে
আছে যারা পথে প'ড়ে
অপ্রেম ঘৃণায় ভুলে,—যেওনা তা'দের ফেলে !
কে আছে ওদের ভবে
ধুলিতে কি প'ড়ে রবে !
ওই শুষ্ক প্রাণে দিও—এক বিন্দু জল দিও !
জাগাইও জাগাইও—
সঞ্জীবন আশা-রবে !

(৮)

পাপের কর্দ্দমে প'ড়ে—
যেই পথ ভু'লে গেছে,
ধুইয়া নির্ম্মল নীরে,—বুকে ল'য়ে যেও তারে !
সংসারের শৈত্যে হায়—
যেই প'ড়ে জড়প্রায়,
হৃদয়ের দাবানলে,—বাঁচাইয়া যেও চ'লে !
স্বরগ উন্মাদ গীতে—
মাতাইও সেই চিতে !
তুইরে প্রেমের শিশু—
লইও প্রেমের ক্রোড়ে !

(৯)

তুইরে স্বর্গের শিশু—
মর্ত্ত্যে দু'দিনের খেলা !
এই মরমের গীতি,—দেব হৃদয়ের প্রীতি
শুভ জন্ম দিনে তোর,
এ অমর "উপহার" !
স্বর্গমর্ত্ত্যে মাখামাখি,—দেবনরে দেখাদেখি,
মন্দাকিনী ভাগীরথী—
ও প্রাণে মিলন স্থান !
ঈশা বুদ্ধ মহম্মদ,—নানক চৈতন্য যত
নিতি আসি নবভাবে—
রচুক্ হৃদয়-ধামে,
দেবের বাঞ্ছিত আহা
এই আশা অবিরাম !!

শ্রী অ।

প্রবন্ধ পুরস্কার।

ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া। *

হে অনাদি ভগবন্! আমি তোমাকে নমস্কার করি; যাঁহার অমোঘ শক্তি দ্বারা এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে আমি সেই অজ পুরুষকে নমস্কার করি, যিনি বিশ্বের উৎপত্তি স্থান, বিশ্ব ও প্রকৃতি নিয়ত যাঁহার গুণ গান করিতেছে—যিনি এক হইয়াও ত্রিগুণসম্পন্ন (অস্ত, স্থিতি ও উৎপত্তি) আমি তাঁহাকে নমস্কার করি, যাঁহার আদেশে দিবা, রাত্রি, উষা ও সন্ধ্যা স্ব স্ব নিয়মে কার্য্য করিতেছে—যাঁহার আদেশে সূর্য্য আলোক প্রদান করিতেছেন, চন্দ্র কর রাশি বিতরণ করিয়া জগৎ উদ্ভাসিত করিতেছেন এবং গ্রহ উপগ্রহাদি যথা নিয়মে কার্য্য করিতেছে, ষড় ঋতু পর্য্যায়-ক্রমে খাটিতেছে—যাঁহার ইচ্ছায় ধরণী-পৃষ্ঠে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ ও উদ্ভিদাদি অবস্থিত, সমুদ্র-গর্ভে রত্ন, খনিগর্ভে ধাত্বাদি ও গগন-তলে জ্যোতিকমণ্ডল বিরাজিত, আমি সেই মহাশক্তিযুক্ত ভগবান্‌কে নমস্কার করি; যিনি দ্রব (সরিৎ সমুদ্রাদিবৎ), নিবিড় সংযোগে কঠিন (পর্ব্বতাদিবৎ), স্থূল (ইন্দ্রিয়গ্রহণযোগ্য ঘটাদিবৎ), সূক্ষ্ম (অতীন্দ্রিয় পরমাণ্বাদিবৎ), লঘু (উৎপতনযোগ্য তুলাদিবৎ), গুরু (হিমাদ্রিবৎ অচল), ব্যক্ত (কার্য্যরূপ), অব্যক্ত (কারণস্বরূপ) বিভূতি অণিমাদি), আমি সেই পুরুষোত্তমকে নমস্কার করি; যিনি পরম গতি, পরম গতি, পরম প্রভু, পরম শক্তি, চরাচর-বিধাতা, অজর, অশোক, অমর, অরূপ, অদেহ, অগেহ, অনাদি, পূর্ণাতিপূর্ণ, পরমাতি-পরম, শুদ্ধাতি-শুদ্ধ, আমি সেই ভগবান্ অনন্তকে নমস্কার করি। হে কার্য্যকারণাত্মন্ অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম! হে নিষ্পাপ মনীষিগণশরণ্য জগদাদি-কারণ হরি! তোমাকে নমস্কার। যিনি স্থূলভূত পৃথিব্যাদি ও সূক্ষ্মতম তন্মাত্রা-দির সমবায়স্বরূপ চৈতন্যময় পরব্রহ্ম; যিনি প্রকট অর্থাৎ প্রকাশ, নির্ব্বি-কার সচ্চিদানন্দস্বরূপ; যিনি সমুদয় ভূত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়াও সর্ব্বভূতময়; যিনি বিশ্ব হইতে নির্লিপ্ত হইয়াও সমুদয় বিশ্বের নিদান; যিনি জগৎ-জনক অথচ নিজে অজ, যিনি জগতের আদি, কিন্তু নিজে অনাদি, যিনি জগদীশ, কিন্তু স্বয়ং নিরীশ্বর, আমি সেই বিশ্বস্রষ্টা পুরুষোত্তম ভগবান্‌কে নমস্কার করি।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার নিয়ম। কার্ত্তিক

---

*ভ্রাতৃদ্বিতীয়া সম্বন্ধে যে কয়েকটী রচনা পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীমতী মানকুমারী বসু ও শ্রীমতী কুমুদিনী রায়ের লেখা উৎকৃষ্ট ও পারিতোষিক-যোগ্য হইয়াছে। কুমুদিনী রায়ের লেখাটী অপেক্ষাকৃত ছোট বলিয়া অগ্রে প্রকাশ করা গেল। বা, বো, স।

মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভ্রাতৃদ্বিতীয়া হয়; এই দিবস ভগিনীগণ নানাবিধ উপাদেয় খাদ্যাদি প্রস্তুত ও রাশি রাশি তাম্বুল সজ্জিত করেন, পরে পরিষ্কার কাষ্ঠাসনে ভ্রাতাকে বসাইয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা সার চন্দনের ফোঁটা ভ্রাতার ললাটে পরাইয়া দেন, পরে নূতন বস্ত্র, উত্তরীয় ও উপাদেয় খাদ্যাদি থালায় সাজাইয়া ভ্রাতার হস্তে প্রদান করেন। এই সময় অনুজা ভগিনী ভ্রাতাকে প্রণাম করেন, আর জ্যেষ্ঠা ভগিনী ভ্রাতার নিকট প্রণাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসব যেমন পবিত্র, তেমনি উদার। ইহার নিয়ম এই যে প্রথমে প্রতিবাসী ভ্রাতাকে ফোঁটা দিয়া পরে মাসতুত, পিসতুত, খুড়তুত, জেটতুত, ভ্রাতাগণকে ফোঁটা দেওয়া হয়, সর্ব্বশেষে সহোদর ভ্রাতাকে ফোঁটা দেওয়া হইয়া থাকে। এই ভ্রাতৃদ্বিতীয়াকে চলিত কথায় 'ভাইফোঁটা' বলা হইয়া থাকে। অনন্তর ভগিনীগণ স্নানাদি করিয়া গণ্ডূষ দিয়া থাকেন এবং গণ্ডূষ দেওয়ার পূর্ব্বে ভগিনীগণ কিছু আহার করেন না। ঘৃতমিশ্রিত অন্ন ভ্রাতার সম্মুখে রাখিয়া ভগিনী একটী পাককরা শাক ভ্রাতার হস্তে দিয়া তদুপরি কাঁচা দুগ্ধ ঢালিয়া বলেন, "ভ্রাতস্তবানুজাতাহং ভুঙ্ক্ষ্ব ভক্তমিদং শুভং। প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ॥" জ্যেষ্ঠা ভগিনী হইলে "ভ্রাতস্তবাগ্রজাতাহং" ইত্যাদি বলিতে হয়। ভগিনী যদি কোন নিঃসম্পর্কীয়কেও ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন করেন, তবে তাঁহাকেও এইরূপে ফোঁটা প্রদত্ত হয়।

পল্লীর মধ্যে কোন এক বাড়ীতে এই উৎসব হইলে বেশ সুবিধা হয়, কারণ তাহা হইলে সমস্ত ভ্রাতা ভগিনীগণকে এবাড়ী ও বাড়ী দৌড়াদৌড়ি করিতে হয় না, আর ভ্রাতাগণের আহারাদির জন্য যে ব্যয় হয়, তাহা সকল ভগ্নীগণে সমাংশ দিয়া পল্লীর মধ্যে এক বাড়ীতে আয়োজন করিয়া তথায় পাড়ার সকল ভ্রাতা ভগিনীগণ লইয়া এই উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিলে বিশেষ সুখের হয় এবং তাহা হইলে ভগিনীগণ যথাসময়ে সকল ভ্রাতাদিগকে ফোঁটা ও গণ্ডূষ দিতে পারেন। দুঃখের বিষয় আমাদের যে সকল ভগিনীর সহোদর ভ্রাতা কিম্বা একান্নবর্ত্তী খুড়তুত, জেটতুত ভ্রাতা না থাকেন, তাঁহারা এই পবিত্রোৎসবে যোগদান করেন না, ইহা তাঁহাদের কম ভুলের কথা নয়। যাহাহউক তাঁহাদের সম্বন্ধে আমরা অধিক কিছু বলিতে চাহিনা।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উদ্দেশ্য। হিন্দুগণের মধ্যে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার প্রথা যিনি প্রচলন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার হৃদয় যে সাধারণ লোক অপেক্ষা অনেক উচ্চ সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তৎপরে যিনি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার যথার্থ প্রচারকর্ত্তা—এই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মর্ম্ম যাঁহার প্রশস্ত হৃদয় অধিকার করিয়াছিল, আমরা যথাস্থানে সেই মহাত্মার আলোচনা

করিব। আমরা যদি প্রাচীন হিন্দুগণের চিরপ্রচলিত ক্রিয়াকলাপগুলির ফল যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়া দেখি, তাহাহইলে বোধ হয় এই বিশ্বপ্রেম-মিশ্রিত ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ন্যায় সকলগুলিই সারগর্ভ দেখিতে পাই। কিন্তু আমরা এমন উদার ও পবিত্র ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মর্ম্ম ত জানিই না, অধিকন্তু এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় কেহ আদর প্রদর্শন করি না। কি কুক্ষণেই আমাদের দেশে পাশ্চাত্যানুকরণ ঢুকিয়াছে! যে দেশের কবি গাহিয়াছেন, "সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ" সেই দেশের ভ্রাতা আজ তাঁহার গৃহলক্ষ্মীর অসন্তোষ জন্মিলে অনাথা ভগিনীকেও এক মুষ্টি অন্ন দিতে সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন। অবশ্যই ইহা পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষ নহে, অনুকরণের দোষ, তাহাও আবার মন্দের অনুকরণ, ভাল'র নহে, কেননা পাশ্চাত্য দেশে কি বিশ্বপ্রেমিক সহৃদয় ব্যক্তি কেহ নাই? কত শত আছেন, তাঁহাদের অনুকরণে চলা অবশ্যই দোষের নহে, কিন্তু মন্দের অনুকরণ অধোগতির লক্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। শুনিয়াছি ইংরেজগণ নাকি স্ত্রী পুত্র ব্যতীত অন্য কোন আত্মীয়কে পোষ্য বলিয়া মনে করেন না, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র বলেন—

'পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যাভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ॥'

মনু।

ইহাতে বুঝায় যে হিন্দুগণ কন্যা, ভগিনী, স্ত্রী ও ভ্রাতৃবধূকেও পোষ্য বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আজ ভ্রাতার গৃহলক্ষ্মীর অসন্তোষ জন্মিলে অনাথা ভগিনীও ভ্রাতৃগৃহে স্থান প্রাপ্ত হইতে পারেন না, একি কম দুঃখের বিষয়! আমরা এস্থলে একটী পূর্ব্বকালের ভ্রাতার ভগিনীর প্রতি ব্যবহার আর একটী আধুনিক ভ্রাতার ভগ্নীর প্রতি ব্যবহার উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে প্রদান করিলাম, প্রথমটী শুনা, দ্বিতীয়টী প্রত্যক্ষীকৃত।

১ম। কোন ব্যক্তির ভগিনী শ্বশুরালয় হইতে পিত্রালয়ে আসিয়া অগ্রজকে প্রণাম করিতে গেলেন, ভ্রাতা ভগিনীকে প্রণাম করিতে না দিয়াই ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর কপালে কি?" ভগ্নী ঈষদ্ধাস্য সহকারে বলিলেন, "দাদা! এমন ঘরেও আমার বিবাহ দিয়াছেন, তাহাদের একখানিমাত্র মেটে ঘর, তাহার আবার চৌকাট এত নীচু যে আমি আসিবার সময় যেমন ব্যস্তভাবে বাহিরে আসিতেছি, অমনি সেই চৌকাটাঘাতে আমার কপাল কাটিয়া গেল, তাই শাশুড়ী ঠাকুরাণী ক্ষতস্থানে চূণ হলুদ লেপিয়া দিয়াছেন।" ভগিনীর কথা শুনিয়া ভ্রাতার প্রাণে আঘাত লাগিল, ভ্রাতা মনে মনে স্থির করিলেন যে, সে গৃহে আর ভগিনীকে যাইতে দিবেন না। অনন্তর বৎসরেক ভগিনীকে নিজ গৃহে রাখিয়া স্থানান্তরে একটী বাটী প্রস্তুত করিয়া সেই বাড়ী ভগিনীকে প্রদান

করিলেন। এই ঘটনায় আমরা যদিও ভগিনীকে তাদৃশ বুদ্ধিমতী বলিতে পারি না, কিন্তু ভ্রাতা যে আদর্শ ভ্রাতা, তাহার আর সন্দেহ নাই।

২য়। কোন ভগিনী বিধবা হইয়া আশ্রয়লাভার্থে ভ্রাতৃভবনে আসিলেন, অমনি ভ্রাতার গৃহিণী তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। ভ্রাতাও আসিয়া ধীরে ধীরে ভগিনীকে বলিলেন, "তোমার এখানে স্থান হইবে না, কারণ তোমার বৌদিদি বড় মুখরা।" ভগিনী ভ্রাতার বাক্যে হাপুস নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন, ভ্রাতা কিন্তু নিজের স্ত্রীকে কিছুই না বলিয়া নিজেদের নিকটবর্ত্তী কোন কুটুম্বের বাড়ীতে ভগিনীকে থাকিতে পরামর্শ দিয়া নিজে অবসর গ্রহণ করিলেন। যে ভ্রাতা নিজের সহোদরার প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তিনি কি কখনও ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মর্ম্ম বুঝেন? কখনই নহে। যে আপন পুত্রকে ভাল বাসে না, সে কি অন্যের পুত্রকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে? যে আপন সহোদরা সহোদরের প্রতি উক্তরূপ ব্যবহার করিতে পারে, সে কি কখনও জগৎকে ভাই বোন বলিয়া হৃদয়ে স্থান দান করিতে পারে? কোনও বঙ্গীয় লেখক বলিয়াছেন, আপনা হইতে পরিবার, পরিবার হইতে আত্মীয় স্বজন, আত্মীয় স্বজন হইতে স্বদেশ ও স্বজাতি, স্বদেশ ও স্বজাতি হইতে পৃথিবী ও মানব জাতি, মানবজাতি হইতে প্রাণিজগৎ ক্রমেই প্রেমের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। হৃদয় প্রশস্ত হইতে ক্রমেই প্রশস্ততর হইয়া এই ক্রম অবলম্বন করে। এস্থলে আমরাও বলি যিনি সহোদর সহোদরাকে ভাল বাসিতে না শিখিয়াছেন—যিনি সহোদর সহোদরার দুঃখে কখনও অশ্রুজল না ফেলিয়াছেন, তিনি অনন্তকাল সাধনা করিলেও ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। আর আমরা—আমরা যে এত যত্নে, এত উৎসাহে ভাই ফোঁটা দিতেছি, আমরাও কি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মর্ম্ম বুঝি? যদি বুঝিতাম তবে সকল ভ্রাতাগণকে সমান স্নেহ চক্ষে দেখিতাম। প্রতিবেশী ভ্রাতা গোপাল দাদার সহিত তোমার পিতার ও ভ্রাতার বহুদিন হইতে যে বৈষয়িক বিবাদ চলিয়া আসিতেছে এবং সেই জন্য গোপাল দাদার উপর তোমারও বিলক্ষণ বিদ্বেষ ভাব রহিয়াছে, অথচ তুমি সেই দ্বেষ রূপ বৃশ্চিক বুকের ভিতর পুষিয়া—মনের ভাব গোপন করিয়া বলিতেছ, "ভ্রাতস্তবানুজাতাহং ভুঙ্ক্ষ্ব ভক্তমিদং শুভং" ইত্যাদি, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি এই ব্যবহার কতদূর কাপট্যপূর্ণ! প্রতিবেশিনী কামিনীর পিতা কিম্বা ভ্রাতার সহিত শ্যামের বিপক্ষভাব চলিয়া আসিতেছে; কামিনীর পিতা কন্যাভারগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, কষ্টে সৃষ্টে কোন পাত্র স্থির করিলে শ্যাম সেই বর পক্ষের নিকট

কামিনীর, কামিনীর পিতার ও ভ্রাতার কুৎসা রটাইয়া সেই সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিতেছেন, আর কামিনী যখন শ্যাম দাদাকে ফোঁটা দিয়া বলিতেছেন "ভ্রাতস্তবানুজাতাহং" ইত্যাদি, তখন কি শ্যাম দাদা একবার স্নেহদৃষ্টি বিক্ষেপে কামিনীর মুখপানে চাহিয়া কামিনীদের প্রতি বৈরভাব ভুলিয়া গিয়া থাকেন? যাহা হউক আমাদের মধ্যে ভ্রাতা ভগ্নীগণের সদ্ভাবের অভাব হইলেও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসবকে কখনও অনাদর করা উচিত নহে; কারণ কতকগুলি লোক হরিপ্রেমে মত্ত হইয়াছেন, না এইরূপ ভান করিয়া সংকীর্ত্তন করিতেছেন আর তাঁহাদের মধ্যে বাস্তবিক প্রেমিকের বিলক্ষণ অভাব, তাহা হইলে কি আমরা হরিসংকীর্ত্তনকে ঘৃণা করিব? না ভক্তগণকে ঘৃণা করিব? অবশ্যই আমরা হরিনাম ত্যাগ না করিয়া কপট ভক্তগণকে ঘৃণা করিব। ভাল কার্য্যের আলোচনা করাও ভাল, অতএব আমরা চিরকাল এই ভ্রাতৃদ্বিতীয়া আচরণ করিয়া আসিলে কি আমাদের নিম্নতম শত পুরুষের মধ্যেও ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মর্ম্ম কেহ হৃদয়ঙ্গম করিয়া জগৎকে ভাই বোন বলিতে পারিবে? যখন এক নিমাইয়ের ভাই "বোন" সঙ্গীতের ঢেউ এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে লাগিয়াছিল, তখন আমরা শত শত ভ্রাতা ভগিনীগণ জগৎকে ভালবাসিতে শিখিলে জগৎ কি প্রেমতরঙ্গে নাচিবে না? অবশ্যই নাচিবে, কেন নাচিবে না? আমরা সকলেই যদি সকলকে ভাই বোন বলিয়া ভালবাসি, ও মনে করি সবাই আপন, পর কেহই নহে, সবাই মানুষ, সবাই সবার নিকট উপকার ও স্নেহ মমতা পাইবার জন্য সৃষ্ট, কেহ কাহারও নিকট হিংসা দ্বেষাদি পাইবার যোগ্য নহে; সুখ দুঃখ, শীতা গ্রীষ্ম, বর্ষাদি তোমার পক্ষেও যেমন, আমার পক্ষেও তেমনি, শোক, যাতনা ও বেদনাদি তোমারও যেমন অনুভূত হয় আমারও তেমনি, তবে তোমাতে আমাতে প্রভেদ কি? যদি কেহ বলেন যে জ্ঞান ও বিভবাদিতে প্রভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে বক্তব্য এই যে উহাত যত্ন, শ্রম, ইচ্ছা ও চেষ্টাসাপেক্ষ। কিন্তু এমন কেহ আছেন কি যিনি অনর্গল বৃষ্টিধারায় নগ্ন গাত্রে দাঁড়াইয়া থাকিয়াও ভিজেন না, বা জীবন্ত ও সুস্থশরীর কাটিয়া দিলেও যাঁহার শোণিতস্রাব হয় না? অতএব সবাই সবার ভাইবোন, সবাই এক পিতার দয়ায় জীবিত, এক পিতার আদেশে পালিত, এক পৃথিবীতে সবার বাস, এক সূর্য্য সকলকে আলো দেয়, এক চন্দ্রকিরণে সকলের প্রাণ পুলকিত হয়! তবে কেন দুই প্রাণ থাকিব? সকলেই একতান, একপ্রাণ হওয়া উচিত, আমার তোমার হওয়া ও তোমার আমার হওয়া উচিত, সবার প্রাণে সমস্বরে সকলকে ভাইবোন বলিয়া সম্বোধন করা উচিত, তাহা

হইলে আমাদের ভ্রাতা ভগিনীগণের সদ্ভাব সন্দর্শন করিতে শূন্যে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, ও কিন্নর মণ্ডলী সমবেত হইবেন, মর্ত্তো স্বর্গের জ্যোতি বিকীর্ণ হইবে— পৃথিবীতে নন্দনের ছায়া প্রতিবিম্বিত হইবে। যখন আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় নিমাই, পতিত ও ঘৃণিত ভ্রাতা ভগিনী-গণকে সৎপথে আনিয়া পদস্থ ও শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা ভগিনীগণের সহিত মিলিত করিবার জন্য পথে পথে হরিসংকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, তখন কত পাষাণহৃদয়ও প্রেমস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল, রত্নাকর বাল্মীকির এক বীণা তন্ত্রী ভ্রাতৃবাৎসল্য গাহিয়া জগৎকে প্রেমতরঙ্গে নাচাইয়াছিল, অতএব আমাদের ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উদ্দেশ্য কি অনন্তকাল সাধন করিলেও সিদ্ধ হইবে না? ভ্রাতৃদ্বিতীয়া যখন একা চৈতন্যের সাধনায় জগতে সিদ্ধলাভ করিয়াছিল, তখন কি আমরা শত শত ভ্রাতা ভগিনীগণে সাধনা করিলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব না? পারিব, কিন্তু তেমন সুন্দর, উচ্চ ও বিশাল হৃদয় কৈ? যদিও আমি আজ "বিষকুম্ভং পয়োমুখম্" সাজিয়া এই পবিত্রোৎসব ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় যোগদান করিয়াছি, তথাপি কাতর হৃদয়ে বলি হে চৈতন্য! একবার তোমার দাসানুদাস-দাসীদিগকে তোমার সেই বিশ্বপ্রেমের কণা মাত্র প্রদান কর, যাহাতে আমরা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া জগৎকে ভাইবোন বলিয়া হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি। (ক্রমশঃ)

বাতিঘরের বালিকা।

রবার্ট ম্যানিঙ নামে এক সাহেব একটী ক্ষুদ্র দ্বীপের বাতীঘর-রক্ষক ছিলেন। এই দ্বীপের চারিদিক্ পাহাড়-ময়। সমুদ্রতীর হইতে দ্বীপটী দুই মাইল দূরে ছিল। ম্যানিঙের সঙ্গে আর কেহ ছিল না, কেবল আইডা নাম্নী ৮ বৎসরের কন্যা পিতার সহিত বাস করিত।

বালিকাটী এরূপ নির্জ্জনস্থানে একাকী থাকিত, ইহাতে তাহার কষ্টবোধ হইত, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার একটী ছোট বিড়ালছানা ও একটা কুকুর ছিল, সে তাহাদিগকে লইয়া খেলা করিত। আইডা এই দ্বীপে থাকিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল, এবং তাহার পিতা প্রাণের অপেক্ষা তাহাকে ভালবাসিত, এজন্য আইডা দুঃখের মধ্যেও বেশ মনের আনন্দে থাকিত।

একদিন প্রাতঃকালে ম্যানিঙ খাদ্য ও তৈল আনিবার জন্য একখানি নৌকা করিয়া সমুদ্রতীরে যাইতে বাধ্য হইলেন। কন্যাকে একাকী ফেলিয়া যাইতে তাঁহার

ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সমুদ্র বেশ স্থির ছিল এবং তিনি শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে পারিবেন মনে করিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার পূর্ব্বে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে, আমার ফিরিয়া আসিতে যদি অপরাহ্ণ হয়, তুমি কি ভয় পাইবে?" কন্যা বলিল, "বাবা ভয় কি? আমি পাহাড়ে চড়িয়া বেড়াইয়া বেড়াইব, মেঘের চলাচল দেখিব এবং তুমি যতক্ষণ না আইস, খেলা ও আমোদ করিব।" ইহাতে পিতা বড় সন্তুষ্ট হইয়া কন্যার মুখচুম্বন করিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিলেন।

বাতীঘর-রক্ষক তীরে উত্তীর্ণ হইবামাত্র দুর্য্যোগের লক্ষণ দেখা গেল। আকাশ অন্ধকার হইল, বাতাস ক্রমে প্রবল হইয়া ঝড়ের আকার ধারণ করিল। প্রবল তরঙ্গ সকল তাল বৃক্ষের মত উচ্চ হইয়া ক্ষুদ্র দ্বীপটীর উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল এবং বাতীঘরকেও কম্পিত করিতে লাগিল।

এখন পিতা ও কন্যার মনের অবস্থা কি, একবার ভাবিয়া দেখ। আইডা প্রথমে বিপন্ন নাবিকদিগের দশা ভাবিল, তৎপরে পিতার কথা ভাবিতে লাগিল। এরূপ ঝড়ের সময় পিতা নৌকা খুলিয়া আসিবেন না, এই ভাবিয়া মনকে একটু শান্ত করিল। পিতাও প্রথমে বেচারা নাবিকদের কি হইবে ভাবিলেন, পরে সুকুমারী বালিকা একাকিনী সেই দ্বীপে এই ভয়ঙ্কর ঝটিকার মধ্যে না জানি কি কষ্ট পাইতেছে, ভাবিয়া অস্থির হইলেন। তাঁহার প্রাণের ইচ্ছা একছুটে বাতীঘরে উপস্থিত হন, তিনি প্রাণ দিয়াও তাহার জন্য চেষ্টা করিতে উৎসুক হইলেন। কিন্তু তাঁহার বন্ধুগণ এরূপ উন্মত্ততার কার্য্য হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া ধরিয়া রাখিলেন।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া গেল, দিন অবসান হইল, ক্রমে বাতীঘরে বাতী জ্বালিবার সময় উপস্থিত। রবার্ট ম্যানিঙ এখন ব্যাকুল হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে কেবল এই ভয় হইতে লাগিল, বাতীঘরের আলোক অভাবে কোন্ জাহাজ কখন আসিয়া পাহাড়ে ঠেকিয়া চূর্ণ হইয়া যাইবে—কত জীবন নষ্ট হইবে! অবশেষে তিনি আর কোন বাধা মানিলেন না, নৌকায় আসিয়া পাড়ী দিতে উদ্যত হইলেন। কি আশ্চর্য্য, তখন দেখিলেন বড় লণ্ঠনের ভিতর দিয়া আলো বাহির হইয়াছে, বাতীঘরের বাতী জ্বলিয়াছে।

বাতীঘরের মধ্যে সাহসপূর্ণ একটী হৃদয় এবং কর্ম্ম-তৎপর দুইটী হস্ত ছিল। আইডা পিতাকে প্রতিদিন বাতী জ্বালিতে দেখিয়াছে, এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে অন্ধকার হইতে আরম্ভ হইলেই ইহা জ্বালিতে হয় জানে। বালিকা একাকিনী বাতীঘরের সিঁড়ী বাহিয়া উঠিল। ঝঞ্ঝাবাত বহিতেছে, তরঙ্গ আসিয়া বাতীঘরের উপর আছড়াইয়া পড়িতেছে, সমুদ্র-পক্ষী সকল চীৎকার করিতেছে, বালিকা সকলই শুনিল, কিন্তু

ভয় পাইল না। সে যথাস্থলে উঠিয়া দেখে বাতী হাত বাড়াইয়া পাওয়া যায় না, একখানি কেদেরা বসাইল, পরে তাহার উপর কতকগুলি বই স্তরে স্তরে সাজাইল, তৎপরে তাহার উপর খোঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া একটা দিয়েশেলাই কাটী জালিল এবং তাহা বাতীতে দিবামাত্র তাহা জলিয়া উঠিল। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে আলোকের প্রভা ঝড় ও তরঙ্গের মধ্য দিয়া সমুদ্রের উপর গিয়া পড়িল, আইডার মনে কতই না আনন্দ হইল!

কিন্তু আর একজনের প্রাণে আরও অধিক আনন্দ হইল। রবার্ট ম্যানিঙ এখন বুঝিলেন কন্যা নিরাপদ! কন্যা সময়োচিত কার্য্য করিতে জানে এবং এত সাহস অবলম্বন করিয়াছে, ইহাতে আপনাকে মহাগৌরবান্বিত মনে করিতে লাগিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে ঝড় থামিয়া গেল। বাতীঘর-রক্ষক গাড়ী দিয়া বাড়ী আসিল এবং আনন্দাশ্রুতে ভাসিতে ভাসিতে কন্যাকে বুকে করিয়া লইল। তাহার আনন্দ ও গৌরবের যথেষ্ট কারণ ছিল, কারণ সে রাত্রে এই সাহসী বালিকা বাতী না জালিলে অনেক জাহাজ মারা যাইত এবং অনেক লোক জীবন হারাইত। বালিকার একটী কার্য্য দ্বারা অনেক প্রাণ রক্ষা পাইয়াছে।

শিশু সন্তানের প্রতি মায়ের কর্ত্তব্য।

(গতবারের পর)

দ্বিতীয়তঃ অভ্যাস। অভ্যাস একবার পাকিয়া দাঁড়াইলে তাহা ত্যাগ করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে। এই অভ্যাস পঞ্চদশ বৎসর বয়স হইতেই বোধ হয় পাকিয়া দাঁড়ায়, কেন না পণ্ডিতেরা বলেন, "লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ। প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে পুত্রমিত্রবদাচরেৎ ॥" অভ্যাস পরিণত হইলেই উহা চরিত্র বলিয়া অভিহিত হয়, কেননা—Man is a bundle of habits অথবা, "Habit is second nature" অতএব সন্তানের অভ্যাসের দিকে মাতার তীব্রদৃষ্টি সর্ব্বক্ষণ সঞ্চালিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত যে বালক বালিকাগণ মাতার বাধ্য ও অনুগত থাকিবে ইহা অসম্ভব নহে। যদিও কন্যাগণ ঐ বয়সে শ্বশুরালয়ে থাকেন ও সন্তান-জননী হইয়া পড়েন, তবুও তখন মাতার স্নেহ ও মাতৃদত্ত শিক্ষাকে তাঁহারা সমধিক আদর ও যত্ন করিয়া থাকেন। মাতা সর্ব্বদা সন্তানের প্রতি মিষ্ট ব্যবহার করিবেন, অধিক, অনাবশ্যক আদর বা সোহাগ তাহাদের প্রতি প্রদর্শন করা উচিত নহে।

কোনও অপরাধ করিলে দুমদাম করিয়া প্রহার ও ঝড় বৃষ্টির মত গালি বর্ষণ করিয়া শিশুদিগকে উত্ত্যক্ত করিয়া ক্রোধ শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়, বরং ঐ অপরাধের দণ্ডস্বরূপ তাহাদের প্রিয় বস্তু হইতে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিলে ও মিষ্ট কথায় উপদেশ দিলে বিশেষ ফল লাভ করা যায়। শিশু দুরন্ত হইলে মাতা সর্ব্বদা যেন তাহাকে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা না করেন। উহা করিলে শিশুর দুইটী বিষয়ে বড়ই অপকার করা হয়, প্রথমতঃ ঐ দৌড়া দৌড়ি, ছুটা ছুটি তাহার ব্যায়াম; দ্বিতীয়তঃ তাহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সাহস,উদ্যমশীলতা, প্রভৃতি বিকাশ প্রাপ্ত না হইয়া সংকুচিত হইয়া যায়। শিশু দৌড়াদৌড়ি ক্রীড়াকূর্দ্দন করুক, কিন্তু মাতার চক্ষু যেন পাহারা দেয় যাহাতে তাহার আঘাত না লাগে কিম্বা যাহাতে সে অন্তকে আঘাত না করে। এইরূপে তাহারা যে কোন কার্য্য করুক প্রথমে তাহাদিগকে বাধা না দিয়া উৎসাহ দিবেন, আর মন্দ কার্য্য করিতে দেখিলে বাধা দিবেন। বাধা দিয়াই ক্ষান্ত হইবেন না ঐ কার্য্যের দোষ দেখাইয়া দিয়া সেরূপ কার্য্য আর যাহাতে না করে সে বিষয়ে উত্তমরূপে উপদেশ দিবেন, আর জননীও সেরূপ কার্য্য কখনও সন্তানগণ সমক্ষে করিবেন না। মাতৃ চরিত্রের প্রতিবিম্ব সন্তান চরিত্রে প্রায়ই প্রতিফলিত হইয়া থাকে, অতএব যিনি সুসন্তান কামনা করেন, তাঁহার নিজে অগ্রে সর্ব্বগুণভূষিত হওয়া বাই, কেন না যাহার মাতা পিতা ও শিক্ষক অসচ্চরিত্র হয়েন, সেই সন্তান কখনই সচ্চরিত্র হইতে পারে না। মাতা সর্ব্বদা মন্দ কার্য্য সমূহে শিশুর ঘৃণা ও সৎকার্য্যে উৎসাহ ও প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিবেন, সন্তানকে ননীর পুতুল জ্ঞান না করিয়া তাহাকে মনুষ্য জানিয়া মনুষ্যোচিত কষ্ট সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিবেন, সন্তানকে অলস অবস্থায় কখনও থাকিতে দিবেন না। আলস্য রোগের ন্যায় মনুষ্যের সর্ব্বনাশ করে, সন্তানকে সৌখীন হইতে দেওয়াও ভাল বলিয়া বোধ হয় না। শিশুগণ মাতা কর্ত্তৃক যেন বাল্যাবধিই যথোপযুক্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা করে অর্থাৎ উহাতে যেন শিশুদের রুচি জন্মে। আমি একটী একাদশ মাসের শিশুকে দেখিয়াছি, সে তাহার দুধ খাইবার সময় হইলে, যেখানে দুধ থাকিত, সেই খানে হামাগুড়ি দিয়া যাইত, এবং মাতা যতক্ষণ আসন না দিতেন, ততক্ষণ বসিত না এবং কাষ্ঠাসন ধরিয়া টানা টানি করিত। মাতা পিঁড়ী দিলে তাহাতে স্থির হইয়া বসিয়া দুগ্ধ পান করিত এবং পানান্তে দুই খানি হস্ত উঁচু করিয়া মাতার দিকে দৃষ্টি করিত। মাতা যতক্ষণ গামছা আনিয়া তাহার হাত মুখ না মুছাইয়া দিতেন, ততক্ষণ শিশু ঐ অবস্থায় থাকিত। ইহা অবশ্যই মাতার গুণ সন্দেহ নাই। এই প্রসূতির আরও দুইটী সন্তান আছে। তাহারা

অপেক্ষাকৃত বড়, কিন্তু একটী দিনও তাহাদের হাতে গায়ে ধূলা কাদা দেখি নাই এবং বিকালে খেলার পর তাহারা আপনা আপনিই গামছা ভিজাইয়া গাত্র মুছিত, পা ধুইয়া জুতা পায় দিত। ইহারা ৪ বৎসর বয়স অতীত হইলে, স্নান করা, গা মুছা, জুতা পায় দেওয়া, কাপড় জামা পরায় জন্য আর মাতার সাহায্য গ্রহণ করে না। অতএব মাতা যাহা অভ্যাস করান, তাহাই সন্তানের চরিত্র। বালকবালিকাদিগকে সময় সময় খেলিতে বা নির্দ্দোষ আমোদপ্রমোদ করিতে না দিয়া সর্ব্বদা পড়াইবার, লেখাইবার চেষ্টা করিলে তাহারা উত্যক্ত হইয়া পুস্তক ও কালি কলম যমের তুল্য দেখে, মাতাও তাহাদের নিকট ভক্তির পাত্রী না হইয়া কেবল ভয়ের চক্ষে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। লেখা পড়া শিক্ষার উপকারিতা এবং উহা শিখিলে অনেক ভাল ভাল বিষয় জানা যায় ইত্যাদি মাতা প্রথমে সন্তানের নিকট সময়মত বলিবেন, শিশুর পাঠ্য-পুস্তকের নির্দ্দিষ্ট পড়া করা হইয়াছে, দেখিলে তাহাকে উৎসাহ দিবেন, শিশু যদি নির্দ্দিষ্ট পাঠ শিক্ষা করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে, তাহা হইলে মাতা নিজে তাহাকে যথার্থ যাহা দিতে পারেন সেই বস্তুর প্রলোভন দেখাইয়া শিশুকে পাঠে মনোনিবিষ্ট করাইবেন। পাঠ সমাপ্ত করিলে তাহাকে প্রতিশ্রুত বস্তু প্রদান করা কর্ত্তব্য, উহা না দিলে শিশুর কোমলান্তঃকরণে অবিশ্বাসের, মিথ্যার, জননীর বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করার বীজ রোপণ করা হয়।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। ৬ই অক্টোবর ইংলণ্ডের কবিকুলাগ্রগণ্য লর্ড টেনিসনের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি সুনীতির প্রতিপোষক এবং স্ত্রীজাতির বিশেষ বন্ধু ছিলেন। ঈশ্বর তাঁহার আত্মার শান্তিবিধান করুন্।

২। ময়মনসিংহের নেত্রকোণা এবং জেলা ২৪ পরগণায় জয়নগর থানা ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। সাধারণের দাতব্য প্রার্থনীয়।

৩। ফরাসীদিগের রাজ্যে সাধারণতন্ত্র ১৭৯২ সালের ২২এ সেপ্টেম্বর সর্ব্বপ্রথম স্থাপিত হয়, এই জন্য তাঁহারা এ বৎসর ঐ দিনে অনেক স্থানে শত বার্ষিক উৎসব করিয়াছেন।

৪। মুক্তিফৌজের পতিতা রমণীদিগের আশ্রম কলিকাতা লোয়ার সার্কুলার রোড ৮১ নং ভবনে স্থাপিত হইয়াছেন।

৫। জর্ম্মণির রাজগৃহে ৮৪ বৎসরের পর এক কন্যা সন্তান জন্মিয়াছে, সে আবার ৭ পুত্রের পরে, এইজন্য জর্ম্মণ সম্রাট্ আনন্দোৎসব করিয়াছেন এবং এই শুভ ঘটনা উপলক্ষে অনেকগুলি স্ত্রী-কয়েদীকে মুক্তিদান করিয়াছেন।

বামারচনা।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

১

দেবতা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ে! প্রণমি তোমায়,
চরণ পরশে তোর,
অবনী আনন্দে ভোর,
আকাশে অমর-কণ্ঠ আগমনী গায়!
পারিজাত-পরিমল,
মাথা আজি হৃদিতল,
পরাণে অমৃত ধারা ঢেউ খেলে যায়!
বরষের একদিন,
ভাই দ্বিতীয়ার দিন!
বিশ্ব মা'র স্নেহসিন্ধু উথলে ধরায়!
দেবতা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ে, প্রণমি তোমায়!

২

দেবতা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ে! প্রণমি তোমায়,
আমরা "ভগিনী ভাই"
চিনিনে বুঝিনে ছাই!
আঁধারে রয়েছি প'ড়ে মরণ-শয্যায়!
চাঁদিমা তপন তারা,
এখানে হাসেনা তা'রা,
স্নেহ মমতার মুখ নাহি দেখা যায়!
এ মহা শ্মশান-ভূমি,
কেমনে আসিলে তুমি,
উজলিয়া দশদিক্ নব জ্যোছনায়,
ও পূত অঙ্গের বাসে,
শব-দেহে প্রাণ আসে,
অমৃত-উচ্ছ্বাস ছোটে গঙ্গা যমুনায়!
ফিরে আসে স্নেহ প্রীতি,
ফিরে জাগে সুখ-স্মৃতি,
ফিরে বহে আর্য্যরক্ত, ধমনী শিরায়!
দেবতা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ে! প্রণমি তোমায়।

৩

দেবতা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ে! প্রণমি তোমায়
তোমারি করুণা তরে,
বাঙ্গালির শূন্য ঘরে,
আনন্দ-উৎসব পূর্ণ, তৃপ্ত সমুদায়!
গাঁথিয়া ফুলের মালা,
ডাকে তোমা বঙ্গবালা,
কুসুম অঞ্জলি তারা দিবে রাঙ্গা পা'য়;
গলাগলি কোটী বোন,
কোটী কণ্ঠে আবাহন,
"আয়রে অমৃতময়ি! মৃত বাঙ্গালায়"
দেবতা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ে! প্রণমি তোমায়।

৪

দেবতা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ে! প্রণমি তোমায়,
বঙ্গের কুমারী সবে,
আজি সে "ভগিনী" হবে,
পাইবে জীবন নব, তব করুণায়!
জননী, দুহিতা, নারী,
আজি সবে মানে হারি,
"শমন-দমন" হেন কার ক্ষমতায়?
কে দিলে কপালে ফোঁটা,
থাকেনা যমের খোঁটা,—
"যমের দুয়ারে কাঁটা" কেবা দিতে পায়?

একটু মিষ্টান্ন কার,
মুখে দিলে একবার,
রোগ শোক দরিদ্রতা দূর হ'য়ে যায় ?
ভগিনীরে এ সম্মান,
তোমারি—তোমারি দান !
হেন ঋণ কেবা কবে শুধিবারে পায় !
দেবতা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ে ! প্রণমি তোমায়।

৫

দেবতা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ে ! প্রণমি তোমায়,
নারীগণে মহাপ্রাণ,
আজি দেবি, কর দান,
"ভগিনী" হইবে তা'রা তব করুণায় !
স্বার্থশূন্য পাপশূন্য,
নিষ্কাম, পরার্থপূর্ণ,
পরের মঙ্গল চাবে ভুলি আপনায় ;
জগতে ভগিনী-হিয়ে.
স্নেহ দিয়ে প্রীতি দিয়ে,
এক বিন্দু ফিরে পেতে কভু নাহি চা'য় ;
কুটিল সংসার দূর,
শান্তিময় অন্তঃপুর,
ভগিনীর বাস সেথা মমতার ছায় ;
উদাসীনী সুখ দুঃখে,
তথাপি অতৃপ্ত বুকে,
ভ্রাতার কল্যাণ যাচে, বিধাতার পা'য় ;
এ হেন ভগিনী-প্রাণ,
আজ দেবি ! কর দান,
হীনতা নীচতা যেন লাজে ম'রে যায়,
দেবতা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ে ! প্রণমি তোমায়।

৬

দেবতা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ে ! প্রণমি তোমায়,
জগতে পুণ্যের সেতু,
অনন্ত সুখের হেতু,
আশার স্বপন সুধা নিরাশ নিদ্রায় !
চরণ পরশে তোর,
অবনী আনন্দে ভোর,
বহিছে অমৃত গন্ধ হেমন্তের বায় !
আজি কি তোমার বরে,
বিশ কোটী সহোদরে,
ডাকিবে ভগিনী কুলে স্নেহ মমতায় !
তাদের পবিত্র বক্ষ,
উচ্চ আশা উচ্চ লক্ষ্য,
মলিনতা কুটিলতা ছুঁইতে না পায় !
নহে অন্য নহে পর,
ভগিনীর সহোদর,
দেবতার শিশু তারা, দেবরক্ত গা'য় !
বিশ্ব মার আশীর্ব্বাদ,
পূরিবে প্রাণের সাধ !
ভগিনীর নিমন্ত্রণ, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়,
আমি দিব ভাইফোঁটা—কে কে নিবি আয়

প্রিয়-প্রসঙ্গ রচয়িত্রী।

_ পূজার বন্দে ছাপাখানা বন্ধ থাকাতে, আশ্বিনের বামাবোধিনী প্রকাশের অনেক বিলম্ব হইল, গ্রাহক গ্রাহিকাগণ এজন্য ক্ষমা করিবেন। বা, বো, স।

The Bamabodhini Patrika.

The thirteenth anniversary of the Banga Mahila Samaj, founded for the religious, moral and intellectual culture of Bengali ladies, was celebrated with great *eclat* on Monday the 19th September, more than a hundred ladies being present on the occasion. The Hall and the rooms were festively decorated with palms, ever-greens and flowers. There were as usual music and songs, members passing a very pleasant evening in conversation and in renewing acquaintances. A piece was selected from the great epic poem Mahabharata and some young ladies recited it with ease and fluency. Some beautiful microscopical specimens and an experiment on harmony of vibration were demonstrated. Different structures of the human body with their various functions were described with the help of an anatomical chart. The meeting on the whole was a great success. The Ladies' Association during the last decade has done a great educational work among the members. We wish it a long lease of useful life.

It is with great pleasure that we read in the papers of the good work that Miss Read, the lady member of the Labor Commission, is doing as one of the committee of that body. She had a brilliant educational career—in fact she is the only lady who ever took First Class Honors in two triposes. She was a wrangler and for years gained some prizes open to the Girton graduates. She is a noble example of a highly educated lady devoting her time and energies to the good of her sex.

The small but enlightened state of Travancore has initiated a good work by awarding from the 1st of next month 4 scholarships to girls educated in Travancore and then qualifying as Medical Practitioners. These stipends, for the present, will be continued for 9 years.

In Europe, men and women never think their education to have been complete without travelling abroad. Mr. Thomas Cook, who was the pioneer of popular excursions to all parts of the world, died recently at the age of 84. He rose from a humble position to a world-renowned fame. A day will also come to the people of India, when they will take to travelling as a part of liberal education.

We congratulate Pundita Rama Bai on the completion of the new home for widows at Poona at the cost of Rs. 45,000. The Pundita by her self-devotion and with the assistance of her American friends, has made the institution a success. It now behoves the people of the great Maharatta country to foster the *Saroda Sadan* with all their earnest and faithful co-operation to make it a true shelter for the helpless widows.

The British Medical Association has at length after a good many years' fighting accepted a resolution at their annual meeting, to admit qualified lady practioners to the membership. This is a step in the right direction. There are now hundreds of such medical women in the United Kingdom. Our sisters on this side of the world are also taking to the Medical profession. We wish that our countrywomen properly qualified in the profession should receive the same emoluments as their European sisters. We were sorry to notice the other day that for a Dispensary at Dinajpore a European lady's services were wanted. Public spirited citizens, members of District Boards and Municipalities should encourage female Medical education by giving high and responsible posts to their own ladies when found qualified.

Some years ago the import duty on cotton was taken away in the interests of the Lancashire people, entailing a loss on Indian treasury. Now that India, especially Bombay, is competing with Mill Industry in England, a factory act has been passed, curtailing the working hours of the hands. Lately some 300 women, who were so long maintained by working in the factories and have now been thrown out of em-

ployment under the provision of the new Act, petitioned in Guzrati the Bombay Government to consider their case, but without avail. There has been of late so much struggle for existence in the Western Presidency, that the Government should reconsider the matter and give effect to the prayers of the poor women, who have no other means of earning their subsistence.

Last winter many of us had the pleasure of hearing General Booth of the Salvation Army. We are glad to see that the Army has established a home for the helpless in Calcutta. The other day the 25th Anniversary of the Army was celebrated in London. We all admire the self-sacrificing spirit of the members who are doing a good deal by their devotion and earnestness to raise the status of the degraded in society. Our sisters here ought to learn a good lesson from the practical and useful lives of the lady members of the Army.

Lord Tennyson the Poet Laureate died on the 6th October. He was a great advocate of woman's cause, and so we mourn his loss the more.

The Congress of the United States has contributed £ 250,000 in aid of the Chicago fair.

The French had their first Republic established in 1792. They held in September last centenary meetings in commemoration of the same.

Bai Manockbai the younger daughter of Mr. Dadabhai Nawroji M. P. is one of the 34 successful candidates who appeared at the last L. M. S. Examination at Bombay.

Dadabhai Nawroji M. P. is expected to preside at the ensuing National Congress to be held at Allahabad.

How sad is the news of the birth of a female child in a Hindu house ! The German Emperor however has been exceedingly pleased to see his 7th child, who is a daughter, born after 6 male children. It is said eightyfour years have elapsed since a Queen of Prussia gave birth to a daughter ! The Emperor telegraphed the good news to his grandmother the Queen-Empress of England and released a good number of female prisoners on the happy occasion.

The French have defeated the Dahomeyans of Africa with great loss and are advancing towards their capital Abomey.

The *Bokhara*, a P. and O. Steamer has been wrecked on its way from Hungkong to India. No less than one hundred and seventy lives have been lost !

Colonel Olcott, President Founder of the Theosophical Society delivered at the Calcutta Town Hall on the 24th instant an eloquent and impressive lecture on "The kinship between Hinduism and Buddhism." We commend his object, which is to bring about a reconciliation between the Hindus and the Buddhists.

Miss Lucy Booth the youngest daughter of General Booth who has assumed the title of Colonel Ruhini has been enthusiastically received at Bombay and is on her way to Calcutta.

We are glad to hear of a widow marriage having been lately celebrated at Raj Mahendri at the instance of the local Widow Marriage Society.

The Empress of India has invested the Rani of Gondal, who visited Windsor with her husband in September last with the Imperial Order of the Crown of India. Princess Beatrice and the Dutchess of Connaught were present on the occasion of the ceremony.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৩৪ সংখ্যা। | কার্ত্তিক ১২৯৯—নবেম্বর ১৮৯২। | ৫ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কলিকাতার বাণিজ্য—গতবর্ষে কলিকাতার ৬৭৷৷ কোটীর অধিক টাকার বাণিজ্য হইয়াছে, ইহার মধ্যে আমদানী ২৮, ৬৫, ৭২, ৩৪২ এবং রপ্তানী ৩৮, ৯১, ৩৬,০৫৫ টাকার মাল। বিদেশীয়েরাই যে এই বাণিজ্যের অধিকাংশ ফলভোগী তাহার সন্দেহ নাই। কলিকাতা হইতে ৫০ লক্ষ মণের অধিক চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

চিকাগো বিশ্বপ্রদর্শনী—গত ২১এ অক্টোবর এই মহা মেলার জন্য প্রস্তুত বৃহৎ অট্টালিকাটীর উৎসর্গক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে, শীঘ্র মেলা আরম্ভ হইবে। পত্নীবিয়োগ নিবন্ধন যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট হেরিসন উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

স্বর্ণমণি মুস্তোফী পুরস্কার—হুগলী জেলার শ্রীপুরের বাবু পূর্ণচন্দ্র মুস্তোফী ও অতুলচন্দ্র মুস্তোফী নিম্নলিখিত ৩টী রচনার পুরস্কার দিবেন। ১৮৯৩ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারীর পর ১৫ই তারিখের মধ্যে রচনা গৃহীত হইবে :—

১। মাতৃভক্তি ও মাতৃ-উপাসনাতে সন্তানের মুক্তি (বাঙ্গালা ভাষায়) সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপহার ২০০৲।

২। মাতা অভাবে গাভীদুগ্ধে জীবন রক্ষা ও গোহত্যা অন্যায় (ইংরাজী বা উর্দ্দু ভাষায়) ১৫০৲

৩। ভাতের ফেণ গালা অকর্ত্তব্য, তজ্জন্য ভারতবাসী হীনবল ও নির্ধন হইতেছে। (বাঙ্গালা ভাষায়) ৫০৲

ঝটিকা—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কোকনদ নামক স্থানে ২ ঘণ্টা কাল ঝড় হইয়া সমস্ত প্রদেশ জলপ্লাবিত হইয়াছে, অনেক বৃক্ষ উন্মূলিত এবং শস্যক্ষেত্র বিনষ্ট হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষ—২৪ পরগণা ও ময়মনসিংহে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। আর এক মাস কাল সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন। বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে কেহ সাহায্য প্রেরণ করিলে যথাস্থানে প্রেরিত হইবে। আমরা ২৪ পরগণার কোন কোন স্থানে অতি শোচনীয় ব্যাপার দর্শন করিয়া আসিয়াছি।

জীবনের উদ্দেশ্য।

"বলোনা কাতর স্বরে, বৃথা জন্ম এসংসারে
এ জীবন নিশার স্বপন।"

কবি যথার্থই বলিয়াছেন এজন্ম বৃথা নহে এবং এ জীবন অর্থশূন্য নিশার স্বপন নহে। জন্মিয়া অবধি পদে পদে বাধা পাইলেও জন্ম বৃথা নহে। সুখ দুঃখ হাসি-কান্নাময় এ সংসারে সকলের সকল আশা পূর্ণ হইতে পারে না। এই হাসি কান্না—আলো ছায়া না থাকিলে নিরবচ্ছিন্ন একঘেয়ে জীবন বহন করা কষ্টকর হইত। তখন সুখ দুঃখই বলিয়া বোধ হইত। দুঃখের পর সুখ—কান্নার পর হাসি, আঁধারের পর আলো—পরিশ্রমের পর বিশ্রাম আছে বলিয়া সুখ, হাসি, আলো ও বিশ্রাম আমাদের এত ভাল লাগে। যে সুখ ভোগ করিবার জন্য যতঅধিক কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, তাহাই তত শান্তিপ্রদ। তাই বলিতেছিলাম এসংসারে পদে পদে বাধা ও বিপত্তি। এই বাধা বিপত্তির মধ্যে আমরা অল্প অগ্রসর হইয়া হতাশ হইয়া পড়ি, এবং সেই সময় বলি এজন্ম বৃথা—এজীবন নিরর্থক। এখন এই জীবনের উদ্দেশ্য বা সার্থকতা কি? যাঁহারা অর্থলিপ্সু, তাঁহারা মনে করেন অর্থ উপার্জ্জনই জীবনের উদ্দেশ্য এবং তাহাতেই জীবনের সার্থকতা। অর্থ জীবনের অনেক সৎকার্য্যসাধনে সাহায্য করে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া অর্থ উপার্জ্জন জীবনের উদ্দেশ্য নহে। আমরা সাধারণতঃ পদ-মর্য্যাদা লাভ অথবা ধনোপার্জ্জন জীবনের উদ্দেশ্য মনে করিয়া তাহারই উপর জীবনের সফলতা বা বিফলতা স্থির করি। এ মর সংসারে ধন, মান, বা পদ চিরস্থায়ী নহে। যাহা চিরস্থায়ী নহে, তাহা জীবনের উদ্দেশ্য মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে। ক্ষণস্থায়ী জীবন যদি ঐ ক্ষণস্থায়ী ধন মান ইত্যাদির সহিত শেষ হইত, তাহা হইলে ঐ সকলকে জীবনের উদ্দেশ্য বলা যাইত। এ জীবন—অনন্ত সাগরের একটী বুদ্‌বুদ্—সহস্র কিরণের একটি কিরণ, অনন্ত বায়ুর একটী নিঃশ্বাস—অনন্ত

প্রাণের একটী কণা। যাহাতে এই ক্ষুদ্র প্রাণ টুকু সেই অনন্ত প্রাণে মিশাইতে পারে, তাহাই জীবনের উদ্দেশ্য।

আমরা অনেক সময় উৎসাহহীন হইয়া জীবনের অনেক কার্য্য সম্পন্ন করিতে অক্ষম হইবার কারণ অদৃষ্টের উপর চাপাই। কিন্তু তাহা কতদূর যুক্তি-সঙ্গত, একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে। এসংসারে এক পরম সত্য এই যে কেহ নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট নহেন। আকাঙ্ক্ষা মানুষের কিছুতেই প্রশমিত হয় না বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অসম্পূর্ণ মনুষ্যের সম্পূর্ণতার চেষ্টা বৃথা। যিনি ধার্ম্মিক, তিনি যতই সেই পথে অগ্রসর হইবেন ততই বলিতে চাহিবেন তাঁহার কিছুতে ক্লান্তি কি তৃপ্তি হইবে না; সেই স্বর্গীয় জ্যোতিঃ যতই তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইবে, তিনি ততই অতৃপ্তহৃদয়ে সেই দিকে ছুটিবেন। যিনি বিদ্বান, তিনি সাধারণ মনুষ্যের নিকট পরম বিদ্বান্ হইলেও অতৃপ্তহৃদয়ে তবুও বলিবেন আমার কিছুই শিক্ষা হয় নাই। যিনি অর্থলিপ্সু তিনি ধনকুবের হইলেও আরও অর্থের জন্য তৃষিত। কামী এবং ভোগীর সম্বন্ধেও ঠিক্ ঐরূপ। তাই বলিতেছি এসংসারে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া জীবন বৃথা মনে করা নিতান্ত ভুল। অসম্পূর্ণ জীবনে অনেক সৎকার্য্য সাধিত হইতে পারে। যিনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, সেই অবস্থায় থাকিয়া অনেক সৎকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন। এ জীবন অর্থহীন স্বপ্ন নহে। এ জীবন এক ভীষণ সংগ্রাম, এই সংসার তাহার রঙ্গভূমি। এ জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে হইলে দৃঢ়ব্রত হইয়া কর্ত্তব্য অসি লইয়া সাহস, উদ্যম, যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইতে হয়। জগদীশ্বর আমাদিগকে নিরুদ্যম ও নিশ্চল করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। সৎ অসৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিবার ক্ষমতা দিয়াছেন, কিন্তু অনেক সময় অসৎ ও অকর্ত্তব্য কার্য্য বুঝিয়াও আমরা তাহাহইতে বিরত হইতে পারি না। সে কেবল আমাদের দুর্ব্বলতা। এই দুর্ব্বলতা দূর করিতে হইলে সেই স্বর্গীয় বিভার অনুসরণ করিতে হয় এবং তাহাতেই মনের সমস্ত মলিনতা ও দুর্ব্বলতা বিদূরিত হয়। নিশ্চেষ্ট ও অযত্ন অবস্থায় সে জ্যোতি দৃষ্টিগোচর হয় না।

ঈশ্বর আমাদিগকে চেষ্টা ও যত্ন করিবার ক্ষমতা দিলেও আমরা সে ক্ষমতার ব্যবহার করি না। যে বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টিকৌশলে চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী নক্ষত্র অবিরামগতিতে চলিতেছে, তাঁহার এ জীবন্ত সৃষ্টির মধ্যে মনুষ্যকে তিনি নিশ্চল করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। মনুষ্যকেও অবিরামগতিতে সেই জ্যোতির দিকে অগ্রসর হইতে বলিতেছেন। কোন্ পথে চলিলে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারা যাইবে এবং

জীবনের সেই গূঢ় সত্য কিরূপে উপলব্ধি হইবে? বাহিরের আলোকে চোক ঝল্‌সিয়া যায়। এ আলোকে দিশে-হারা হইয়া যাই। বাহ্যিক চক্ষুতে সে পথ দেখা যায় না। অন্তশ্চক্ষু উন্মীলিত না হইলে সে পথ দেখা যায় না।

এ জীবনের গূঢ় রহস্য সেই স্বর্গীয় বিমল জ্যোতিই ভেদ করিতে পারে। যাঁহারা পূর্ব্বগামী জীবন সংগ্রামজয়ী বীরদিগের পদ অনুসরণ করেন, তাঁহা-রাই পথ দেখিতে পান, তাঁহারাই জীবনের সার্থকতা বুঝিতে পারেন এবং তাঁহারাই নিরুদ্যম ও বিপথগামী মনুষ্য-দিগকে বীরদর্পে বলিতে পারেন :—

"বলো না কাতর স্বরে,
বৃথা জন্ম এ সংসারে,
এ জীবন নিশার স্বপন।"

সৎকার্য্য অনুষ্ঠানই জীবনের মহা-ব্রত। এই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইলে সৎ ও অসৎ কার্য্য চিনিয়া লইতে হয়। মনুষ্য অনেক সময় ভ্রান্ত হন। অনেক সময় অসৎকে সৎ মনে করেন। যাঁহারা পরোপকারী এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ, তাঁহা-দের ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। স্বর্গীয় আলোক প্রভাবে তাঁহাদের ভ্রান্তি দূর হয়। যাঁহারা সময়-স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন—যাঁহারা ভাল মন্দ বুঝিবার চেষ্টা করিবেন না, যাঁহারা নিশ্চেষ্ট ও নিরুদ্যম, তাঁহাদেরই ভুল হয়, তাঁহাদেরই হৃদয় কুপ্রবৃত্তি অধি-কার করিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে এবং তাঁহারাই সেই অন্ধকারে অসৎকে সৎ এবং মন্দকে ভাল বলিয়া ভ্রান্ত হন। তাই বলিতেছি আমাদের অগ্রগামী ধর্ম্মবীরদিগের পথানুসরণ করিলে আমরা জীবনের উদ্দেশ্য ও সার্থ-কতা বুঝিতে সক্ষম হইব এবং বলিব :—

"এ জীবন সত্য—কর্ম্মসাধন-তৎপর,
ইহার চরম গতি নহে ত মরণ;
'মাটীর মানুষ হবে মাটী অতঃপর,'
একথা আত্মার পক্ষে খাটে না কখন।"

লুসী লারকম।

আমেরিকার অন্তর্গত বোষ্টন নগরের দশক্রোশ দূরবর্ত্তী বিভারলী নামক স্থানে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে লুসী লারকম জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মাতা ইংলণ্ডের পিউরিটান সম্প্রদায়ভুক্ত অতি নিষ্ঠাবান্ খৃষ্টান ছিলেন। যখন ইংলণ্ডীয় গবর্ণ-মেণ্ট পিউরিটান মতাবলম্বীদিগের প্রতি অত্যাচার করিতেছিল, তখন লুসী লারকমের পিতা মাতা বিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্য আমেরিকাতে গমন করেন। এই পরিবার ধর্ম্মভাব দ্বারা স্থানীয় অধিবাসি-গণের চিত্ত এরূপ আকর্ষণ করিয়াছিল যে, বালক বালিকা যুবক যুবতী এবং ধর্ম্মপরায়ণ বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলেই তাঁহা-দের প্রতি শ্রদ্ধাসমন্বিত ছিল।

লুসী মারকম তাঁহার পিতা-মাতার অষ্টম সন্তান। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর নাম এমেলী। লুসীর পিতা এক দিকে যেমন পরম ধার্ম্মিক ছিলেন, তেমনি পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী এবং বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি অতি ক্লেশে সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন; কিন্তু ধর্ম্মভাবের এমনই মহিমা যে একদিনও কেহ তাঁহাকে দরিদ্র অবস্থার জন্য চিন্তিত ব্যাকুলচিত্ত হইতে দেখে নাই। পরমেশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তিনি দরিদ্রতার কষ্ট হইতে প্রমুক্ত থাকিতেন। লুসীর মাতাও সুগৃহিণী ছিলেন, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, গৃহকার্য্য এবং ধর্ম্মপালন প্রভৃতি সকল বিষয়ে তিনি স্বামীর অনুসরণ করিতেন। এই দম্পতী মণিকাঞ্চন সংযোগের ন্যায় পরস্পর আধ্যাত্মিক ও নৈতিকভাবে সংযুক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ 'আদর্শ দম্পতীর' গৃহে লুসী মারকম জন্ম গ্রহণ করিয়া নিজ জীবনে মহত্ত্ব ও গৌরব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

লুসীর পিতার দোকানের উপরিভাগে একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বাস করিতেন। তাঁহার নাম মার্শটহেনো। তিনি অল্পবয়স্ক শিশুদিগকে শিক্ষা দান করিতেন। লুসী মারকমের যখন দুই বৎসর বয়স, তখন এই শিক্ষয়িত্রীর নিকট তিনি বাইবেলের কথা মুখে মুখে শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং ক্রমে ধর্ম্ম সংগীত অভ্যাস করেন। তিনি সংগীতে সমবয়স্কদিগের মধ্যে অদ্বিতীয়া ছিলেন। তিনি পাঁচ বৎসর বয়সের সময় মুখস্থ একশত ধর্ম্ম সংগীত গাইতে পারিতেন। তিনি এমন ভাবের সহিত গান করিতেন যে, তাহা শ্রবণ করিয়া অনেকেই মুগ্ধ হইত। তাঁহার মধুময় সংগীতে পরমেশ্বরের প্রতি অচলা ভক্তি প্রকাশ পাইত— বোধ হইত যেন বালিকা হৃদয়ের অন্তস্তলের নিভৃত স্থানে পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া ভাবাবেশে সংগীত করিতেছে।

পিউরিটান সম্প্রদায়ে তত্ত্বজ্ঞান চর্চ্চার বড়ই প্রাদুর্ভাব ছিল। কিন্তু লুসী সেই পথ দিয়া ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করেন নাই। হৃদয়ের সরল বিশ্বাসই তাঁহার একমাত্র সম্বল ছিল। লুসীর এই স্বর্গীয় প্রভাব তাঁহার ভগ্নী এমেলীর উপর বিস্তৃত হইয়াছিল। লুসীর সত্য ব্যবহার, ঈশ্বর ভক্তি, সাধুভাব এমিলী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বালিকা-সময় হইতে সত্যের প্রতি লুসীর এরূপ অনুরাগ ছিল যে, কেহ মিথ্যা কথা বলিলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। অনেকের এমন প্রকৃতি যে তাঁহারা নিজে মিথ্যা কথা বলেন না; কিন্তু অপরে মিথ্যা কথা বলিলে তাদৃশ বিরক্ত বা দুঃখিত হন না। লুসী এ শ্রেণীর লোক ছিলেন না। তিনি নিজে যেমন সত্যনিষ্ঠ ছিলেন, মিথ্যাবাদীর প্রতি তেমনি তীব্র বিরাগ প্রদর্শন করিতেন। একবার একটী বালিকা মিথ্যা কথা বলায় লুসী তাহার সহিত কখনও

কথা বলেন নাই। সেই বালিকাটী যৌবনে পদার্পণ করিলে দেখা গেল যে, বালিকা-বয়সে তাঁহার ভিতরে যে বিষ-বীজ প্রবেশ করিয়াছিল, বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার ভয়ানক কু ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বালিকা লুসী ফুল ফল এবং বন উপবন প্রভৃতির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া মহান্ পরমেশ্বরের জীবন্ত আবির্ভাব উপলব্ধি করিতেন। তিনি পরমেশ্বরের অমৃতময় রাজ্যে বাস করিতেন। ভগবান্ সর্ব্বত্র, সকল সময় বর্ত্তমান এই মহা সত্য তাঁহার প্রাণে উদিত হইয়া তাঁহাকে প্রফুল্ল ও স্নেহময়ী করিয়াছিল। তিনি বন-বালিকার ন্যায় প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইতেন। কিন্তু শীঘ্র ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিয়া তাঁহার শান্তি ভঙ্গ করিয়া দিল।

যখন লুসীর বয়স ১০ বৎসর, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। একমাত্র উপার্জ্জনক্ষম গৃহকর্ত্তার অভাবে দারকম পরিবারের অতি দৈন্য দশা উপস্থিত হইল। তাঁহারা বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইয়া বাস করিতে বাধ্য হইলেন। এই নূতন স্থানে একটী কলে লুসী কাজ করিতে আরম্ভ করেন। পরিশ্রমের আতিশয্য প্রযুক্ত তিনি বিদ্যাশিক্ষা করিতে অবসর পাইলেন না। সারাদিন পরিশ্রম করিয়া যখন একটু বিশ্রামের সময় পাইতেন, তখন নানা প্রকার গ্রন্থ পাঠ করিতেন।

কলে অনেক শ্রমজীবিনী বালিকা কাজ করিত। বলা বাহুল্য এই শ্রেণীর বালিকাদিগের মধ্যে সর্ব্বত্রই নৈতিক জীবন হীন দেখা যায়। লুসী স্বীয় চরিত্রবলে তাহাদিগের ধর্ম্মজীবন গঠন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সাধু ব্যবহার ও সদালোচনা দ্বারা পাপের প্রতি সকলের ঘৃণা জন্মাইতে লাগিলেন। এই সময় তিনি সেই বালিকাদিগের মধ্যে জ্ঞানালোচনার এক অভিনব উপায় আবিষ্কার করেন। বালিকাদিগের জন্য একখানা সাময়িক পত্র বাহির করিলেন। কলের সকল বালিকাই তাহার গ্রাহক হইল। যাহারা লেখা পড়া জানিত, তাহারা নব-প্রকাশিত কাগজে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিল। লুসী সর্ব্বোপরি কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিলেন। বালিকাদিগের সম্মিলনের নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল। সেই সময় সকল বালিকা একত্রিত হইয়া সেই কাগজ পাঠ এবং লিখিত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিত। এই পদ্ধতিতে জ্ঞানালোচনা আরম্ভ হওয়ায় বালিকাগণের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতে লাগিল। "সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহায় সহায়।" লুসী সাধু সঙ্কল্প দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কার্য্য আরম্ভ করাতেই পরমেশ্বরের প্রসাদাৎ তাহার মনোরথ পূর্ণ হইতে লাগিল।

অশিক্ষিত দরিদ্র এবং হীনচরিত্র শ্রমজীবিনী বালিকাদিগকে কিরূপে জ্ঞান

ও ধর্ম্মভাবে উদ্দীপ্ত করিতে হয়, বালিকা লুসী তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। প্রেম ও ধর্ম্মভাব তাঁহার একমাত্র সম্বল ছিল। এই দুই বস্তু দ্বারাই তিনি সমবয়স্ক বালিকাদিগের হৃদয় অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের মধ্যে এইরূপ লোকহিতকর কার্য্য করা সামান্য হৃদয়বত্তার পরিচায়ক নহে। লুসী ধর্ম্ম-প্রচারকের নাম গ্রহণ করেন নাই; কিম্বা "আমি ধর্ম্ম প্রচার করিব" এই সংকল্প লইয়া কার্য্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন নাই। তাঁহার হৃদয় এমন উন্নত ও প্রেমময় ছিল যে, মৃগনাভির গন্ধে যেমন কাননের চতুর্দ্দিক্ সৌরভান্বিত হয়, তেমন তাঁহার সাধুজীবনের সুগন্ধ বিকীর্ণ হইয়া নিকটস্থ নরনারীর জীবন সুগন্ধিময় করিয়াছিল। এ শ্রেণীর নরনারীগণ মুখে কোন কথাই প্রচার করেন না, ইঁহাদের চরিত্রই নীতি ও ধর্ম্মের প্রচারক। অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে যেমন দূষিত বাষ্পরাশি বিলয় প্রাপ্ত হয়, তেমনি ইঁহারা যে স্থানে বাস করেন, ইঁহাদের চরিত্র অনলে সে স্থানের পাপ বায়ু বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। এ সকল জীবনের ইহাই বিশেষত্ব।

লুসী লারকম শ্রমজীবিনী বালিকাদিগকে সৎপথে আনিয়া বিদ্যাশিক্ষা করাইতেছেন, একথা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হওয়ায় তাঁহার প্রতি তদানীন্তন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টিপাত হইল। এ সময় কোনও নব-প্রতিষ্ঠিত নাগরিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ লুসীকে সাদরে গ্রহণ করেন। এই বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষা প্রদান করিয়া কিছু কিছু অর্থ প্রাপ্ত হইতেন এবং নিজেও নিয়মিতরূপে শিক্ষা করিতেন। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তথাকার উপাধিধারী (গ্রাজুয়েট) হইয়াছিলেন। যে বালিকা কারখানায় শ্রমজীবিনীর কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, যাঁহার সংসারে সাহায্য করিবার কেহই ছিল না, তিনি ধর্ম্ম ও জ্ঞানের অতি উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন। সংসারে অতি সামান্য অবস্থা হইতে অনেকেই রাজপদে আসীন হইয়াছেন, অজ্ঞানতার অন্ধকার হইতে স্বীয় অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের গুণে বিদ্যালোক প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু ধর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়বিধ পদার্থ সমানভাবে লাভ করা অনেকের ভাগ্যেই কম ঘটে। লুসী লারকম এরূপ দেব-চরিত্রের দৃষ্টান্তস্থল। দরিদ্রের সন্তান, সমশ্রেণীর শত শত হীনচরিত্র বালিকাকে সৎপথে আনয়ন ও শিক্ষা দান করা এবং নিজে বিশেষ ভাবে শিক্ষা করিয়া উচ্চ উপাধি লাভ করা অতি গুরুতর ব্যাপার। লুসী লারকম স্বীয় জীবন দ্বারা ধর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়ই প্রচার করিয়াছেন। জ্ঞান ভক্তি উভয়ের সামঞ্জস্য হইলেই মানবজীবনের উচ্চ লক্ষ্য সাধিত হয়। এই মহীয়সী শক্তিসম্পন্না মহিলা উচ্চ লক্ষ্য সাধনের যে সুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, জগৎ চিরদিন

তাহা অনুকরণ করিবে। এই বরবর্ণিনী ধর্ম্ম-সংগীত রচনা, তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা এবং সাধারণ লোকদিগের অধ্যাপনা কার্য্যে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

আশ্চর্য্য বৃক্ষ।

গ্রীষ্মমণ্ডলের অনেক গাছের মূল ও গুঁড়ি বোতল বা বারেলের মত। ব্রেজিলের বারিগডো বৃক্ষ দেখিতে এইরূপ আশ্চর্য্য। অষ্ট্রেলিয়াতে মিচেল সাহেব ডেলাবেথিয়া বা বোতলগাছ আবিষ্কার করেন। ইহার কাঠ এত নরম যে তাহার উপর গরম জল ঢালিয়া দিলে গলিয়া আঠার মত হয়। এই গাছের লম্বা লম্বা শাখা হয়, তাহা সহজে ভাঙ্গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা। কিন্তু সৃষ্টি কর্ত্তার আশ্চর্য্য কৌশলে গুঁড়ি হইতে এক বা অর্দ্ধ ফুট মোটা স্বাভাবিক অবলম্বন-দণ্ড (ঠেকো) সকল ১০।১২ ফিট উপরে উঠিয়া ঐ শাখা সকল ধারণ করে। এরূপ উপায় না হইলে উপরের ভারে গাছ উন্মূলিত হইয়া যাইত।

বংশীবট জাতীয় এক বৃক্ষের শিকড় এঁকা বেঁকা হইয়া সর্পের মত দেখায়, ইহাকে দেশীয় লোকে সর্প বৃক্ষ বলে। অমুচ্চ ৩০ ফিট বৃক্ষের শিকড় মাপিলে লম্বে ১৪০ ফিট হইবে!

আফ্রিকার বেওয়াব (Monkey bread tree) একটী ঐরাবত বৃক্ষ। রসেজার নামক সাহেব গুমার গ্রামে এক গাছ দেখেন তাহার ব্যাস ৩০ ফিট, পরিধি ৯৫ ফিট, ডাল এরূপ প্রশস্ত যে নিগ্রোরা তাহার উপর শয়ন করিয়া সচ্ছন্দে নিদ্রা যায়। ১৪৫৪ খৃঃঅব্দে কাদানষ্টো নামক এক বিনীসীয় পর্য্যটক সেনিগাল নদীর তীরে ১০০ ফিটের অধিক পরিধির এক গাছ দেখেন। বেওবাব গাছের গুঁড়ির মধ্যে ২৫।৩০ জন লোক স্বচ্ছন্দে শয়ান থাকে। সেনিগাম্বিয়ার এক গুঁড়ির মধ্যে গ্রামস্থ লোকে সভা করিয়া থাকে। বর্ষাকালে গুঁড়ির ভিতর জল জমিয়া পুষ্করিণীর আকার ধারণ করে। এইরূপ জল থাকাতে সে দেশের প্রখর সূর্য্যতাপেও বৃক্ষ সরস থাকে এবং শীঘ্র নষ্ট হয় না। এই জল কলের জলের মত যথেচ্ছ ব্যবহৃত হয়। বেওবাব বৃক্ষ উচ্চে ৭০ ফিটের অধিক হয় না, ৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত উর্দ্ধে বাড়িয়া তৎপরে ঝাঁড়ে বাড়িতে থাকে। ডাল সকল কড়ীর মত আগাগোড়া প্রায় সমান। ইহার ফল বড় বড় শশার মত, শাঁস সাদা, খাইতে অম্ল মধু, পাকিলে ফলের বর্ণ পাটল হয়, তাহার মধ্যে কাল কাল বীচি থাকে। বাঁদরেরা এই ফল খাইতে বড় ভালবাসে বলিয়া বৃক্ষের নাম "বানর পিঠে গাছ।" পঞ্চদশ শতাব্দীতে পোর্ত্তুগিজ নাবিকেরা একটী বেওবাব

গাছে দাগ দিয়া গিয়াছিল, তাহার পর প্রায় ৪০০ বৎসর গত হয়। আডানসন সাহেব এই সময়ের মধ্যে বৃক্ষের উন্নতির ক্রম গণনা করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন যে ৩০ ফিট পরিধি গাছের বয়স অন্ততঃ ৫০০০ বৎসর। এ গণনাকে কেহ কেহ অতিরিক্ত বলেন। এই বৃক্ষ আফ্রিকার সানিগাম্বিয়া, সুদান, নিউবিয়া ও জাম্বেজি দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহল দ্বীপে মান্নার উপসাগরের নিকট এই বৃক্ষ আছে, তাহা পোর্ত্তুগিজ বা ফিনীসীয়দিগের আনীত।

ড্রেগুণ বা দৈত্য বৃক্ষ কেপ কলোনী ও বোর্কন দ্বীপে জন্মে, কিন্তু কানারী ও মেডিরা দ্বীপে ইহা অতি প্রকাণ্ড আকার ধারণ করে। টেনেরিফ দ্বীপের আরাটোবার বৃহৎ বৃক্ষ গোয়াঞ্চে নামক জাতি পূজা করিত। ১৪০২ সালে কানারীজিৎ বেথেস কোর্টস তাহাকে যত বড় দেখেন, ১৭৯৯ সালে সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক হম্বোল্ডও তত বড় দেখেন। দুঃখের বিষয় ১৮৭১ সালের ঝড়ে বৃক্ষটী ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। শিকড়ের উপর গুঁড়ির পরিধি ৪৫ ফিট, ১০ ফিট উচ্চেও গুঁড়ির ব্যাস ১২ ফিট। ইহা উচ্চে ৬৫ ফিট ছিল, শাখাগ্র সকল আনারসের ঝুঁটির মত, পত্র চির-হরিৎবর্ণ।

সিকামোর আফ্রিকার তৃতীয় আশ্চর্য্য বৃক্ষ। ইহা উচ্চে ৪০।৪৫ ফিট, কিন্তু ইহার গুঁড়ি বৃহৎ হয় এবং মাথা নিবিড় কুঞ্জবনের শোভা ধারণ করে। ইহার সারকাষ্ঠে মিশরের সংরক্ষিত শব সকলের (the mummies) আধার নির্ম্মিত হইত।

পারিবারিক সঙ্গীত চর্চ্চা।

জীব শক্তির স্বাভাবিকী গতি আনন্দের পথে। প্রত্যক্ষ চেষ্টায় জীবকে বিবিধ দুঃখ দুর্গতি ভোগ করিতে দেখিলেও তাহাদিগের পরোক্ষ চেষ্টা আনন্দের দিকে। সৃষ্টির মূলতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেও এই সত্যেরই সমর্থন দৃষ্ট হইয়া থাকে। নিত্য জ্ঞান ও নিত্যানন্দই ব্রহ্মস্বরূপ এবং ব্রহ্মের আত্ম শক্তি দ্বারা নিত্যানন্দের অনুভূতিই সৃষ্টির মূল।

আত্মশক্তি দ্বারে করে আত্মআস্বাদন।
সুখস্বরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ঐ দুইটী বাক্য দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ ও সৃষ্টির মূল তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। অভিনিবেশ সহকারে ঐ দুইটী মহা বাক্যের মর্ম্মগ্রহ করিলে উপলব্ধি হয় যে, ভগবান্ আপনিই একদিকে অনন্ত উপভোগ্য পদার্থ হইয়াছেন, অন্য দিকে আপনিই অনন্ত

উপভোক্তা হইয়া নিত্যানন্দ উপভোগ করিতেছেন। সুতরাং আনন্দ উপভোগ ভিন্ন জীবের স্বরূপ আর কিছুই হইতে পারে না। অতএব যে কোন কার্য্য দ্বারা জীবের আনন্দ বৃদ্ধি হয়, তাহার চেষ্টা করা অস্বাভাবিক নহে। তবে আনন্দ ভোগের যে সকল চেষ্টা সামাজিক নীতি ও সামাজিক ধর্ম্মের বিরোধী তাহা অবশ্যই বর্জনীয়।

পারিবারিক সঙ্গীত চর্চ্চা কোনও ধর্ম্ম, কোনও নীতি বা কোনও দেশের আচার-বিরুদ্ধ নহে, বরং বিশুদ্ধ বিমল সুখের আস্পদ। কিন্তু অশিক্ষা বা কুশিক্ষা প্রভাবে এক্ষণে এদেশে ঐ প্রথা রহিত এবং নিন্দিতপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। গৃহের রমণীগণ যদি অন্যান্য শিক্ষার সহিত নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি শিক্ষা করেন, তাহাতে গৃহ-সুখের বৃদ্ধি ভিন্ন কোন প্রকার অনিষ্ট দেখা যায় না। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে এ প্রথা বিশিষ্টরূপই প্রচলিত ছিল, তাহা পুরাণাদি শাস্ত্র পাঠে জানা যায়। অতএব এমন বিশুদ্ধ আনন্দ ভোগের পথটী কণ্টকাকীর্ণ করিয়া রাখা কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে। যাঁহারা স্বদেশের মঙ্গল সাধন ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন, পারিবারিক সঙ্গীত চর্চ্চার পুনঃ প্রচলন অন্যতম সংস্কার করিয়া লওয়া তাঁহাদের পক্ষে একান্তই কর্ত্তব্য।

আমরা অতিশয় আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, ভারতের কোন কোন প্রদেশে উপরিউক্ত বিষয়ের অনুষ্ঠান আরব্ধ হইয়াছে। মহিশুরের মহারাণীর কালেজ এবিষয়ের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ঐ কালেজের ছাত্রীগণ বীণা সহযোগে দেশীয় সঙ্গীত শিক্ষা করিতেছে। মান্দ্রাজের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও সঙ্গীতরসজ্ঞ শ্রীযুক্ত টী, এম, ভেনকট্ শাস্ত্রী এজন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তিনি বহুসংখ্যক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাতে সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তিনি এজন্য যত্ন ও অর্থ সাহায্য অকাতরে করিতেছেন। দেশের কোন কুপ্রথার দূরীকরণ বা নূতন প্রথার প্রচলন করিতে হইলে সংস্কারকদিগকে যে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়, উক্ত শাস্ত্রী মহাশয়কেও তাহা বিলক্ষণরূপে ভোগ করিতে হইতেছে। কিন্তু তজ্জন্য তিনি কিছুমাত্র কাতর বা ক্ষুব্ধ নহেন। তাঁহার অধ্যবসায় অক্ষুণ্ণ। তাঁহার কর্ত্তব্যসাধন-জনিত আত্মপ্রসাদ অপরিমেয়। সুতরাং কুসংস্কারাপন্ন দেশীয় লোকদিগের কুৎসা বা অপবাদ ঘোষণায় তাঁহার ভ্রূক্ষেপও নাই।

স্ত্রী, কন্যা, বধূ ইঁহারা যদি স্বীয় স্বামী, শ্বশুর, দেবর, ভ্রাতা, পিতা, পুত্র ইত্যাদির সমক্ষে সঙ্গীতাভিনয় করেন, তাহা হইলে কি দোষ হয়? এবং যদি দোষ না থাকে, তবে বামাবোধিনীর পাঠিকাগণ আপন আপন গৃহে ঐ প্রথার প্রচলন করিতে অভিভাবকগণকে প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন কিনা ইত্যাদি

বিষয়ে তাঁহারা আপনাদিগের মতামত ব্যক্ত করিয়া পত্রাদি লিখিলে আমরা তাহা সাদরে বামাবোধিনীতে প্রকাশ করিব।

প্রবন্ধ পুরস্কার।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

(৩৩৩ সংখ্যা ১৮৪ পৃষ্ঠার পর।)

কেহ কেহ বলেন যে জগতের মধ্যে যদি সকলেই ভাই ভগিনী হইলেন, তবে আমরা বাবা, মা, খুড়ীমা, জেঠাইমা, খুড়া মহাশয়, জেঠা মহাশয়, শ্বশুর, শাশুড়ী ও স্বামী স্ত্রীকে কি বলিয়া ডাকিব? এবং এই বিষয় লইয়া তাঁহারা কত ঠাট্টা বিদ্রূপও করেন, কিন্তু এইবিদ্রূপকারীগণ যদি একটু স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখেন তাহা হইলে তাঁহারা নিজ নিজ ভ্রম অতি সহজেই বুঝিতে পারেন. কারণ যাঁহাদের সহিত আমাদের সম্পর্ক ও আত্মীয়তা রহিয়াছে যাঁহাদের আমরা বাল্যাবধি আপন বলিয়া জানি, জগৎকে ভালবাসিতে হইলে তাঁহাদের জন্য অত ব্যস্ত হইবার কারণ নাই, কেন না তাঁহাদের সহিত সম্পর্ক ও আত্মীয়তা ত রহিয়াছেই। আমরা মনে করি যাহাদের সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই, যাঁহারা পর, তাঁহাদের সহিত সম্পর্ক করিতে হইলে তাঁহাদিগকে আপনার জন বলিতে গেলে, ভাই বোন ব্যতীত উপযুক্ত সম্পর্ক আর কি আছে? আর কি বলিয়া আপন বলিলে অত মধুময় হইবে জানি না। অতএব যাঁহারা অকপটে জগৎকে ভাই বোন বলিয়াছেন, বলিবেন বা বলিতে পারেন, তাঁহারা আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র, বিদ্রূপের পাত্র কখনও নহেন। আরও বিদ্রূপকারীগণ মনে করুন দেখি যে মনুষ্যোৎপত্তি শক্তি কোথা হইতে আসিল? ঈশ্বর ও প্রকৃতি সংযোগে উৎপাদিকা শক্তির জন্ম; সুতরাং ধরিতে গেলে সকলেরি পিতা মাতা ঈশ্বর ও প্রকৃতি, তাই জগৎকে ভাই বোন্ বলায় কখনও দোষ হইতে পারে না। আর হিন্দু ধর্ম্মের দোহাই দিয়া জগৎকে ভাই বোন বলায় কেহ দোষ দিতে পারেন না, কেন না হিন্দুর শাস্ত্র কিম্বা উপদেশ যদিও জগতে সকলে সকলের ভাইবোন, এই কথা স্পষ্টাক্ষরে বলে নাই তথাপি বলিয়াছে যে "অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাম্। উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥" হিন্দুগণ আরও বলেন, "ন কশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্রিপুঃ। ব্যবহারেণ মিত্রাণি জায়ন্তে রিপবস্তথা॥" অতএব ভাই বোন অতি পবিত্র সম্বন্ধ, বিশ্বপ্রেমিক জগৎকে ভাই বোন কেন

য়া বলিবেন ? ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মর্ম্ম বিশ্বপ্রেমিকগণই সম্যক্‌রূপে অবগত, আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন মাত্র (ব্যবহার সর্ব্বত্র আন্তরিকও নহে) বিশ্বপ্রেমের ছায়া ক্ষণপ্রভা বিদ্যুতের ন্যায় মুহূর্ত্ত মাত্র জগৎ আলোকিত করিয়া আবার স্বার্থদ্বেষ প্রভৃতি রূপ জলদ জালের ভিতর লুকাইয়া যায়। যে হিন্দুগণ এখন দিন দিন নিজের কর্ত্তব্য ভুলিয়া স্বার্থপর ও সৌখিনতার বশীভূত হইয়া নিজকে ও নিজের পরিবারবর্গকে বিলাতি অনুকরণে সজ্জিত করিয়া, বিলাতি চাল চলন ধরিয়া আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জিত হয়েন, সেই হিন্দুগণের পূর্ব্বপুরুষেরা একদিন বিশ্বপ্রেমিকতায় জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রেম প্রাণিজগতেও বিস্তৃত হইয়াছিল, তাঁহাদের সদৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া আমরাও সেই জাতীয় ধর্ম্ম—স্বধর্ম্ম পালন করিব।

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥"

হিন্দুগণের মধ্যে যদিও জাতিভেদের নিয়ম থাকে, কিন্তু বিশ্বপ্রেমিক হিন্দুগণ সে জাতিভেদ মানিতেন না, ইহা আমরা পশ্চাতে দেখাইতে চেষ্টা করিব। আর যখন কি স্বদেশীয় ও স্বজাতীয়, কি বিদেশীয় ও বিজাতীয় সদুপদেশমাত্র গ্রহণ করা সাধু ব্যক্তির উচিত, তখন আমরা যীশু প্রভৃতি বিদেশীয় বিশ্বপ্রেমিকগণের সদুপদেশ সমূহও গ্রহণ করিতে পারি, তাহাতে [illegible] আমাদের স্বদেশীয় শাস্ত্র উপদেশ দিতেছেন যে ব্যবহারেই শত্রুতা ও মিত্রতা জন্মে। মিত্রতাই জগতে সুখকর ও প্রাণীরাও সুখের জন্য লালায়িত, অতএব সুখকর মিত্রতাকে পরিত্যাগ করিয়া সুখশান্তিহারী শত্রুতাকে ডাকা কাহারও উচিত নহে। যদি কেহ বলেন যে অর্থ না থাকিলে মিত্র যোটে না, তাহা হইলে আমরা সে কথা স্বীকার করিতে পারি না, কারণ কতকগুলি অন্ন জলে ছড়াইয়া আমি তথায় দাঁড়াইয়া থাকিলাম আর কতকগুলি মৎস্য আসিয়া সেই অন্ন খাইতে লাগিল ও আমার গাত্র ঠোকরাইতে লাগিল। অন্নগুলি ফুরাইলে মৎস্যগুলিও চলিয়া গেল, এখন কি সেই মৎস্যগুলিকে আমরা মিত্র বলিব ? এইরূপ অর্থ দ্বারা যে মিত্রতা জন্মে সে মিত্রতা মিত্রতাই নহে। জগৎকে ভালবাসিতে হইলে অর্থাৎ মিত্র করিতে হইলে স্বর্গীয় প্রেমের যত আবশ্যক, অর্থ বা পার্থিব অন্য কোন পদার্থের তত অধিক আবশ্যকতা নাই। অর্থ নহিলে যে মিত্র যোটে না বা চরিত্রকে উন্নত করা যায় না এ কথা প্রাচীন হিন্দুগণ এক প্রকার অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা বলেন,—

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্‌চতুর্থীচ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন।

অতএব সরলান্তঃকরণে মিষ্ট কথায় সম্ভাষণ করা, সদুপদেশ দ্বারা লোক-

দিগকে সৎপথে চালিত করা ও কায়মনোবাক্যে সকলের হিতকামনা করায় ত আর অর্থ ব্যয় হয় না। প্রেম হৃদয়ের উচ্চতম বৃত্তি, উহা একটী সাম্রাজ্য বিনিময়েও ক্রয় করা যায় না, উহা অমূল্য সুতরাং উহাতে অর্থের আবশ্যক কি? ভালবাসায় জগৎকে যেমন আপন করা যায়, অর্থবলে, সৈন্যবলে কিম্বা অন্যান্য উপায় অবলম্বনে সেরূপ আপন করা যায় না। বিশ্বপ্রেমিক নিমাই যখন গর্ভধারিণী মাতাকে কাঁদাইয়া—পতিব্রতা পত্নীর অশ্রুজল উপেক্ষা করিয়া মানব সাধারণের সুখ বৃদ্ধির জন্য পারিবারিক সুখ পরিহার করিয়া, বিশ্বপ্রেমে জগৎ মাতাইবার জন্য,মানবজাতিগত অস্তিত্বানলে ব্যক্তিগত অস্তিত্ব আহুতি দিবার জন্য—লক্ষ লক্ষ অনাথ অনাথিনীর চক্ষুর জল নিবারণ করিবার জন্য বাহির হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে কপর্দ্দক মাত্রও ছিল না, সেই আত্মত্যাগী সন্ন্যাসিবর ডোর-কৌপিন পরিধান করিয়া দীনবেশে গৃহ হইতে নির্গত হইয়াছিলেন। যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ভীষণ বৈষম্যে বিশ্ব ছারখার হইতেছিল, ব্রাহ্মণগণ নীচজাতির প্রতি অত্যন্ত অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সমাজশাসন লোকের যন্ত্রণার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, পতিতা রমণীগণ প্রবল বাত্যাহতা ব্রততীর ন্যায় ভূমিলুণ্ঠিত ও পাদদলিত হইতেছিল, সেই সময় ভগবান্ চৈতন্যদেবের প্রেম-বীণা ইমন্ কল্যাণে গাইয়া উঠিল, "আমরা সব ভাই ভাই, আমরা সব ভাই বোন্"। সেই আহ্বানে—সেই প্রেম সংকীর্ত্তনে হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, শূদ্র একই সাম্যক্ষেত্রে আসিয়া চৈতন্যের মন্ত্রশিষ্য হইতে লাগিলেন। ভ্রাতা ভগিনীগণের জন্য যাঁহার হৃদয় কাঁদিয়াছে—যিনি জগৎকে ভালবাসিয়াছেন, যাঁহার বাহু জগৎকে প্রেম আলিঙ্গন দিবার জন্য সর্ব্বদা প্রসারিত, তিনি কি পরিবারগণের সসীম স্নেহে আবদ্ধ হইয়া গৃহে থাকিতে পারেন? জগতে সকলে ভাই ভাই, সকলে ভাইবোন্, এই মন্ত্র যাঁহার লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্য-সাধনের জন্য যিনি আত্মবলী দিলেন, সেই মহদাশয় বিশ্বপ্রেমিক চৈতন্যের পবিত্র চরিত্র অতি মহৎ, সে চরিত্র আদর্শ চরিত্র, সে চরিত্র দেবতারও অনুকরণীয়। তাই চৈতন্যের চরিত্রে মোহিত হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়া দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার পাদমূলে উপস্থিত হইতে লাগিল, তাঁহার প্রেম সংকীর্ত্তন সেই সমস্ত পাপীতাপীদিগের প্রতি যেন গ্রীষ্মের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণে উত্তাপিত বালুকারাশির উপর বারিধারা বর্ষণ করিতে লাগিল, তাঁহার সেই 'আমরা সব এক পিতার সন্তান, সব ভাই ভাই, সব ভাই বোন' সঙ্গীতে কত পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হইয়া উঠিল, চৈতন্যের প্রেমোচ্ছ্বাসে ভারত প্লাবিত হইয়া গেল। কথিত

আছে দস্যু জগাই মাধাই প্রথম দর্শনে ইহাঁদিগকে খাপরা ছুড়িয়া মারে, পরে ইহাঁদের প্রেম-সংকীর্ত্তনে মোহিত হইয়া মন্ত্রশিষ্য হয়। চৈতন্যের সাধনা মন্ত্র জাতিভেদ,বর্ণভেদ ও মান অপমান বিস্মৃত হইয়া সবাই ভাই ভাই, সবাই ভাই বোন হওয়া। সাধনায় সিদ্ধ লাভ, এই প্রবাদ চৈতন্য অতি উত্তমরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন। তিনি আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া যে "ভাই ভাই, ভাই বোন" রূপ মন্ত্র সাধনা করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই সাধনার ফল দয়াময় হরি তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই চৈতন্যদেবই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার প্রকৃত প্রচার কর্ত্তা, ইনিই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মর্ম্ম সম্যক্‌রূপে অবগত ছিলেন। চৈতন্যের শিষ্যগণ প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইলে, মহাপ্রভু ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার আদর্শ ক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন, যথায় ভ্রাতা ভগিনী একাধারে মিলিত— যথায় জাতিভেদ নাই, লিঙ্গভেদ নাই— যথায় মান অপমান বিস্মৃত হইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখে অমৃতান্ন প্রদান করেন। শিবের পার্শ্বে দুর্গা, নারায়ণের পার্শ্বে লক্ষ্মী, রামের পার্শ্বে সীতা ইত্যাদি হিন্দু দেব দম্পতীর মূর্ত্তি মিলিত থাকে, যে কোন তীর্থে যাও দেখিবে দেব দম্পতী মিলিত; কালীঘাট যাও দেখিবে কালিকা নকুলেশ্বর, কাশী যাও দেখিবে অন্নপূর্ণা মহেশ্বর ইত্যাদি। কিন্তু শ্রীক্ষেত্রে যাও দেখিবে বলরাম, জগন্নাথ ও সুভদ্রা একাধারে মিলিত। হিন্দু এমন ভ্রাতা ভগিনীর মিলন শ্রীক্ষেত্র ব্যতীত আর কোন্ তীর্থে দেখিয়াছেন? এমন জাতিভেদ, বর্ণভেদ, মান অপমান বিস্মৃত হওয়াই বা কোন্ তীর্থস্থানে আছে? কঠিন শাসনে সমাজবন্ধন এই সময় যন্ত্রণার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু এই মহা তীর্থে সেই যন্ত্রণাদায়ক সমাজবন্ধন ছিল না। এখানে বিধবাগণকে একাদশী ও একাহার করিতে হয় না, এখানে পতিত ব্যক্তিগণও পবিত্র লোকের সহিত মিলিত হইয়া নিজের চরিত্রকে উন্নত করিতে পারে, তাই এই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার আদর্শ ক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্রে চৈতন্য অবস্থান করিলেন। তাই তিনি গয়া, গঙ্গা, কাশী, প্রয়াগ, শ্রীবৃন্দাবন, চন্দ্রনাথ, কেদারনাথ, ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গাসাগরাদি সর্ব্বতীর্থ ছাড়িয়া এই স্থানেই যোগ সাধন করিলেন। চৈতন্যই একমাত্র ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মর্ম্ম যে বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ এই যে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ভেদজ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান নহে, উহা বৃথা অভিমান মাত্র, সংসারে সাম্যই সুখ। তাই যে তীর্থের দেববিগ্রহে ভ্রাতা ভগিনীর মধুর সম্মিলন, যেখানে সকলেই জাত্যভিমান ভুলিয়া ভ্রাতা ভগিনী ভাবে সমবেত, সেই তীর্থই তাঁহার প্রিয়তম হইয়াছিল। চৈতন্যদেব ন্যায় শাস্ত্রাদিতেও অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু সে পাণ্ডিত্য নীরস কিম্বা হৃদয়ের পরিপুষ্টি-বিরহিত ছিল না,

স্বদেশের অবস্থা দর্শনে তাঁহার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল। মিথিলার পণ্ডিতগণ, বিদেশী ছাত্রবৃন্দের পাঠ সমাপনান্তে পুস্তক ফিরাইয়া লইতেন, চৈতন্যের নিকটও ঐরূপ পুস্তক চাহিলে তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া সগৌরবে পুস্তক ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "আমার স্মরণ তুলটে এই সমস্ত গ্রন্থ উত্তম লেখা আছে, আমি বঙ্গে গিয়া এই সমস্ত মন খুলিয়া প্রচার করিব, তাহা হইলে পাঠার্থে তথাকার কোনও পাঠক আর এখানে আসিবেন না।" পঠদ্দশাতেই যাঁহার প্রাণ স্বদেশের জন্য কাঁদিয়াছিল, কালে যে জগতের জন্য—জগতের ভাই বোনের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি? তিনি মানব জাতিগত অগ্নিস্থানলে ব্যক্তিগত জীবনের পূর্ণাহুতি দিয়া শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া সফল-মনোরথ হইলেন। চৈতন্যদেব এইস্থানে যোগ সাধনে সিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীক্ষেত্র তীর্থশ্রেষ্ঠ। যতদিন শ্রীক্ষেত্র থাকিবে, ততদিন নিমাইয়ের নাম থাকিবে সত্য—যতদিন সহৃদয় গুণগ্রাহী লোক পৃথিবীতে থাকিবেন, ততদিন চৈতন্যের নাম ভারত সন্তানগণের হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত থাকিবে সত্য—যতদিন চৈতন্যের নাম থাকিবে, ততদিন ভ্রাতৃদ্বিতীয়া হিন্দুগণ কর্ত্তৃক আচরিত হইবে সত্য, কিন্তু তাঁহার মত ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার প্রেমোচ্ছ্বাসে ভারত প্লাবিত করিবে কে? দেব! তুমি আর একবার এই শোক, তাপ, দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থ ও ক্রোধপূর্ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হও—আর একবার আমাদিগকে ক্ষমা গুণ ও প্রেম শিক্ষা দাও—আর একবার আমাদের "আমরা সব এক পিতার সন্তান, আমরা সব ভাই ভাই, সব ভাই বোন" গান গাইতে শিখাও—আর একবার ভাই বোনের দুঃখে আমাদিগকে কাঁদিতে শিখাও। মহাপ্রভো! আর একবার আসিয়া দেখ, আবার সংসারে ভেদ-বহ্নি প্রজ্বলিত—আবার সংসার শোক, তাপ, পাপ, স্বার্থ, ক্রোধে পরিপূর্ণ—আবার জাতিভেদে মনান্তর—আবার সেই নরগণ অভিমানে পূর্ণ—আবার পরস্পর পরস্পরের অন্নত্যাগ করিয়াছে—আবার লোকের অশান্তিপূর্ণ হৃদয়ের হাহাকার—আবার নৈরাশ্যের তাড়না—আবার "আপন,পর"—আবার শোকাতুরের, পতিতের হাহাকার শ্রবণে কাহারও প্রাণে আঘাত লাগে না, সকলেই আপনাপন পরিজন, মান, জাতি, উচ্চপদ ও অর্থ লইয়া ব্যস্ত। যদিও আজও তোমার প্রেম-সঙ্গীত নগরে নগরে,গ্রামে গ্রামে সংকীর্ত্তিত হইতেছে—যদিও এখন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রচারকের অভাব নাই—যদিও এখনও আমরা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া আচরণ করিয়া থাকি, কিন্তু দেব! তোমার সেই মহৎলক্ষ্য এই ধরাধাম হইতে অপসৃতপ্রায়! মহাত্মন্! তাই আর একবার গোলোকধাম পরিত্যাগ করিয়া এই মরজগতে পদা-

র্পণ কর, দেখ তোমার সেই সাধনের ধন ভ্রাতা ভগ্নী মিলন কালসাগরে নিমগ্নপ্রায়, অতএব তোমার প্রেমামৃতে যে সঞ্জীবনী শক্তি আছে সেই অমৃত পূর্ব্বের ন্যায় ধরায় সিঞ্চন কর, অসার, রুগ্ন, ভগ্ন, কম্পিত, জীর্ণ, শীর্ণ ও ক্ষীণাবয়ব ভ্রাতৃদ্বিতীয়াও তোমার প্রেমামৃত সিঞ্চনে স্বস্থ ও পুষ্টকলেবর হউক, তোমার প্রেমমন্ত্রের সঞ্জীবনী শক্তি দ্বারা সর্ব্বত্র শ্রীক্ষেত্র বিরাজ করুক। দেব! একবার আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাও, তাহা হইলে তোমার মহামন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা জাতিভেদ, লিঙ্গভেদ ও মান অপমানাদি বিস্মৃত হইয়া ভ্রাতা ভগ্নীগণে সমবেত হইতে পারিব, এবং জগৎও তোমার ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মহামন্ত্র সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ কামনা করিবে। (ক্রমশঃ)

বাঙ্গালা প্রবচন।

ব।

১। বউ উঠ্‌তে স্থান পায় না, উঠান যোড়া দাগী।

২। বউ জব্দ শিলে
ঝি জব্দ কিলে,
আর পাড়া পড়্‌সী জব্দ হয়
চোকে আঙ্গুল দিলে।

৩। বউ ভাঙ্‌লে সরা,
গেল পাড়া পাড়া।
গিন্নী ভাঙ্‌লো নাদা,
ও কিছু নয় দাদা।

৪। বউয়ের রাগ বিড়ালের উপর,
বিড়ালের রাগ বেড়ার উপর।

৫। বকঃ পরমোধার্ম্মিকঃ।

৬। বক বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী।

৭। বক শাদা বগিনী শাদা, শাদা রাজহংস,
তা হইতে অধিক শাদা তোমার হাতের শঙ্খ।

৮। বগলে কাস্তে দেশময় খোঁজে।

৯। বগা ধার্ম্মিক।

১০। বচন সর্ব্বস্ব।

১১। বজ্রাঘাতে রাম নাম।

১২। বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো।

১৩। বট গাছ নারায়ণ।

১৪। বড় খিদে পাটকেলে কামড়।

১৫। বড় গাছে ঝড় বাঁধে।

১৬। বড় বড় বানরের বড় বড় পেট,
লঙ্কা ডিঙুতে মাথা করে হেঁট।

১৭। বড় বাড়ীর বড় কথা।

১৮। বড় মাছের কাঁটা,
আর ধন দুধের ফোঁটা।

১৯। বড়র বড়, ছোটর ছোট।

২০। বড় লোকে কথা কয়,
সকলেই বলে কয় হয়।

২১। বড় হবে ত ছোট হও।

২২। বন গাঁয়ে শিয়াল রাজা।

২৩। বন পোড়ে সবাই দেখে,
মন পোড়ে কেউ দেখে না।

২৪। বন রক্ষক শিব
শিব রক্ষক বন।

২৫। বন থেকে বেরুল টে,
সোণার টোপর মাথায় দে।

২৬। বনেদি ঘরের আঁস্তাকুড়ও ভাল।

২৭। বন্ধ্যানারীর অন্ধপুত্র চন্দ্র দেখ্তে পায়।

২৮। বয়সে গাছ পাথর নাই।

২৯। বয়সেতে বিজ্ঞ নয় বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে।

৩০। বরং পণ্ডিত শত্রুণা নচ মূর্খেণ মিত্রতা।

৩১। বরের মাসী কন্যার পিসি।

৩২। বর্গির হাঙ্গামা।

৩৩। বল্‌তে গেলে জাত থাকে না।

৩৪। বল্‌তে পারি কইতে পারি সইতে পারিনে,
নিতে পারি খেতে পারি দিতে পারিনে।

৩৫। বল্‌বো বল্‌বো মনে করি বল্‌তে লাগে ভয়,
নির্ধনী পুরুষের কথা রয় কিনা রয়।

৩৬। বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা ?

৩৭। বল্‌লে তো মা মার খায়,
না বল্‌লে বাপ বেঙ খায়।

৩৮। বলং বলং ব্রহ্মবলং
নচ অন্য বলং বলং।

৩৯। বলবন্তং চিকিৎসয়েৎ।

৪০। বল বুদ্ধি ভরসা, তিন তিরিশে ফরসা।

৪১। বলীর ঘাম, নির্বলীর ঘুম।

৪২। বলেছিলাম হলো না, ঘরে গিয়ে খা।

৪৩। বস্‌বি তো ছেলে ধর, উঠ্‌বি তো কাঠ কাট।

৪৪। ব'সে খে'লে কুবেরের ভাণ্ডারও ফুরায়।

৪৫। বসন্তে ভ্রমণং পথ্যং।

৪৬। বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।

৪৭। বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।

'লর্ড টেনিসন্।'

অমূল্য রতন আজ হারালে ব্রিটন !
এরতন যুটী আর খুঁজে পাওয়া ভার,
বহু তপস্যায় হয় অদৃষ্টে মিলন,
সহজে রতন হেন ভাগ্যে বটে কার ?
কাল রাহু গরাসিল অকলঙ্ক শশী,
কর হানি বুকে মায় কাঁদিছেন বসি ! (১)

সমস্ত প্রকৃতি যেন নিস্তব্ধ নীরব।
পশু পক্ষী তরুলতা বিষাদে মলিন,
কিসের অভাবে আজ নর নারী সব—
শান্তিহারা একেবারে—শোকের অধীন ;
কে যেন আঁধারি তারে গেছে কোন্ দেশে ?
অকূলে ব্রিটন আজ বেড়াইছে ভেসে। (২)

আর্ত্তনাদ করে মায়—হায় হায় হায়!
এমন সোণার চাঁদ চলে যায় যার,
সান্ত্বনা কি মানে মনে প্রবোধিলে তায়?
যা'র প্রাণ পুত্রশোকে করে হাহাকার!
সম্বরিতে নারি শোক কাঁদিছে জননী—
কোথা গেলি টেনিসন্ আয় যাদুমণি? (৩)

ব্রিটনের ঘরে ঘরে কত নর নারী
ফেলিছে শোকাশ্রু আজ কবীশের তরে,
মহারাণী ভিক্টোরিয়া—নয়নের বারি
ফেলিছেন তার লাগি—ব্যথিত অন্তরে।
রাজ-পরিবার আজ শোকেতে মগন
কবীন্দ্রের মৃত্যুকথা করিয়ে শ্রবণ। (৪)

ভারতে ভারতী লয়ে বীণাযন্ত্র করে
গাইছেন শোকভরে বিষাদের গান,
শ্রবণে বিলাপগীতি যুগ আঁখি ঝরে,
গ'লে যায় সে গাথায় হিমাদ্রি পাষাণ!
জাহ্নবী যমুনা যেন শোকেতে আকুল
তুলিছে বিষাদ গান—কুল কুল কুল! (৫)

টেনিসন্—চিরদিন জাতি নির্ব্বিশেষে
চারি মহাদেশে পূজা করিবে তোমায়,
যে নাম রাখিলে তুমি স্বদেশে বিদেশে,
গাইবে তোমার গুণ কোটি রসনায়।
মহাকবি মিল্‌টন্ সেক্ষপীর পাশে
তব সিংহাসন পাতা আছে স্বর্গবাসে। (৬)

ওই দেখ সুরগণ স্বর্গীয় প্রসূনে
গাঁথিয়ে অপূর্ব্ব হার,—গলে পরাইতে
এনেছেন উপহার—মুগ্ধ তব গুণে
তাই এসেছেন তাঁরা আদর করিতে।
অতুল কবিত্বশক্তি নিরখি তোমার
দিয়েছেন দেবতারা দিব্য উপহার। (৭)

হে ব্রিটন—কাঁদিওনা মোছ অশ্রুধার,
টেনিসন্ এতদিনে হ'লেন অমর,
মরিলেই পুত্রশোক,—তবে কেন আর
অমরের তরে এত হয়েছ কাতর?
গর্ভে ধরি রত্ন হেন রত্নগর্ভা তুমি,
পূজিবে তোমায় সবে বলি পুণ্যভূমি। (৮)

অবলার উপকারী বান্ধব এমন
পাইব কি?—কে ফেলিবে এক ফোঁটা জল,
টেনিসন্ অবলার আত্মীয় যেমন,
সেধেছেন তাহাদের অশেষ মঙ্গল?
তাই আজ নারীজাতি তোমায় আশীষে,
এত ভাগ্যবান্ তুমি হ'লে বল কিসে? (৯)

যাও দেব স্বর্গধামে—ভুঞ্জ শান্তি সুখ
ঢালিয়ে পীযূষধারা মজাও সকলে,
জ্বলন্ত লেখনী সেথা মাতায়ে তুলুক
সুরগণে—পিয়াইয়ে কাব্য-পরিমলে।
মহাকবিগণসনে—নন্দন কাননে
কেলি কর চিরকাল আনন্দিত মনে। (১০)

শ্রীচ।

প্রেত সম্বন্ধে আনি বেসান্টের মত।

বিবি আনি বেসান্ট সম্প্রতি প্রেত-তত্ত্ব বিষয়ে ইংলণ্ডে একটী বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে বৈজ্ঞানিকেরা যাহাকে 'ether' অর্থাৎ নীহারিকা বলে, থিয়সফিষ্ট অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানিগণ তাহাকে 'astral matter' অর্থাৎ নাক্ষত্রিক পদার্থ বলে। প্রভেদের মধ্যে এই যে, প্রথমোক্তটি পরীক্ষিত, শেষোক্তটি অদ্যাবধি ভালরূপ পরীক্ষিত হয় নাই। সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি একটী আকৃতি দেখিতে পাইল। সে এই মাত্র দেখিল যে কোনও ব্যক্তি যেন সম্মুখে দণ্ডায়মান আছে; সে কোনও কথা কহিল না, বা কিছু করিল না। দর্শক ইহাকে যে দণ্ডে শোকভাবাপন্ন বা শোক-বিহ্বল দেখে, তাহার অনতিবিলম্বে আকৃতি অদৃশ্য হয়। ইহা কেনই বা আইল আর কোথাহইতে আইল তদ্বিষয়ে কিছু বুঝা যায় না, এবং কেহই কোনও মতে তাহাকে বুঝাইয়া দিতে পারে না। ইহা সত্য কি মিথ্যা, দর্শক নিজে জাগ্রত বা নিদ্রিতাবস্থায় সেই দৃশ্য দেখিল সে তাহা কিছুই বলিতে পারে না। সে রাত্রিকালে ইহা দেখিয়া ভয় পাইল, অমনি মূর্ত্তিটি অদৃশ্য হইল। থিয়সফিষ্ট-গণ ইহাকে "astral light" নাক্ষত্রিক জ্যোতিও বলেন। তাঁহারা বলেন যে, যখন কোনও লোকের মন গভীর চিন্তায় আকুল থাকে, তখন তাহা বৈদ্যুতিক শক্তির অধীন হয়। যেমন বিদ্যুৎ এক প্রকার প্রকৃত পদার্থ সেইরূপ ঐ চিন্তাও এক প্রকার প্রকৃত তেজ,—এক প্রকার প্রকৃত বল। ইহা স্থানব্যাপিনী বৈদ্যুত-শক্তির মত প্রকৃত। চিন্তার কার্য্য-কারিতা ঠিক্ বৈদ্যুতিক কার্য্যকারিতার ন্যায়। এ কথার যে কোনও রূপ অর্থ নাই তাহা কখনও বলা যায় না। বিচক্ষণ চিকিৎসকগণ বলেন যে, যখন মস্তিষ্ক হইতে চিন্তা পরি-চালিত হইতে থাকে, তখন আবার মস্তিষ্ক হইতেই বৈদ্যুতিক কার্য্য হইয়া থাকে। লোক যখন জড়জগতে প্রগাঢ় চিন্তায় অভিভূত, তখন সে নীহারিকা বা আকাশিক পদার্থ ভেদ করিয়া বৈদ্যুত স্রোত আকাশমণ্ডলে প্রবাহিত করিতে থাকে। তাড়িত যেমন দূরবর্ত্তী স্থানা-ভিমুখে প্রবাহিত হইয়া বার্ত্তা আনয়ন করে, সেইরূপ লোকে অন্য কোনও লোকের বিষয় অত্যন্ত ভাবিলে সেই নাক্ষত্রিক বা আকাশ পথ অতিক্রম করিয়া চিন্তা-তাড়িত প্রবাহ যে ব্যক্তির বিষয় চিন্তা করা যায়, তাহার দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। এই বৈদ্যু-তিক প্রকম্পন যে ব্যক্তির বিষয় ভাবা যায়, তাহার নিকট পৌঁছিয়া যে ব্যক্তি তাহাকে ভাবে, তাহাকে অভিভূত করে, করিয়া শেষোক্ত ব্যক্তির চর্ম্মচক্ষুর সমীপে

এক অদ্ভুত আকৃতিতে পরিণত হয়, তাহাই সচরাচর প্রেতাত্মা অভিহিত। অনেক স্থলে ইহা আবার মানস-ক্ষেত্রে ক্ষণকালের জন্য অনুভূত মাত্র হইয়া অনন্তে মিশাইয়া যায়। যখন কোনও আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুকাল উপস্থিত হওয়াতে সেই মুমূর্ষু ব্যক্তি কোনও অনুপস্থিত বন্ধু পরিজনের সহিত সাক্ষাৎ লাভে অত্যন্ত অভিলাষী হয়; তখন এবম্বিধ চিত্র সচরাচর চিত্রিত হয়। বিশেষতঃ পরম বন্ধু ও অতি নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে ইহার আবির্ভাব সংঘটিত হইয়া থাকে। পরে মৃত্যুর সংবাদ পাইলে আত্মীয় ব্যক্তি জানিতে পারেন যে, যে সময়ে সেই মুমূর্ষু ব্যক্তি পরলোক গমন করিয়াছেন, ঠিক্ সেই সময়ে তিনি ঐরূপ দৃশ্য দর্শন করিয়াছিলেন। এইত গেল আত্মীয় স্বজনের প্রেতাত্মা দর্শন সম্বন্ধে ভূবন বিখ্যাত বেসাণ্টের মত। অন্য প্রেতাত্মা বিষয়ে তিনি উল্লিখিত বক্তৃতায় কিছু মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন কিনা আমরা জানিনা; বোধ হয় তৎ সম্বন্ধে তাঁহার মত প্রায় তদ্রূপ হইবে। প্রাচীন হিন্দু বিশ্বাসের সহিত ইহাঁর মতের অনেক সৌসাদৃশ্য দেখা যায়।

নিঃস্বার্থ স্বদেশ-প্রেম।

আজ রোমের ঘরে ঘরে আনন্দ! রোমের সপ্তজন রাজার রাজত্বকালে রোম কখনও এরূপ আনন্দ-সাগরে মগ্ন হয় নাই। কি জন্য রোমান্‌গণ আজ এত আনন্দে মগ্ন? দুর্দ্দান্ত লাটিনজাতি কি রোম আক্রমণকালে রোমের বীরসন্তানগণের হস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছে, কিম্বা রোমান্‌গণ কোন বিপুলবলশালী জাতির উপর আজ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, সেইজন্য কি তাহারা আজ এত আনন্দে মগ্ন? না, তাহা নহে। ঐ দেখ রোমের কাপিটলে* আজ প্রথম সাধারণ-তন্ত্রের চিহ্ন-স্বরূপ স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীয়মান হইয়া রোমান্ প্রজা সাধারণের স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেছে। তাই রোমান্‌গণের হৃদয় আজ এত আনন্দে পূর্ণ, তাই প্রতি গৃহে এত আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হইতেছে। আজ রোমের বীরসন্তানগণ দুরাচার টারকুইনকে রোমের সিংহাসন হইতে বিদূরিত করিয়াছে। তাহার সহিত তাহার অত্যাচার ও প্রজাপীড়ন অন্তর্হিত হইয়াছে এবং তাহার রোম ত্যাগের সহিত রোমানেরা চিরকালের জন্য রাজা ও রাজপদের সমুলোচ্ছেদ করিয়া সাধারণতন্ত্র স্থাপন দ্বারা প্রজা সাধারণের স্বত্ব ও অধিকার সমূহ নিরাপদ করিয়াছে ও তাহাদের স্বাধী-

* কাপিটল পর্ব্বত, যাহা রোমের দুর্গস্বরূপ ছিল।

নতা দৃঢ়ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিয়াছে,—এই সকল চিন্তাতে প্রত্যেক রোমানের হৃদয় আজ অপরিসীম আনন্দে পূর্ণ। প্রধানতঃ যে মহাত্মার যত্নে রোমে সাধারণতন্ত্র সংস্থাপিত হয়, সেই ধর্ম্মবীর ব্রুটসের যশোধ্বনিতে রোমের গগন আজ পরিপূরিত হইতেছে, রোমীয়গণ তাঁহার গুণের যথোচিত সম্মান করিবার জন্য তাঁহাকে রোমের প্রধান কনসল্ বা সর্ব্বাধ্যক্ষ পদে বরণ করিয়াছে। ব্রুটসের হৃদয় যেরূপ সাহস ও বীর্য্যে পূর্ণ ছিল, তেমনি অপূর্ব্ব স্বদেশ-প্রেমে পরিপূর্ণ ছিল। জগতের ইতিহাসে ব্রুটস তাঁহার সে অপূর্ব্ব স্বদেশ-প্রেমের যে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, ইতিহাসে তাহার সদৃশ দৃষ্টান্ত অতীব বিরল। আমরা এক্ষণে তাহার সেই কাহিনী বর্ণন করিব।

দুরাচার টারকুইন রোমের সিংহাসন হারাইয়াও তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হইবার আশা ত্যাগ করেন নাই। সে রোমের প্রতিবেশী জাতিগণের সাহায্যে তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্য তাহাদিগকে রোমের বিপক্ষে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইল না। কেহই এই নব উদীয়মান রোমের বিপক্ষে সহসা উত্থিত হইতে সাহসী হইল না। শেষে টারকুইন রোমের প্রতিবেশী টরকুইন নামক জাতির অনুগ্রহ লাভ করিতে সমর্থ হইল। তাহারা তাঁহার অবস্থা সন্দর্শনে দয়ার্দ্র ও তাহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া রোমে দূত প্রেরণ করিল। টারকুইন তাহাদের প্রেরিত দূতের হস্তে রোমান প্রজা সাধারণের নামে এক পত্র প্রেরণ করিলেন, তাহাতে তিনি তাহাদের নিকট হস্তচ্যুত রাজ্যের জন্য নহে, কেবল তাহার পৈতৃক নিজস্ব সম্পত্তির জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। রোমান্‌গণ তাঁহার এই ন্যায্য প্রার্থনায় অসম্মত হইতে পারিল না। তাহারা তাঁহাকে তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি প্রদান করিতে সম্মত হইল। এদিকে দূতেরা টারকুইনের উপদেশানুসারে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত পেট্রিশিয়নের সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিতে লাগিল। এই ষড়্‌যন্ত্রে ব্রুটসের পুত্রেরা আসিয়া যোগদান করিল। রোমের সাধারণ তন্ত্র ধ্বংস করিবার জন্য এই ভয়ঙ্কর ষড়্‌যন্ত্র চলিতেছিল, রোমান্‌গণ তাহার কিছুই জানিতে পারে নাই। কয়েকজন প্রভুত্বপ্রিয় সম্ভ্রান্ত পেট্রিসিয়নের ‡ নিকট সাধারণতন্ত্রের সাম্যনীতি বড়ই অসহ্য হইয়াছিল। তাহাদের সহিত প্লিবিয়ানগণ সমান স্বত্ব ও সমান অধিকার ভোগ করিবে, তাহারা আর প্লিবিয়ানগণকে পদদলিত করিতে পারিবে না, রাজ্যের সমুদয় বল সমুদয় উচ্চপদ তাহাদের

‡ রোমানেরা পেট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ান এই দুই জাতিতে বিভক্ত ছিল, ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের প্রভেদ। প্লিবিয়ান্ বা ইতর শ্রেণীর লোক শত শত বৎসর চেষ্টার পর পেট্রিসিয়ান বা ভদ্র শ্রেণীর সহিত সর্ব্ব বিষয়ে সমকক্ষ হইয়াছিল।

আয়ত্তে আর থাকিবে না এই চিন্তা তাহাদের বড়ই কষ্টদায়ক হইল এবং সাধারণতন্ত্রের কঠোর শাসনপ্রণালী ও কঠোর রাজনিয়ম সকল তাহাদের বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিল, সুতরাং তাহারা যে সাধারণতন্ত্রের বিনাশসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবে তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু বিধাতা তাহাদের সে ঘৃণিত অভিলাষ সফল হইতে দিলেন না, বিধাতার কৃপায় অচিরে তাহাদের ষড়্‌যন্ত্র প্রকাশিত হইয়া রোমকে আসন্ন ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা করিল। প্রতিদিন ষড়্‌যন্ত্রকারীরা একিউলাই নামক একজন সম্ভ্রান্ত পেট্রিসিয়নের গৃহে সমবেত হইয়া মন্ত্রণা করিত, কিন্তু একদিন, —যেদিন তাহারা টারকুইনকে পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ও সাধারণতন্ত্রের ধ্বংস-সাধনে আপনাদিগকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা-পাশে বদ্ধ করিবার জন্য এক ব্যক্তিকে হত করিয়া এবং সেই হত ব্যক্তির রক্তপান ও অস্ত্র স্পর্শ করিয়া শপথ করিবে এবং এইরূপ ভয়ঙ্কর শপথ করিয়া তাহাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন পূর্ব্বক দূতের হস্তে টারকুইনকে প্রদান জন্য পত্র দান করিবে, সেইদিন তাহাদের গুপ্ত ষড়্‌যন্ত্র আর অপ্রকাশিত রহিল না। সেই দিবসও তাহারা ঐ সকল কার্য্য অতি গোপনে সম্পাদন করিবে, কেহই জানিতে পারিবে না মনে করিয়াছিল, কিন্তু একিউলাইয়ের একজন ক্রীত দাসের নিকট তাহা গোপন রহিল না। একিউলাইয়ের এই দাস প্রভুর প্রতি সন্দিহান হইয়া গোপনে গৃহের একটা ছিদ্র দিয়া তাহাদের কার্য্য সকল দর্শন করিয়াছিল। একিউলাইয়ের দাস এই সকল ব্যাপার দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইল। স্বদেশের এই ঘোর বিপদ দর্শন করিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। অবিলম্বে ভেলেরিয়াস নামক একজন সেনেটারের নিকট গিয়া এই গুপ্ত ব্যাপার প্রকাশ করিয়া দিল। প্রাচীন রোমের ক্রীতদাসেরা স্বদেশকে স্বদেশ বলিয়া ভালবাসিতে জানিত, এই দাসের দৃষ্টান্তে তাহা প্রমাণিত হইতেছে। ভেলেরিয়াস দাসের নিকট এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া আর কাল বিলম্ব করিলেন না, অবিলম্বে তাঁহার ভ্রাতা ও বন্ধুগণের সাহায্যে ষড়্‌যন্ত্রকারীদিগকে ধৃত করিলেন। ইহাদের সহিত ব্রুটসের পুত্রদ্বয়ও ধৃত হইল। তৎপর দিন কমিটিয়মে* অর্থাৎ দেশস্থ সকল লোক মিলিত হইয়া যে সভায় সাধারণতন্ত্রের গুরুতর বিষয় সকলের মীমাংসা করে, সেই সভায় আনয়ন করা হইলে প্রধান কনসল্ ব্রুটস তাহাদের বিচার আরম্ভ করিলেন। সমবেত রোমান্‌গণ বিচারের শেষ ফল জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন। ব্রুটস সর্ব্বাগ্রেই তাঁহার অপরাধী পুত্রদ্বয়ের বিচার আরম্ভ করিলেন। তাঁহার নিকট তাহাদের সমস্ত অপরাধই

* লাটিন ভাষার কমিটিয়ম্ শব্দ হইতে ইংরাজী কমিটি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

প্রমাণিত হইল। তাহারা যে রোমের সাধারণতন্ত্র ধ্বংস সাধনে দৃঢ়সংকল্প ও টারকুইনকে সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে সকলই প্রমাণিত হইল। ব্রুটস পুত্রদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া তাহাদের আপনাদের পক্ষ সমর্থনার্থ যদি কিছু বলিবার থাকে তাহা বলিতে বলিলেন, কিন্তু তাহারা কিছুই উত্তর করিতে পারিল না, শুদ্ধ নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তাহাদের এই অবস্থা দর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া সেনেট সভার অধিকাংশ সভ্য তাহাদিগকে নির্ব্বাসন দণ্ড প্রদান করিতে ব্রুটসকে অনুরোধ করিলেন। ব্রুটসের অন্যতর সহযোগী কলেটিয়ানস্ তাহাদের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দর্শনে অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না। কমিটিয়মের সমবেত জনমণ্ডলী ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া নীরবে দণ্ডায়মান রহিল। তাহাদের শোকপূর্ণ বদন যেন নীরবে অপরাধীদের জন্য দয়া ভিক্ষা করিতে লাগিল। ব্রুটসের পুত্রেরা করুণস্বরে পিতার নিকট দয়া ভিক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু ব্রুটস্ কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। পুত্রাপেক্ষা স্বদেশ তাঁহার নিকট অধিকতর প্রেমের বস্তু। স্বদেশের মঙ্গলের জন্য তিনি তাঁর পুত্র কলত্র জীবন সকলই পরিত্যাগ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি এমন প্রিয় স্বদেশের বিদ্রোহী হয়, সে পুত্র হইলেও ব্রুটসের নিকট ক্ষমার যোগ্য নহে। স্বদেশের মঙ্গলার্থ এমন কুলাঙ্গারের মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়। তিনি দৃঢ়স্বরে জল্লাদকে তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মস্তকচ্ছেদন করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তাঁহার এই আজ্ঞা শ্রবণে কমিটিয়মের সমবেত জনমণ্ডলী শোকে অস্ফুটস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল; কিন্তু এই আজ্ঞা প্রদান সময়ে ব্রুটসের স্বর একটুও কম্পিত হইল না। যখন জল্লাদগণ তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মস্তকচ্ছেদন করিল, তখন তিনি অবিচলিতভাবে সে নিষ্ঠুর দৃশ্য দর্শন করিলেন, তাঁহার নয়ন হইতে এক বিন্দু অশ্রুও পতিত হইল না। অপরাধী পুত্রদ্বয়কে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিয়া ব্রুটস্ তাঁহার অন্যতর সহযোগী কলেটিয়ানসের উপর অন্য অপরাধীদিগের বিচার ভার প্রদান করিয়া কমিটিয়ম পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। করুণহৃদয় কলেটিয়ানস অন্য অপরাধীদিগকে নির্ব্বাসন দণ্ড প্রদান করিলেন, কিন্তু রোমানেরা তাঁহার বিচারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের পুনর্বিচারের জন্য ব্রুটস্‌কে পুনরায় কমিটিয়মে আসিতে অনুরোধ করিল। ব্রুটস্ তাহাদের আহ্বানে কমিটিয়মে আগমন করিলে সমবেত রোমানগণ তাঁহাকে অপরাধীদিগের বিচার করিতে অনুরোধ করিল, কিন্তু ব্রুটস তাহাদের অনুরোধ পালন করিতে অস্বীকার করিলেন। তিনি বলিলেন "সন্তানের উপর পিতার যে ক্ষমতা থাকে,

সেই ক্ষমতা অনুসারে আমি আমার পুত্রদিগকে দণ্ড প্রদান করিয়াছি, অবশিষ্ট অপরাধীদের পক্ষে সমবেত রোমান্‌গণ যে দণ্ড উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবেন সেই দণ্ড প্রদান করা হইবে। তৎপরে সর্ব্ব সাধারণের মতে প্রাণদণ্ডই তাহাদের উপযুক্ত দণ্ড বলিয়া বিবেচিত হইলে অপরাধীদিগের মস্তকচ্ছেদন করা হইল। এইরূপ নিঃস্বার্থ স্বদেশপ্রেমিক বহুতর বীর-সন্তান রোমের ক্রোড় অলঙ্কৃত করিয়াছিল বলিয়া উত্তরকালে রোম জগতের সম্রাজ্ঞীপদে আরোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

গৃহচিকিৎসা।

সর্দ্দি সচরাচর সামান্য পীড়া। সর্দ্দি হইলে, হয় টানিয়া গেলে সারে, নয় ঝরিয়া গেলে সারে। সর্দ্দি বুকে বসিয়া যাওয়াই নানাবিধ রোগের মূল এবং ছোট শিশুর পক্ষে অনেক সময়ে সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়ায়। সর্দ্দি টানিয়া যাওয়ার অর্থাৎ সর্দ্দির উপক্রমেই আরাম হওয়ার আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহার্য্য।

১। কুমীরিকা গাছের শিকড় * ২।৩টী গোলমরীচ দিয়া বাটিয়া খাইলে সর্দ্দি আরাম হয়।

২। একটু হরিদ্রা গুঁড় ও একটু আদা বাটিয়া বড়ি করিয়া সকালে ও সন্ধ্যাকালে খাইলে সর্দ্দি আরাম হয়। ইহার পূর্ণমাত্রা ৪ রতি। শিশুদিগকে সিকি মাত্রা দিতে হইবে।

৩। (১) হুলল ফুলের পাতার রস হাত পায়ের তেলোয় ও দুই রগে দিলে সর্দ্দি আরাম হয়।

সর্দ্দি ঝরিয়া পড়াই উত্তম। সর্দ্দি ঝরাইবার আবশ্যক হইলে গরম জলে স্নান ও মিছরির জল পান করা বিধেয়।

সর্দ্দি হইলে অত্যাচার করিলে, (শীতল দুধ পান, শীতল বায়ুতে বেড়ান, ভিজাবস্ত্রে থাকা প্রভৃতি) সর্দ্দি বুকে বসিয়া নানাবিধ কাশির উৎপত্তি ও দুশ্চিকিৎস্য রোগ উপস্থিত হয়। অতএব সর্দ্দি হইলে সাবধানে থাকা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

জল-কাশী হইলে, আদা গোল গোল করিয়া কাটিয়া সৈন্ধব বা লবণ মাখাইয়া জলন্ত সলিতায় পোড়াইয়া খাইবে। ২।৩ দিন খাইলে আরাম হইবে।

সর্দ্দিতে গলায় যদি বেদনা হয়, তবে পানে করিয়া সরিষা তৈল গরম করিয়া

* কুমীরিকা লতাবিশেষ। এই লতা পল্লীগ্রামে সূতিকা গৃহেও দেওয়া হইয়া থাকে। ইহার পাকা শিকড় শিলে ঘসিলে চন্দনের মত বাহির হয়, তাহাই লইবে।

(১) এটী কেবল শিশুদিগের জন্য।

গলায় লাগাইবে। ঐ বেদনায় যদি গলার স্বর বসিয়া যায়, তবে আমের পাতায় ঐ তৈল গরম করিয়া দিবে।

গলায় যদি এমন বেদনা হয় যে ঢোক গিলিতে কষ্ট হয়,তাহাহইলে একটী বড় পান ঠোঙার মত করিয়া তাহাতে প্রদীপের শিষে জল গরম করিয়া ৩।৪ ঢোক খাইলে আরাম হইয়া যায়।

১। কাশী যদি হাঁপানির মত হয়, তবে শ্বেত আকন্দের পাতায় সরিষার তৈল গরম করিয়া রোগীর গলায় মালিস করিবে।

২। উক্ত রোগীর শ্লেষ্মা উঠাইবার আবশ্যক হইলে একটা পাত্রে ধুতুরা ছাড়াইয়া তাহাতে আগুণ দিয়া সে ধূম রোগীকে আঘ্রাণ করাইবে, তাহা হইলে শ্লেষ্মা উঠিয়া পড়িবে।

৩। তিত বেগুন (বৃহতী) ভাজিয়া রোগীকে আহার করিতে দিবে।

৪। বিছুটী পাতা ঘৃতে ভাজিয়া খাইলেও এ রোগ উপশম হয়।

৫। খানকত তেজপাতা কলিকায় রাখিয়া তাহাতে আগুণ দিয়া রোগীকে সেই ধূম পান করিতে দিবে।

সর্দ্দি হইলে অনেকের বুকে বেদনা হইয়া থাকে *। এরূপ হইলে গৃহ-চিকিৎসার উপর নির্ভর না করিয়া সুবিজ্ঞ চিকিৎসক আনিয়া দেখান কর্ত্তব্য।

সর্দ্দিবশতঃ কান কামড়ানি বা কট-কটানি হইলে একটা রশুন ছাড়াইয়া কানের ভিতর রাখিলে আরাম হয়।

বনমরীচ নামক লতার পাতা সরিষা তৈলে দিয়া তৈল গরম করিয়া কানের ভিতর ঐ তৈল দিলে আরাম হইবেক।

সর্দ্দি হইলে প্রায়ই জ্বর হইয়া থাকে, সে জ্বর সর্দ্দির আরামের সঙ্গেই আরাম হয়। যদি চিকিৎসা আবশ্যক হয়, তবে প্রথমে জোলাপ লওয়া বিধেয়। বিল্বপত্রের রস একরূপ জোলাপ। অথবা ২।৩টী লবঙ্গের সহিত ৩।৪টী হরীতকী বাটিয়া গরম জলে গুলিয়া খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে। যদি কোষ্ঠ পরিষ্কার না হয়, তবে খুব খানিকটা গরম জল খাইলে জোলাপ খুলিবে। জোলাপ খুলিলে সর্দ্দি টানিবার ঔষধ সেবন করিলে আরাম হইতে পারিবে।

জ্বরে পথ্য খই, মিছরি, রুটী ও সাগুদানা। জ্বর না থাকিলে একবেলা রুটী ও এক বেলা ভাত খাইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

* সর্দ্দিতে বুকে বেদনা হইলে বুকে আকন্দের পাতার সেক দেওয়া কর্ত্তব্য। অথবা কালিকাসিন্দা গাছের পাতা ইক্ষুচিনি দিয়া বাটিয়া প্রলেপ দিলে আরাম হইতে পারে।

রাসায়নিক কৌতুক।

১। সীসকের গাছ প্রস্তত প্রণালী—একটী কাচপাত্রে কিছু এসিটেট্ অব্ লেড জলে গুলিয়া তাহাতে দুই তিনটী দস্তার পাতের লম্বা এবং সরু টুকরা ফেলিয়া রাখিলে দুই তিন ঘণ্টা পরে দেখিবে যে পাত্রের তলায় শেহালার ন্যায় সুন্দর দানা বাঁধিয়া দস্তার পাত হইতে চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। এসিটেট্ অব্ লেড বেনের দোকানে পাওয়া যায়। ইহা শুকুলেট্ (Sugar of Lead) বলিয়া বিক্রীত হয়। ভাল করিয়া ঘরে সাজাইয়া রাখিবার জন্য প্রস্তত করিলে একটী কুইনাইনের সিসি বা অন্য কোন ফাঁদাল গলাযুক্ত সিসি লইয়া তাহার কাকের (cork) নীচে একখণ্ড দস্তার চাক্তি দিবে; পরে দুইটী বা তিনটী তামার সরু তার লইয়া, কাকের ও দস্তার চাক্তির ভিতর দিয়া সিসির ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিবে। এরূপ ভাবে দিবে যেন তারগুলি দস্তায় লাগিয়া থাকে। পরে দুই তিন পয়সার শুকুলেট্ কিনিয়া তাহা জলে গুলিয়া ঐ সিসি পূর্ণ করিয়া দিবে। দেখিও দস্তার চাক্তি যেন জলে ডুবিয়া থাকে। তিন চারি ঘণ্টা পরে দেখিবে যে এই তামার তারগুলি হইতে চারিদিকে সীসকের দানাগুলি পরস্পর সংলগ্ন হইয়া বিচিত্র আকার ধারণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে। সীসক ভিন্ন অন্য ধাতু হইতেও এইরূপ সুন্দর দানা পাওয়া যায়। নাইট্রেট্ অব্ সিল্‌ভার জলে গুলিয়া তাহাতে পারা ফেলিয়া দিলে এইরূপ "রূপার গাছ" প্রস্তত করা যাইতে পারে।

২। বাজী—একটী হাঁসের ডিম লইয়া তাহার এক স্থানে একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া তাহার ভিতরের যাহা কিছু বাহির করিয়া লও। এই খোলাটী শুকাইয়া টেবিলের উপর রাখ। পরে একটী কাচদণ্ড ও এক টুকরা ফ্লানেল লও। এই দুইটী দ্রব্যকে গরম কর এবং এই কাচদণ্ডটী ফ্লানেলে উত্তমরূপে ঘসিতে থাক। কিছুক্ষণ পরে ঐ কাচদণ্ডটী হাঁসের ডিমের খোলাটীর অতি নিকটে লইয়া গেলে খোলাটী কাচদণ্ডের দিকে সরিয়া আসিবে। কাচদণ্ডটী আস্তে আস্তে যত সরাইবে, ডিমের খোলাটীও তত তাহার দিকে সরিয়া যাইতে থাকিবে।

৩। একখানি রবারের চিরুণি (যাহা মেয়েরা মাথায় দেয়) বা অন্য কোন রবারের জিনিষ ফ্লানেল দিয়া খুব ঘসিলে তাহাতে তাড়িত উৎপন্ন হয়। কুচা কাগজ, রোম বা নরম পালকের নিকট সেই রবারের জিনিষ ধরিলে তাহার টানে তাহার উপর লাফাইয়া আসিয়া পড়িবে।

তুরস্ক নারী।

আমাদিগের দেশে যেমন অন্তঃপুর ও বহির্বাটী আছে, তুরস্ক দেশেও সেইরূপ আছে। অন্যান্য মুসলমান-রাজ্যেও এইরূপ বন্দোবস্ত। অন্তঃপুর প্রথা ভাল কি মন্দ সে বিষয়ের এস্থানে অলোচনা হইতেছে না। ইহা ভালই হউক বা মন্দই হউক আমরা যে ইহা মুসলমানদিগের নিকট হইতে পাইয়াছি, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রাচীন হিন্দুরমণী অবরোধবাসিনীও ছিলেন না, এরূপ অবগুণ্ঠনবতীও ছিলেন না। তাঁহারা বিদ্যাবতী, লজ্জাবতী ও অন্যান্য সদ্‌গুণবতী ছিলেন। লজ্জাই নারীর প্রধান গুণ,লজ্জাই নারীর অমূল্যনিধি, এই গুণে যিনি গুণবতী, তিনিই পরম গুণবতী, পরম সুন্দর। বর্ত্তমান সময়ের বামাগণ অন্য কোনও বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হউন বা না হউন,এই এক রত্ন তাঁহাদিগের নিকট হইতে পাইয়াছেন বলিয়াই তাঁহাদিগের অদ্যাপিও এত গৌরব; এখনও ইহারই দ্বারা সংরক্ষিত হইতেছেন, এখনও তাঁহারা ইহা পাইয়াছেন বলিয়াই স্ব স্ব জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল করিতেছেন। তুরস্ক নারীদিগেরও বেশ লজ্জাশীলতা আছে। হিন্দু বালিকার মুখে যখন স্তন্যের গন্ধ, তখন হইতে বৈবাহিক কার্য্যপ্রণালী অনুকরণ করিয়া অবগুণ্ঠনবতী হইয়া সে ভাবী জীবন অভিনয় করিতে শিক্ষা করে। ইহাকেই বলে পুতুল খেলা, ইহাকেই বলে বৌ বৌ খেলা, রাঁদীবাড়ী খেলা অর্থাৎ স্বহস্তে রন্ধন করিয়া অন্ন ব্যঞ্জনাদি স্বহস্তে পরিজনকে, জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধবকে, আহুত বা অনাহুত আগন্তুক অতিথি দেবতাকে পরিবেশন করা। একদিকে যেমন মাতৃত্বের দায়িত্ব, অপরদিকে তেমনি পরিণীত জীবনের পরম সুখ, একদিকে যেমন কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের দায়িত্ব, অপরদিকে তেমনই আতিথ্য-সৎকারজনিত পরম ধর্ম্মলাভে মোক্ষফল লাভ করে। একজন সুবিখ্যাত ইংরাজ গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন যে, নারীর গৌরব শুদ্ধ মাতৃত্বে। একথার মূলে যে অমূল্য সত্য আছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রে অবগত আছেন। অস্মদ্দেশীয়া বালিকাদিগের মত তুরকদেশীয় বালিকারাও ক্রীড়াচ্ছলে আপনা আপনি ভাবী জীবনের শিক্ষা ও দূরদর্শন লাভ করে। ইংরাজ-বালিকা কি বালিকা নয়? ইহারাও ত পুতুল লইয়া খেলা করে, মাতৃত্ব ও ও বৈবাহিকত্বের দায়িত্ব বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে? করে সত্য, প্রভেদ এই অধুনাতন প্রাচ্য মহিলাগণ মনে করেন যে, বিবাহই যেন নারী-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, পাশ্চাত্য মহিলাগণ তাহা ভাবেন না। তাঁহারা জানেন যে, ইহা অন্যতম উদ্দেশ্য, ইহার সহিত অন্যান্য মহদুদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট আছে, সেগুলিও

কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। ভাল ঘরে বিবাহ হইবে বলিয়া তুরস্ক বালিকাকে লেখা পড়া শিখিতে হয়। পিত্রালয় তাহার শিক্ষালয়। বিবাহের পর সে শ্বশুরালয়ে অত্যন্ত অনিচ্ছা ও দুঃখে গমন করে। এই সকল বিষয়েই আমাদিগের বালিকাগণের সহিত তাহাদিগের মিল আছে। তুরস্ক সমাজে নারী সম্মানিত হইয়া থাকেন। স্ত্রীলোক পুরুষকে ঘরে বাহিরে যথোচিত ভর্ৎসনা করিতে পারেন, কিন্তু পুরুষ কখনই স্ত্রীলোককে ভর্ৎসনা করিতে পারেন না, করিলে পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া দণ্ডিত হয়। তুরুস্কনারী অলস থাকিতে পায় না। লেখা পড়া, বাদ্য, চিত্র, বুটীতোলা; সেলাই, পোষাক তৈয়ারি করা—রন্ধন, গৃহাদি মার্জ্জনী দ্বারা পরিষ্কার রাখা, বস্ত্রাদি ইস্ত্রি করা—এইগুলি তাহাকে শিক্ষা করিতে হয়।

শিশু সন্তানের প্রতি মাতার কর্ত্তব্য।

(গতবারের শেষ)

শিশুদের যখন কথা বলিবার শক্তি জন্মে, তখন শিশু আধ আধ বোলে জননীর নিকট "মা! এটা কি, ওটা কি?" ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন করিয়া থাকে। সে সময় মাতা ঐ বস্তুর যথার্থ নাম ও বিষয় গোপন করিয়া শিশুর কৌতুক জন্মাইবার জন্য কোনও কাল্পনিক বিষয়ের উল্লেখ করিবেন না, কিম্বা "কি জানি বাপু! আমি তোমার সহিত আর বকিতে পারি না" বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিবেন না। শিশু যদি সান্ধ্য মেঘের লোহিত বর্ণ দর্শন করিয়া মাতার নিকট জিজ্ঞাসা করে "মা, ও কি?" মাতার উচিত, "বুড়ি সিন্দুর মেলিয়া দিয়াছে" না বলিয়া অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের কিরণ মেঘে প্রতিফলিত হইয়াছে, তাই মেঘ লাল হইয়াছে" বলা। শিশুদের নিকট মন্দ বিষয় গোপন করিয়া কেবল ভাল বিষয় সর্ব্বদা বলাও উচিত নহে, কেন না সংসারে যখন ভাল মন্দ দুই আছে, আর শিশুগণও সেই সংসারক্ষেত্রের কর্ম্মচারী, তখন একদিন না একদিন মন্দকে জানিতে পারিবে; তখন সেই মন্দের ফল না জানিয়া হয়ত উহাতে লিপ্ত হইবে, তজ্জন্য যেটি মন্দ কার্য্য তাহার বিষয় গোপন না করিয়া উহার অপকারিতা বুঝাইয়া দিয়া ঐ কার্য্যের প্রতি শিশুর ঘৃণা জন্মাইয়া দিবেন। এক কথায় যাহাতে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা যায়, এমন সমস্ত কার্য্যে সন্তানের প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেওয়া মাতার উচিত। কুসঙ্গ হইতে সন্তানকে দূরে রাখাও মাতার একটী প্রধান কর্ত্তব্য। যে

বালক কুসংসর্গে থাকে, তাহাকে উপদেশ দাও, প্রিয় বস্তু দাও, মিষ্ট বাক্য বল, আর গালি দাও, প্রহার কর, বা অন্যান্য প্রকার শাস্তি দাও, কিছুতেই তাহাকে বশে আনিতে পারিবে না। শাস্তি ও উপদেশের ফল ক্ষণস্থায়ী, তাহাকে আবার ঐ কুসঙ্গ ধরিবে, অমনি উহা চলিয়া যাইবে।

নূতন সংবাদ।

১। ১০ই নবেম্বরের ফরাসী রাজকীয় টেলিগ্রাফে প্রকাশ যে ফরাসীরা ডাহোমীয়দিগের রাজধানী কানা অধিকার করিয়াছে। ঘোরতর যুদ্ধ হয়, দেশীয় স্ত্রীসৈন্য দলও স্বদেশপ্রেমে মাতিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু প্রবলের হাতে হতভাগ্য আফ্রিকজাতির স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল।

২। হাবড়া পঞ্চাননতলা নিবাসী বাবু ক্ষীরদচন্দ্র পাল হাবড়া তেলকুল ঘাটে লৌহ সিঁড়ী সহিত একটী চাঁদনী নির্ম্মাণার্থ পোর্ট কমিসনরদের হস্তে ১৩০০০৲ টাকা দিয়াছেন।

৩। কাকিনিয়ার রাণী শ্রীমতী মনোমোহিনী চৌধুরাণী স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাসাগর স্মৃতিচিহ্ন ফণ্ডে ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

৪। গবর্ণর জেনারল ভূপাল দর্শন করিয়া তথাকার বেগমের প্রতি খুব সৌজন্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

৫। নদিয়ার দানশীল জমীদার বাবু নফরচন্দ্র পাল কৃষ্ণনগর হাঁসপাতালে স্ত্রীলোকদিগের একটী গৃহ নির্ম্মাণার্থ ২০০৲ টাকা দিয়াছেন।

৬। বরদার গুইকুমার আপনার রাজ্য মধ্যে আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন যে পুত্র কন্যার বিবাহে ২০০৲ টাকার অধিক যৌতুক কেহ প্রদান করিতে পারিবেক না। বঙ্গদেশে কি এরূপ কোন ব্যবস্থা হইতে পারে না?

৭। সে দিন পিও কোম্পানীর জাহাজ চিনের সমুদ্রে ভগ্ন হইয়াছে, গত ২৭শে অক্টোবর আবার গ্রাহাম কোম্পানীর রুমানিয়া জাহাজে লিসবনের অনতিদূরে ভগ্ন হইয়া ১৭২ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। নবগ্রাম—জনৈক বঙ্গ মহিলা প্রণীত, মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। পুস্তকখানির লেখা সরল ও বিশুদ্ধ হইয়াছে এবং গল্পটী সুপ্রণালীবদ্ধ। ইহাতে কয়েকটী সুন্দর চিত্র এবং অনেকগুলি দৃষ্টান্তচ্ছলে উপদেশ আছে।

একজন বঙ্গ মহিলা এরূপ মনোজ্ঞ উপন্যাস লিখিতে পারেন, ইহা সামান্য প্রশংসার বিষয় নহে।

২। মনোরমার গৃহ—শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৸০ আনা। সুভর্ত্তা ও সুভার্য্যা মিলিত হইয়া কেমন করিয়া সুখের ঘর সংসার করিতে পারেন এবং তাঁহাদের দৃষ্টান্তে অসৎ পতি ও পত্নীও কেমন করিয়া ভাল হইতে পারে ইহাতে তাহা সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। লেখক সাহিত্য সংসারে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার লেখা বেশ সরস এবং বর্ণনা হৃদয়গ্রাহিণী। পাঠক পাঠিকাগণ বর্ত্তমান গ্রন্থখানি পাঠে পুলকিত ও উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই।

৩। সাধনা—শ্রীযুক্ত বাবু সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত। ইহার বয়স এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। প্রবন্ধের বৈচিত্র, ভাষার মাধুর্য্য, চিন্তার গাম্ভীর্য্য ও মুদ্রাঙ্কণাদির পারিপাট্য সকল বিষয়েই সাধনা প্রশংসার্হ। এরূপ পত্রিকার দীর্ঘ জীবন আমরা প্রার্থনা করি।

বামারচনা।

অভিনন্দন।

(আলো ও ছায়া-প্রণেত্রীর প্রতি)

আধেক রয়েছে রাতি,
আধেক জেগেছে উষা,
আধেকে আঁধার বাস,
আধেকে কনক ভূষা!
আধ গীতি গা'য় পাখী,
আধ ফোটে বেলি ফুল,
স্বরগ মরত আধ,
চিনিতে আঁখির ভুল!
আকাশে অমরী-কণ্ঠ
আধ আধ শোনা যায়,
আধ সে আঁচল খানি
লুটিছে সুমেরু গা'য়!
জগত ভরিয়া গেছে
আধ আলো আধ ছায়া,
কে হেন মোহিনী মেয়ে
কার এ মোহিনী মায়া?

কার এ মধুর বীণে
মন্দাকিনী উথলিল,
কার এ পাপিয়া আসি
অকালে ঝঙ্কার দিল?—
জানিনে নারী কি দেবী,
জানিনে কাছে কি দূরে,
তবু ডাকি—একবার
এস কাঙ্গালের পুরে!
উঠিছে পুরবাকাশে
তোমারি পুরবী তান,
মরমে পশিছে মোর
শিহরি আসিছে প্রাণ!
জাগিয়া স্বপনে শুনি
তোমারি মধুর বাঁশি,
মনে মনে পূজি নিতি,
প্রাণে প্রাণে ভালবাসি!

প্রিয়-প্রসঙ্গ-রচয়িত্রী।

The Bamabodhini Patrika.

The Duchess of Teck takes great interest in the cause of the needlework guild, whose object is to benefit the workers and the recipients of the work. Last year alone 250,000 articles were produced. A great many poor people are thus clothed. Patience, perseverance, industry and sympathy were all encouraged by the guild, which was thus a benefit to work. Many a gentle lady, especially, widows not in good circumstances, might be helped to earn a decent livelihood if such a guild were established in our own country. We throw out this suggestion to our readers.

October is the time when all the colleges in England re-open after the long holidays. It is astonishing to find the number of opening and other scholarships in Arts, Literature and Science thrown open to the women in various places of learning in London, Cambridge and Oxford. Private citizens, the Queen herself, and different guilds vie with each other in encouraging higher education among women in England. Thus year by year the scholarships increase, bringing into the field proportionately a greater number of women to compete for them. We may well follow the example of giving such liberal aid towards encouraging the higher education of women.

According to the official French despatches of the 10th instant, the French forces have captured the sacred Dahomyan city of Kana after hard fighting, in which the French lost fifty men in killed and wounded.

The gratest English singer poet Tennyson has 'crossed the bar' in his 83rd year. In his journey heavenward, his immortal spirit left the mortal remains at midnight, when there was no artificial light in the room but the moon shining in his face, emphasising in his own words: "Twilight and Evening Bell and after that the dark! And may there be no sadness of farewell when I embark."

He was buried in the Poets corner, beside Browning in the Westminster Abbey, where religion, science, statesmanship, arts, law, medicine were represented by the leading lights of the respective branches. All English knowing people will always remain under obligation to Tennyson for his highly elevating poetical writings. His spirit will always live with us to teach us toprepare to embark for a better world.

The following words taken from the "Princess" sum up Tennyson's view of woman's position :—

"The woman's cause is man's: they rise or sink
Together, dwarf'd or godlike, bond or free.

* * *

If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ?"

Miss Eckermann, a lady missionary, is now on a visit to Calcutta to further the good cause of temperance. She is a member of the Women's Christian Temperance Union. We wish her all success in the noble cause for which she has been working.

The people, the sovereign of Spain, and all the representatives of European and American nations were celebrating

the fourhundredth anniversary of Columbus's sailing on Oct. 12 last, from Huelra, to discover America. The Great Western nations, in the course of the last 400 years, have made great progress in all that make people happy,— in religion, education and in material improvement, and the land where they dwell, was discovered by the genius and single-handed efforts, amidst trials, of one man. Italy where the great discoverer was born, and Spain, whose Queen helped Columbus with ships, may well be proud of Columbus.

We think our education complete when we leave the schools and colleges, and forget that we can improve our minds always by further learning the arts and sciences. In England by the establishment of Polytechnics and by the university extension lectures, people are being more cultured than they were before. It would be worth while to have evening lectures and examinations conducted in connection with them in our country.

The Demorest's Family Magazine for October records the following good news about the work of women :—

There are 56 women medical missionaries in China.

Miss Emily Dickson of Dublin, lately took the highest honours at the Royal University of Ireland, far outstripping all the young men. She is a Dublin girl, the daughter of a member of Parliament.

Miss Phillippa Fawcett, who had the honor, two years ago, at Cambridge University, of ranking "Above the Senior Wrangler" has been appointed by the Council of Newnham College a Resident Mathematical Lecturer. After her brilliant successes she was awarded the Marian Kennedy studentship, and has been living at Newnham while engaged in research work in the Cavendish Laboratory, and quite recently she has been elected to a Fellowship at University College, London.

Alma Atkinson, a fourteen-year-old girl of Albany N. R. has designed a set of spoons especially intended for birthday souvenirs. Each spoon-handle indicates the month for which it is named.

Liliokaliani, Queen of the Sandwich Islands, is so ardent a temperance advocate that she will have no wines or spirituous liquors at her dinners or receptions; and she pays the license for a coffee-house opened in her capital city by the Women's Temperance Union.

We are glad to see that the Lucknow Women's College and the High School for girls are making great strides in the advancement of female education under the Principalship of Miss Thoburn. The Lieutenant Governor of N. W. Provinces was much pleased with the visit that he made to the College on the 3rd instant. Some of the pupils have passed creditably the B.A. and the M.B. Examinations. We wish the College all success in its good work.

Lakshmi Bai of the tailor caste, alleged to have been 120 years old, is reported to have died at Darjeepetta in Bangalore. She often recounted incidents connected with the troublesome times of Tippu Sultan.—*Indian Union.*

A Natural Barometer.—One of the most curious stones in the world is found in Finland, where it occurs in many places. It is a natural barometer, and actually foretells probable changes in the weather. It is called "semakuir." and turns black shortly before approaching rain, while in fine weather it is mottled with spots of white. For a long time this curious phenomenon was a mystery, but an analysis of the stone shows it to be a fossil mixed with clay and containing a portion of rock-salt and nitre. This fact being known, the explanation was easy. The salt, absorbing the moisture, turned black when the conditions were favourable for rain, while the dryness of the atmosphere brought out the salt from the interior of the stone in white spots on the surface.—*I bid.*

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৩৫ সংখ্যা। } অগ্রহায়ণ ১২৯৯—ডিসেম্বর ১৮৯২। { ৫ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কন্‌গ্রেস্‌—আগামী কন্‌গ্রেস্‌ বা জাতীয় মহাসভা এলাহাবাদে হইবে, ইহার জন্য বিশেষ আয়োজন হইতেছে।

স্বর্ণ-রৌপ্য-বস্ত্র — সুমাত্রা দ্বীপ-বাসিনী রমণীরা খাঁটি সোণা ও রূপা গলাইয়া যে সূত্র নির্ম্মিত হয়, তাহাতে কাপড় বুনাইয়া পরিধান করেন। ইহা না কি বড় ঠাণ্ডা, কিন্তু ইহাতে মাথা গরম না হইলে ভাল।

নরবলী—মান্দ্রাজের গাঞ্জাম জেলার কোন ব্যক্তি কালীপূজা করিয়া নরবলী দেয়। সেসন জজ যোজেফ সাহেবের বিচারে অপরাধীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষে দান—জয়নগরের দুর্ভিক্ষে পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ১০০৲, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৲, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ ১০০৲, ভারতসভা ২০০৲, কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক ১০০৲ এবং আরও অনেক মহাত্মা অনেক চাঁদা দিয়াছেন। বেথুন কলেজের ছাত্রীরা প্রায় ৩০৲ টাকা তুলিয়া দিয়াছেন। ময়মনসিংহের দুর্ভিক্ষে রাজা সূর্য্যকান্ত চৌধুরী প্রভৃতি জমিদার-গণ অনেক টাকা দিয়াছেন। মেদিনী-পুরের দুর্ভিক্ষে মহিষাদলের ও নাড়া-জোলের রাজা ২০০৲ টাকা করিয়া দান করিয়াছেন।

জুরিপ্রথা বিলোপ — ছোটলাট গেজেটে এক বিজ্ঞাপন দিয়া বাঙ্গালীর কয়েকটী প্রধান জেলা হইতে জুরীপ্রথা

রহিত করিয়াছেন, ইহাতে দেশব্যাপী আন্দোলন উঠিয়াছে। ছোটলাট এরূপ অকার্য্য করিয়া সাধারণের নিন্দার্হ হইয়াছেন।

স্ত্রীশিক্ষা।

আজি কালি কার্য্যতঃ যে রকম ফলই হউক, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সে বড় শুভ উদ্দেশ্য, বড় মহদুদ্দেশ্য। প্রাচীন বঙ্গমহিলাগণের অবস্থা আলোচনা করিলে এবিষয় সহজে অনুভূত হইবে।

পঞ্চাশ বৎসর আগেকার কথা বলিতেছি, তখনকার দিনে গৃহকর্ম্ম শিক্ষার নামই "স্ত্রীশিক্ষা" ছিল। তখনকার বালিকারা খেলা ঘরেই গৃহকর্ম্মের অভিনয় করিত, অনেক ব্রত নিয়মাদিতে গার্হস্থ্য তত্ত্ব শিখিতে পাইত, অভিভাবিকা আত্মীয়ারা যাহাতে বালিকাগণ গৃহকর্ম্মে নিপুণতা লাভ করিতে পারে, সেই বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দিতেন। এই সকল কারণে বঙ্গমহিলাগণ গৃহকর্ম্মে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিতেন। সে সময়ে বার বছরের মেয়েটী সংসারের ভার গ্রহণ করিলেও সাংসারিক কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে চলিত। এই গার্হস্থ্য শিক্ষার সহিত তাঁহাদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস, দয়া, সহিষ্ণুতা, সেবাপরায়ণতা, শ্রমশীলতা ও নিরলসতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকলও বিকাশ পাইত। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বাঙ্গালি জাতি বহু পরিজন সহিত একান্নভুক্ত থাকিতেন; এই একান্নবর্ত্তিতার গুণে বঙ্গমহিলাগণ দয়া, সেবাপরায়ণতা, শ্রমশীলতা প্রভৃতিতে বিশেষ অভ্যস্ত হইতেন। গৃহকর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করাই তখন নারীজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তাই তখন বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে অন্নপূর্ণা বিরাজমানা ছিলেন। আপন পর বিবেচনা নাই, যে কেহ বিপদে পড়িয়া আশ্রয় চাহিত, যে কেহ রোগাদিতে কাতর হইত, বঙ্গগৃহলক্ষ্মীগণের মাতৃস্নেহ তাহারই উপরে শতধারায় পড়িত। অতিথি সেবার জন্যে তাঁহারা "মুখের গ্রাস" দিয়া সন্তুষ্টমনে উপবাস করিতে পারিতেন। বড় লোকের স্ত্রী হইলেও সন্তুষ্টমনে গৃহের নীচকর্ম্ম সকল স্বহস্তে করিতে লজ্জিতা হইতেন না। তাঁহাদের এই রকম কত মহত্ত্বের পরিচয়ই পাওয়া যায়।

আমাদিগের দুর্ভাগ্য, তাই সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে, এত গুণ সত্ত্বেও সেই শ্রদ্ধেয়া মহিলাদিগের জীবন একদিকে বড় অসম্পূর্ণ ছিল।—সে দোষ তাঁহাদের নহে, তাঁহাদিগের সময়ে যাঁহারা সমাজের নেতা ছিলেন, তাঁহাদিগের ত্রুটি বশতঃই এরূপ হইয়াছিল। স্বার্থপরতার অধীনে থাকিয়া শারীরিকী,

মানসিকী এবং নৈতিকী বৃত্তি সকল উপযুক্তরূপে পরিস্ফুট করাই মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই তিন শ্রেণীস্থ কোনও বৃত্তি অননুশীলিত থাকিলে সমগ্র জীবনই অপূর্ণ থাকিয়া যায়। শারীরিকী বৃত্তি সকল উপযুক্তরূপে পরিচালনা করিয়া মানব সুস্থ, বলিষ্ঠ ও শ্রমশীল হইয়া থাকে। মানসিকী বৃত্তি পরিচালনা করিয়া জ্ঞানী, হিতাহিত-বিবেচক এবং বিদ্বান্ হইয়া থাকে। আর নৈতিকী বৃত্তি পরিচালনার ফলে মানব ধার্ম্মিক, সংযতেন্দ্রিয়, পরোপকারী প্রভৃতি হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ বৃত্তির পরিস্ফুটনই মানব জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। দুরদৃষ্ট ক্রমে বঙ্গীয় প্রাচীন মহিলাদিগের শারীরিকী ও নৈতিকী শিক্ষা যে রকম হইত, মানসিকী শিক্ষা সে রকম কিছুই হইত না। কোন্ পথ্য সুপথ্য, কিরূপ নিয়মে চলিলে শরীর সুস্থ থাকিবে, প্রাচীনা মহিলাদিগকে অনেক সময়ে শাস্ত্রবচন, দেশাচার প্রভৃতি দ্বারা সে শিক্ষা দেওয়া হইত। শিশু চিকিৎসায় তাঁহারা যে বিশেষ অভিজ্ঞ, এ কথা বিশেষ করিয়া বলা বাহুল্য মাত্র। ধর্ম্মনীতিতেও তাঁহাদিগের ভক্তি বিশ্বাস, দয়া সহিষ্ণুতা, রমণী মাত্রেরই শিক্ষণীয়। কিন্তু মানসিকী শিক্ষা অভাবে মানবের বুদ্ধিবৃত্তি সকল পরিস্ফুট হওয়া দুঃসাধ্য। বুদ্ধিবৃত্তি অভাবে মানবের মনুষ্যত্ব নিস্তেজ হয়। কর্ত্তব্যজ্ঞান, হিতাহিতবিচার, পরিণামদর্শিতা, এ সকলই বুদ্ধিবৃত্তি বা জ্ঞানার্জ্জনী শক্তির কার্য্য। লেখা পড়া সেই বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের প্রধান সহায়। লেখা পড়া শিখিয়া মানব, শরীর মন ও আত্মার উন্নতি সাধন করিতে পারে, লেখা পড়া শিখিয়া মানব সকল প্রকার কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করিতে পারে, লেখা পড়া শিখিয়া মানব নিজের, নিজ পরিবারের এবং সমাজের অশুভ বিষয় পরিত্যাগ ও শুভকর বিষয় গ্রহণ করিতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রাচীনা মহিলাগণ সকলেই প্রায় নিরক্ষরা ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী বা রাণী রাসমণির মত মহাপ্রাণা রমণীগণের পক্ষে না হউক, সাধারণ মহিলাগণের পক্ষে এই নিরক্ষর অশিক্ষিত অবস্থা শোচনীয় অবস্থা। এই জন্যেই তাঁহাদের ধর্ম্মভাবের সহিত কুসংস্কার, সরলতার সহিত নির্ব্বোধতা, সহিষ্ণুতার সহিত কলহপ্রিয়তা, চন্দ্রে কলঙ্ক রেখাবৎ প্রতীয়মান হয়। এতভিন্ন লেখা পড়া অভাবে বিদেশস্থ আত্মীয়কে একখানি পত্র লিখিবার জন্য অথবা বিদেশস্থ আত্মীয়দিগের লিখিত পত্র পড়াইবার জন্য, সাংসারিক আয় ব্যয়ের হিসাব, দুগ্ধ প্রভৃতির হিসাব, ধোপার কাপড় ইত্যাদির জন্য তাঁহাদিগকে যে কি দারুণ অসুবিধা ভোগ করিতে হইত, তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। সেই অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রীর বরপুত্রীদিগকে যদি

সরস্বতীর সহিত ভালরকম পরিচিত করা হইত, তাহা হইলে বঙ্গগৃহে অনেক সুখ শান্তি পাওয়া যাইত! বঙ্গ মহিলাগণ অনেক অংশে জীবনের পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইতেন।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াই বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তক মহাত্মাদিগের বিশ্বাস ছিল, বঙ্গীয় রমণীগণ লেখা পড়া শিখিয়া সকল প্রকার কুঅভ্যাস, কুসংস্কার ও কদাচার অতিক্রম করিবেন। বুদ্ধিবৃত্তি সুমার্জ্জিত ও চিন্তা শক্তি পরিস্ফুট হইলে তাঁহারা নিজেদের, নিজ নিজ গৃহের এবং প্রতিবাসিনীদিগের কল্যাণকর কার্য্যে প্রবৃত্তা হইবেন। অন্ধ ভক্তি, অন্ধ বিশ্বাস, পতিবশীকরণ ঔষধ, পরের সর্ব্বনাশ করিয়া মৃতবৎসার শিশু রক্ষা, স্বজাতীয়দিগের সহিত একত্র হইলে পরনিন্দা, পরকুৎসা, কলহ, অথবা ভাত তরকারী বিষয়ক গল্প, মিসি দিয়া উল্কি দিয়া দেহ চিত্র বিচিত্র করা প্রভৃতি দোষগুলি নারীজীবন হইতে (লেখা পড়া শিখিলে) একেবারে দূর হইবে। যাহারা (অবরোধবাসিনী হইলেও) সমাজের অর্দ্ধাংশ স্বরূপ, তাহারা এরূপ অজ্ঞান ও মূর্খজনোচিত কার্য্যে রত থাকিলে সমাজের উন্নতি অসম্ভব। সুশিক্ষা পাইলে—লেখা পড়া শিখিতে পারিলে বঙ্গ মহিলাগণ প্রকৃত জীবন লাভ করিবে, তাহাতে কেবল বঙ্গ গৃহ নহে—বঙ্গ সমাজও উন্নতিপথে অগ্রসর হইবে, এই বিশ্বাস কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া সেই সকল মহাশয় ব্যক্তি স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তন করেন। যাঁহারা আজি কালি স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ও উন্নতির জন্য চেষ্টিত, তাঁহাদিগের অনেকের উদ্দেশ্যও যে অন্যরূপ নহে একথা বলা বাহুল্য মাত্র।

এই শুভ উদ্দেশ্য, মহদুদ্দেশ্য কাজে কি রকম হইতেছে, তাহা বুঝিতে হইলে বর্ত্তমান বঙ্গ মহিলাদিগের অবস্থা আলোচনা করা আবশ্যক। আমরা যথাসাধ্য তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিব।

উচ্চ-শিক্ষাপ্রাপ্তা কৃতবিদ্য মহিলাগণের কথা আমাদিগের অনালোচ্য। সাধারণ মহিলাগণ লেখা পড়া শিখিয়া কতক দূর কদাচার অতিক্রম করিয়াছেন। বিদেশস্থ আত্মীয় স্বজনদিগকে পত্রাদি লিখন, ও তাঁহাদের প্রেরিত পত্রাদি পঠনের অসুবিধাও দূর হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অনেক স্থলে সংসারের আয় ব্যয়ের দৈনিক হিসাব, দুগ্ধ ও ধোপার কাপড়ের হিসাব বঙ্গ মহিলাদিগের হস্তে রহিয়াছে। উল্কি, মিসি, পতিবশীকরণ ঔষধ, মৃতবৎসার পরের সন্তানের অনিষ্ট কামনা প্রভৃতি অনেক স্থলে বঙ্গ মহিলা পরিত্যাগ করিয়াছেন। বঙ্গদেশে সাধারণতঃ স্ত্রীশিক্ষার উৎকৃষ্ট ফল এই পর্য্যন্ত।

কিন্তু আজি কালি বঙ্গ মহিলাগণের অনেকগুলি দুর্নামও শুনা যায়। অনেকের—বিশেষতঃ রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের বিবেচনায় সেগুলি স্ত্রীশিক্ষা-জনিত দোষ। দোষগুলি এই রকম—

এখনকার মেয়েরা বড়ই ছুর্ব্বিনীতা, স্বার্থ-পুরায়ণা ও বিলাস-প্রিয়া হইয়া উঠিয়াছে। সে কালের মহিলাগণের বিদ্যা বুদ্ধির ক্রটি থাকিলেও তাঁহারা বিনীতা, ভোগ বিলাস-বিরতা ও গৃহ-কার্য্যে সুদক্ষা ছিলেন। তাঁহাদিগের স্বভাবের মধুরতায় ও গৃহিণীপনার নিপুণতায় বঙ্গ গৃহে অনেক সুখ শান্তি মিলিত। এখনকার দিনে মেয়েরা বিদ্যা বুদ্ধি উপার্জ্জন করিতেছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের যাহা নিজস্ব সম্পত্তি, সেই বিনয়, দয়া, গৃহকর্ম্মানুরাগ, শ্রম-শীলতা প্রভৃতি হইতে বঞ্চিতা হইতেছেন। ঘরে ঘরে কেবলই অলসতা, বিলাসিতা, স্বার্থপরতার ছড়াছড়ি। "স্বামীর চাকরি হইবে, স্বামীর সহিত কর্ম্মস্থানে যাইব, শাশুড়ী ননদিনীদিগের হাত এড়াইয়া রাঁধুনী, চাকরাণী প্রভৃতির উপরে সম্রাজ্ঞী হইব" ইহাই ইহাঁদের চরম সুখেচ্ছা। গার্হস্থ্য ধর্ম্মে অনুরাগ নাই বলিয়া এখন বঙ্গ গৃহে প্রায়ই দেখা যায়, ক্ষুধার সময়ে তৃপ্তিজনক আহার্য্য মিলে না, রোগের সময়ে বুকভরা স্নেহের শুশ্রূষা মিলে না, অশান্তির সময়ে কোমলতা মাখা মধুর ব্যবহার মিলে না, সকল দিকেই দারুণ অভাব। স্ত্রী শিক্ষায় লাভের অপেক্ষা ক্ষতিই বেশি, কারণ বঙ্গবাসীর যে টুকু গার্হস্থ্য সুখ ছিল, স্ত্রী শিক্ষার জন্য তাহাও গেল।

আমাদের দুর্ভাগ্য, তাই "এ সকল কথা কখনই সত্য নহে" এমন কথা বলিতে পারিলাম না। কিন্তু এ সকল দোষ স্ত্রীশিক্ষা হইতে যে উৎপন্ন হইয়াছে, এ বিষয় "সত্য" বলিতে কখনই পারিব না। যিনি বর্ত্তমান রমণীগণের অবস্থা বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিবেন, তিনি দেখিতে পাইবেন, এ সকল দোষের মূল কারণ দুইটী; একটী বঙ্গবাসীর পাশ্চাত্য "সভ্যতার" অনুকরণ দ্বিতীয়টী (স্ত্রীশিক্ষা ভ্রমে) অনুপযোগী শিক্ষার অবতারণা। এই দুইটী কারণেই বঙ্গ মহিলাগণ নিজস্ব সম্পত্তি হারাইতে বসিয়াছেন— স্ত্রী শিক্ষা কোনও দোষে দূষিত নহে। আমরা সংক্ষেপে এই কারণ দুইটী দেখাইতেছি, ভরসা করি ইহাতে অনেক নারী চরিত্র-বিকৃতির হেতু বুঝিতে পারিবেন। (ক্রমশঃ)

কুমারী জেনী এঃ একারম্যান্।

গত ভাদ্র ও কার্ত্তিক মাসের বামা-বোধিনীতে আমরা এই মহিলার বিষয় এক একটু উল্লেখ করিয়াছি। পূর্ব্বে যেরূপ প্রতিশ্রুত ছিলাম, তদনুসারে ইহার জীবনী এবার বিবৃত হইতেছে।

আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের অন্তর্গত

বোষ্টন নগরে কুমারী জেসী এঃ একারম্যান্ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তথায় প্রথমতঃ অত্যাবশ্যক বিষয়গুলিতে শিক্ষালাভ করিয়া আইন ও ধর্ম্মশাস্ত্র বিশেষরূপ অধ্যয়ন করেন। প্রাচ্য দেশ সমূহে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে স্ত্রীজাতির আইন শিক্ষার কথা উত্থাপিত হইলে অনেকে আশ্চর্য্য বোধ করিবেন যে, স্ত্রীলোকের আবার আইন শিক্ষা কি, ইহার উপকারিতাই বা কি? তাঁহারা ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারেন না, এজন্য এ কথা এস্থলে একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতে প্রয়াস পাইলাম। প্রাচ্য দেশের কথা দূরে থাকুক, য়ুরোপ খণ্ডের সুসভ্য দেশসমূহে, এমন কি ইংলণ্ডেও স্ত্রীজাতির মধ্যে আইন অধ্যয়ন করিবার প্রথা নাই, যেহেতু ইহার উপকারিতা বিষয়ে সুসভ্য ইংরাজগণও সন্দিহান আছেন। ইংরাজেরা যাহাই বলুন না কেন, উঁহারা অনেক বিষয়ে স্ত্রীলোককে উচ্চ অধিকার দিতে প্রস্তুত নহেন; কিন্তু আমেরিকা তাহা দিয়া থাকেন। আমেরিকীয়গণ যেমন নারীকে আইন অধ্যাপনা করান,সেইরূপ কোনও নারী আইনাভিজ্ঞা হইলে উকিল ব্যারিষ্টার ও জজের পদ প্রদান করিতে কোনও মতে কুণ্ঠিত হন না। কুমারী একারম্যান্ তজ্জন্য আইনশিক্ষা করেন। আমাদিগের দেশের শিক্ষিতা মহিলাগণ যে ধর্ম্মমতাবলম্বিনী, সেই মত প্রতিপাদ্য ধর্ম্মপুস্তক সকল সম্যক্‌রূপ অধ্যয়ন করেন না। এটি এক মহাদোষ। পাশ্চাত্য দেশসমূহে তাহা নয়। তথাকার শিক্ষা-প্রণালী স্বতন্ত্র। যিনি যে মতাবলম্বিনী, তাঁহাকে সেই মতাবলম্বিগণ-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে সেই মত প্রতিপাদ্য ধর্ম্মপুস্তক অধ্যয়ন করিতে হয়। ইহার অধিক যিনি করিবেন তাহা বেশির ভাগ। বিবী একারম্যান্ তাহাই করেন। ইনি খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বিশেষ যত্নের সহিত অধ্যয়ন করেন। ইনি একজন পরম ধার্ম্মিকা খৃষ্টীয়া রমণী, বিশ্বসংসারের হিতব্রতে ব্রতিনী, কিরূপে শোক দুঃখ ক্লিষ্ট মানবজাতির ও স্ত্রীজাতির কষ্টের অপনোদন হইবে, ইহাই ইঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। নরনারীর দুঃখ দারিদ্র্যের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন বিশ্বপতি দুঃখ দারিদ্র্যদ্বারা জগতের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। এবম্বিধ দুঃখ দারিদ্র্য অনিবার্য্য, মঙ্গলের পথ; অনন্ত সুখে ইহার পরিসমাপ্তি। কিন্তু আমরা নিজেই আমাদিগের অধিকাংশ দুঃখ দারিদ্র্যের কারণ। কুশিক্ষা, কুসংসর্গের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা আপনারাই তাহা আনয়ন করিয়া থাকি,দোষ আর কাহারও নাই। ইহার মধ্যে আবার বেশির ভাগ দুঃখ মদ্যপানজনিত; সুতরাং ইনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন যে, সুরাপান নিবারণ করিতে পারিলে কিম্বা যাহাতে সুরাসুরের শক্তি হ্রাস হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিলে সংসারের বিশিষ্টরূপ উপকার সাধিত হইবে। যে অতীব ক্লেশকর ঘটনা দর্শন করিয়া

ইহাঁর ও ইহাঁর সখীগণের সাধুহৃদয়ে এই সাধুসংকল্পের উদ্রেক হয়, তাহা বলিতেছি। ইহাঁরা একদিন বেড়াইতেছেন এমন সময়ে মদের দোকানের সম্মুখে হৃদয়-বিদারক পাশব আচার অবলোকন করেন। এই দৃশ্য অবলোকন করিয়া ইহাঁরা সম্মিলিত হইয়া স্থির করেন যে, রাস্তায় রাস্তায়, মদের দোকানের সম্মুখে ঈশ্বরের প্রার্থনা ও সাধুপদেশ দ্বারা মত্ত নর নারীকে উদ্ধার করিতে হইবে। ইহাঁ হইতেই ১৮৭৩ সালে বিশ্ব-নারীর খৃষ্টীয় সুরাপাননিবারিণী সভার (The World's Women's Christian Temperance Unionএর) অভ্যুদয় হয়। কেহ স্বপ্নেও জানে নাই যে, কালক্রমে এই সভা এত বলবতী হইবে। হইবেই না বা কেন? ঈশ্বর যাহার সহায়, ধর্ম্ম যাহার নেতা, সাধু উদ্দেশ্য ও সাধু সংকল্প যাহার সম্বল, সে কি না করিতে পারে? আমেরিকা, য়ুরোপ, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, ব্রহ্ম, শ্যাম, ভারতবর্ষ প্রভৃতি ৪৭ সাতচল্লিশটি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইহার শাখা সংস্থাপিত হইয়াছে। রাজবংশীয় উচ্চবংশীয় হইতে সামান্য কুটীরবাসী পর্য্যন্ত প্রায় অর্দ্ধকোটী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এই অল্প কালের মধ্যে সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। চিক্যাগো নগরে ইহার অধিবেশন হইয়া থাকে। যে গৃহে অধিবেশন হয়, তাহাকে Temperance Temple অর্থাৎ সুরারিমন্দির বলে। প্রকাণ্ড যুক্ত রাজ্যের মধ্যে ১৩ ত্রয়োদশ তল ও ১০০০ এক সহস্র ঘর বিশিষ্ট ইহাই বৃহত্তম বাটী। প্রায় সভার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সভাকর্ত্তৃক "Union Signal" অর্থাৎ মিলন সঙ্কেত নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হইয়া থাকে। ইহাতে সুরাপানের অবৈধতা ও অপকারিতা বিষয়ক প্রয়োজনীয় বিষয় সমস্ত আলোচিত হয়। মাননীয় স্যামুএল্ স্মিথ্ এমঃ পিঃ ও মাননীয় ডবলিউ, এস, কেন এমঃ পিঃ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত এংলো-ইণ্ডিয়ান্ টেম্পারেন্স এসোশিএশনের সহিত উক্ত সভার সম্পূর্ণ সহানুভূতি ও সৌসাদৃশ্য আছে, যেহেতু উদ্দেশ্য উভয়েরই এক—সুরাপান ও অহিফেণ সেবন নিবারণ। এংলো ইণ্ডিয়ান সভায় যেমন "আবকারী" নামে মুখপত্র আছে, ইউনিয়নের তেমনি "ইউনিয়ন সিগন্যাল" আছে। প্রভেদের মধ্যে এই প্রথমোক্ত সমিতিতে কিছু রাজনীতির গন্ধ আছে, শেষোক্তটিতে তাহা আদৌ নাই।

কুমারী একারম্যান্ এক্ষণে সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। ইনি অষ্ট্রেলিয়া হইয়া চীন, ব্রহ্ম ও শ্যামে গমন করেন, তথা হইতে গত ৫ই নবেম্বর শনিবার কলিকাতায় আগমন করেন। তৎপর দিন হইতেই কার্য্য আরম্ভ করেন। ৬ই রবিবার পাদরি থোবরণ সাহেবের গির্জ্জায় মাতার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ নীতিবিষয়ক বক্তৃতা করিয়া উপাসনার কার্য্য শেষ করেন।

৭ই সোমবার অপরাহ্নে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটস্থ ইউনিয়ন চ্যাপেলে য়ুরোপীয় য়ুরেশীয় মহিলাদিগের নিকট বক্তৃতা করিয়া সন্ধ্যা ৭॥ টার সময় সুরাপানের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন। উক্ত উপাসনা গৃহে ৭ই হইতে ৯ই পর্য্যন্ত প্রতিদিন উক্ত সময়ে উক্ত বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ইঁহার মতে ছোট ছোট বালকদিগের বড় বড় বালক বা যুবকদিগের সঙ্গে বেড়ান অনেক অনর্থের মূল। সোমবারের বক্তৃতাকালীন ইঁহার মুখ হইতে যে একটি বাক্য নির্গত হইয়াছিল, তাহা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাহা এই ;—"যে দেশ খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, এমন দেশে সুরা বা অহিফেণের আমদানি বন্ধ করিতে তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।" তাঁহার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক! ঈশ্বর করুন অচিরে তাঁহার কথা যেন কার্য্যে পরিণত হয়। বুধবার ৪ চারিটার সময় বঙ্গীয় ভদ্রলোক ও যুবকবৃন্দকে আহ্বান করিয়া এমারল্ড থিয়েটরে একটী সুন্দর বক্তৃতা করিয়া মদ্য-বিষ পানের বিষময় ফল দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া সমবেত লোকদিগকে প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিতে অনুরোধ করেন। ৪৪ চুয়াল্লিশ জন স্বাক্ষর করেন। স্বাক্ষরিত প্রতিজ্ঞা পত্র সুরাপাননিবারণী সভায় প্রেরিত হইবে। ১০ই বৃহস্পতি বার রাত্রি ৯টার সময় পাদরি থোবরণের গির্জায় "এলেস্কা" অর্থাৎ মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের দেশ ও তৎ নিবাসিগণ এই সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ১৲ এক টাকা করিয়া টিকিট হইয়াছিল। ১১ই শুক্রবার ১০দশ টার সময় দরিদ্র ফিরিঙ্গিদিগকে লইয়া চর্চ্চ মিশনরী সোসাইটীর ১০নং মিশন রোর উপাসনাগৃহে উপাসনা করিয়া রাত্রির ডাকগাড়ীতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করেন। দানাপুর, পাটনা, বেনারস, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, লাহোর পেশোয়ার, জয়পুর, বোম্বাই বাঙ্গেলোর, ও মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানগুলি পরিদর্শন করিবার ইঁহার ইচ্ছা আছে। শেষোক্ত নগরীতে ইঁহাদিগের শাখা সম্মিলনী আছে, তথায় কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া পুনরায় ফেব্রুয়ারি মাসে অষ্ট্রেলিয়ায় গমন করিবেন। তথাকার মেল্‌বোরণ নগরেও ইঁহাদিগের শাখা আছে তথা হইতে মাডাগাস্কার ও দক্ষিণ আফ্রিকা ও তৎপরে য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া চারি বৎসর পরে আমেরিকায় প্রত্যাগমন করিবেন। ঈশ্বর ইঁহার একমাত্র সহায় থাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে নির্দ্দিষ্ট স্থান সকলে লইয়া যান, ইঁহার সাধুব্রত উদ্‌যাপন করাইয়া দিন ও ইঁহাকে দীর্ঘায়ু করুন ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

মঙ্গলগ্রহে নূতন আবিষ্কার।

অধ্যাপক পিকারিং মঙ্গলগ্রহে চল্লিশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদ আবিষ্কার করিয়াছেন এবং অধ্যাপক হোল্ডেন্ উক্ত গ্রহের সীমা ও উচ্চতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন,তাহারও যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যদিও আমেরিকা ও ইউরোপের পর্য্যবেক্ষিকা সকল এই গ্রহের উপরিভাগের প্রাকৃতিক অবয়বাদি সম্বন্ধে আমাদিগের বর্ত্তমানে জ্ঞান বিশিষ্টরূপ বর্দ্ধন করিতে সক্ষম হয় নাই, তথাচ স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহার জল বায়ু বিষয়ে আমরা শুদ্ধ তাহাদিগের সাহায্যে অনেক কথা জানিতে পারিয়াছি। ১৮৭৭ সালে অধ্যাপক নিয়াপেরিলি উল্লেখ করেন যে, ইহাতে খাল আছে। কোনও কোনও বৈজ্ঞানিকের মতে তাঁহার কথা বিরোধী ভাবাত্মক। দূরবীক্ষণ সাহায্যে ক্যালিফোর্ণীয়াস্থ পর্য্যবেক্ষিকা হইতে যে সকল জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিত পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে তিন জন বলেন যে, তথায় একটি যুগ্ম উপনদী (খাল) আছে। আবার দেখুন পেরুর জনৈক পণ্ডিত বলেন যে, যদিও তথায় অনেক খাল দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কোনওটা যুগল নয়। এস্থলে এই বুঝা যায় যে উপনদীগুলির যুগলত্ব বা একত্ব বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদিগের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা সন্দিহান নহেন। অধ্যাপক পিকারিং আরও প্রকাশ করেন যে, উক্ত গ্রহের কুমেরুর নিকট দুইটি প্রকাণ্ড পর্ব্বতশ্রেণী আছে। তিনি ইহাও বলেন যে, গত ৫ই আগষ্ট তারিখে মঙ্গল গ্রহের নিরক্ষবৃত্তের নিকটস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশে বরফ পড়িয়া দুটি তুঙ্গতম শৃঙ্গ ঢাকিয়া ফেলে; দুই দিন পরে গ্রহের শ্বেত চিহ্ন অদৃশ্য হওয়াতে অনুমিত হইল যে, বরফ দ্রব হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর সহিত মঙ্গল গ্রহের অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য থাকাতে তিনি অনুমান করেন যে, তথায় মনুষ্যজাতি বা অধিকতর বলবীর্য্যসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী জাতি আছে। উপরে যাহা বিবৃত হইল, তাহা বিজ্ঞানমূলক। এক সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধান্ত বলিয়া ইহা এস্থলে প্রকটিত হইল।

মঙ্গলগ্রহে বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টি যেরূপ আকর্ষণ করিয়াছে এবং ইহার সম্বন্ধে দিন দিন যেরূপ নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাতে আশা করা যায় বিজ্ঞান প্রভাবে পৃথিবীর যুগান্তর উপস্থিত হইবে। আমেরিকা আবিষ্কার দ্বারা জ্ঞানের নূতন রাজ্য প্রকাশিত হইয়াছে এবং পৃথিবীর অবস্থার ঘোরতর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মঙ্গলবাসীর সহিত পৃথিবীবাসীর যোগ যদিও এখন কল্পনার বিষয়, ইহা অসম্ভব কে বলিবে?

———

ফল্গূৎসব।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ফাল্গুন মাস এখনও অর্দ্ধেক গত হয় নাই, কিন্তু শীত আর নাই। সূর্য্যকিরণে প্রখরতা জন্মিয়াছে। আর রোদের আভাও সহ্য হয় না। অনেকেই শীতবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু পশ্চিমবাসী-দিগের একটা রীতি যে শ্যামাপূজা হইতে শীতবস্ত্রের ব্যবহার আর দোল হইতে গ্রীষ্মকালের পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন। দোল আগতপ্রায়। আজ পঞ্চমী তিথি, কেবল আর দশ দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে।

এ দেশের আবাল বৃদ্ধ "হোলী" আস্‌ছে বলে মহা আনন্দে আনন্দিত। বঙ্গবাসীদিগের যেরূপ দুর্গোৎসবের আমোদ আহ্লাদ প্রতিগৃহে বিভাসিত হয়, পশ্চিমবাসী হিন্দুস্থানীদিগের ফল্গুৎসবের আনন্দস্রোত সেইরূপ ধনী ও দরিদ্র সকলের গৃহে ন্যূনাধিক পরিমাণে বহিতে থাকে।

আমরা দেখি গিয়া পণ্ডিত রাজনাথের ধনাঢ্য গৃহে উৎসবের ঘটায় কিরূপ পূর্ণিত। পণ্ডিত রাজনাথের একমাত্র কন্যা শ্যামরাণী, ঘরের মেজেতে গালিচা পাতিয়া সূচীকর্ম্মে উপবিষ্টা। অতি উৎসাহ সহকারে সখীগণকে উপহার দিবার জন্য বিবিধ শিল্পের আয়োজন করিতেছেন। সকল কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে, এখন তিনি এক খানি গোলাবি শাড়ীতে চুমকির কাজ করিতেছেন। এখানি তাঁহার শৈশব সহচরী রূপরাণীর জন্য। রূপরাণী শ্যামার মাসতুতো ভগিনী। রূপরাণী বস্তুতঃ রূপেরই রাণী, বিধাতা যত রূপের সৃষ্টি সেইখানেই করিয়াছেন। রূপার জন্ম কাশীর নগরে। তাহার পিতা রাজ-সরকারে সামান্য কর্ম্মচারী ছিলেন, কিন্তু চারি বৎসর হইল তিনি রূপা ও তাহার মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া ইহ-জগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রূপা শৈশব ও বাল্যের সীমা ছাড়াইয়াছেন। রূপার মাতা তাঁহার কনকলতাটি কাহার হাতে জড়াইয়া দিবেন উহাই ভাবেন। অবশেষে তাঁহার একমাত্র অভিভাবক সুযোগ্য ভগ্নীপতির সাহায্যার্থী হওয়াই শ্রেয়ঃ স্থির করিলেন। যদিও কন্যার কুল শীল ও রূপ গুণের অভাব ছিলনা, তথাপি এখনকার বৈবাহিক ব্যয় নির্ব্বাহ করা বিধবার অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। শ্যামরাণীর রূপা দিদি আসিয়াছেন শুনিয়া আহ্লাদের সীমা নাই। শ্যামরাণীর সরল প্রাণ প্রেমে পরিপূরিত। সে আপন পর চেনে না, মিষ্ট হাসি দেখলেই ভুলে যায়। আজ তাহার প্রাণে পুরাণ স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে। ছেলেবেলার কত কথাই তিমেনপড়। দুই বোনে পুকুরেরছ

জল তুলিয়া গাছের পাতা কুড়াইয়া রাঁধাবাড়া করিত। ছেলে মেয়ের বিবাহ দিত। আবার মায়েদের পূজার ফুল তুলিয়া দিত। কখন বকুল তলায় বসিয়া দু বোনে মালা গেঁথে সাধের কাকাতুয়া পিঞ্জরে ঝুলাইয়া কতই পুলকিত হইত। কিন্তু এখন আর সে আমোদ নাই, কেবল সেই সুখের স্মৃতিতে সুখ আছে। আজ বৈকালে রূপরাণী মায়ের সহিত এ বাড়ীতে আসিবে।

মদনমোহন নিজেই উঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিলেন। কিয়ৎ-ক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিলেন। সম্মুখের গৃহে শ্যামরাণীর মাতা মদনের অপে-ক্ষায় বসিয়াছিলেন, সুতরাং মদন প্রথমেই গৃহিণীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এদিকে শ্যামরাণীও মায়ের পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং মদনের বলিবার পূর্ব্বেই সৌৎসুক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, কই মদন দা, দিদিরা এলেন না? মদন কহিলেন "না, রূপার শরীর কিছু অসুস্থ, কাল তাঁ'রা নিজেই আসবেন।"

ইতিমধ্যে দুলারী দাসী আসিয়া কহিল "মাজি, সরকার দোলের বাজার করে এনেছেন?" আপনি একবার দেখবেন?

গৃহিণী ইহা শুনিয়া দাসীর পশ্চাদ্-বর্ত্তিনী হইলেন ও রাণীকে মদমোহনের জলখাবারের আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন। মদন পার্শ্বস্থিত কৌচে হেলিয়া বসিলেন, তাঁহার মন যেন অজানিত চাঞ্চল্যভাবে ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছিল।

রাণী মদনকে জলখাবার দিয়া কহিলেন "মদন দা দেখগে ত আমার রূপা দিদি কেমন সুন্দরী।" মদন ঈষদ্‌হাস্যে কহিলেন তোমার কথাটা সত্য বটে। "তোমার চক্ষে ভাল লাগিল এও ঢের, আজ পর্য্যন্ত তুমি কাহাকেও ভাল বল নাই। এখন একটি তাহার উপযুক্ত পাত্র মিলাইয়া দেও, তা তোমার সঙ্গে বেশ মানায় কি বল?" রাণী একটু পরিহাসচ্ছলে এই কথাগুলি বলিয়া ফেলিল।

শুনিবামাত্র মদনের মুখে গাম্ভীর্য্যের ছায়া পড়িল—কহিলেন, "রাণী, আমি ত তোমার ভগ্নীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হই নাই। তুমি জিজ্ঞাসা করিলে, তাই যা মনে হইল কহিলাম। আমার বিবাহ কোথায় হবে বোধ করি উহা রাণীর অগোচর আর নাই," এই বলিয়া মদন চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

রাণী যেন কিছু অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন "রাগ করো না মদন দা, আমি মণিকাঞ্চনের সমাবেশ দেখাইতে-ছিলাম। যাক্ তুমি ত অবশ্যই ফগ্‌ৎসব পর্য্যন্ত এখানে আছই।" মদন কহিলেন "নিশ্চয় নাই, এখনি নন্দলালের পত্র পাইলাম, সে এই ছুটিতে শিকারে যাবে, আমাকেও তার সঙ্গে যেতে লিখেছে।"

রাণী কহিলেন "তা হবেনা, আর তাঁকেও ত নিমন্ত্রণ পত্র গেছে, তিনিও বোধ হয় এখানে আসবেন, তা ছাড়া এবারে তোমাকে থাকতেই হবে।" মদন কহিলেন "আমার না থাকায় কোন বিশেষ ক্ষতি দেখ্‌ছিনা ত, আর তুমিও নূতন বন্ধু বান্ধব লইয়া উৎসবে মগ্ন থাকিবে, বরং সে সময় না থাকাই ভাল।" ইহা শুনিয়া রাণীর গণ্ডদেশ আরক্তিম হইয়া উঠিল, আয়ত লোচন দুটি ছল ছল করিতে লাগিল, ধীরে ধীরে কহিলেন, "মদন দা আমি কি কোন মতে তোমার মনে আঘাত দিয়াছি, তুমি ত জান এ জগতে যাহা তোমার সন্তোষদায়ক নহে, তাহাতে কি আমি সুখী হইতে পারি?

"রাণী যাক্ এ পরিহাসে আর কাজ নাই, শৈশবে হইতে যে লতাটি সযত্নে রোপণ করিয়াছি, আজ উহাকে নিষ্ঠুর হইয়া কিরূপে ছিঁড়িতে বল?" এই কথোপকথনের মধ্যে বাধা দিয়া বাহির হইতে কর্ত্তা মদনকে আহ্বান করিলেন। মদন চলিয়া গেলেন। এখানে মদনমোহনের কিছু পরিচয় দেওয়া উচিত। ইনি পণ্ডিতজির একটি নিতান্ত বন্ধুর পুত্র। মদনের পিতা একজন অতি বিত্তাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। উঁহার ভূমিষ্ঠ হইবার এক সপ্তাহ পরেই জননীর মৃত্যু হয়। শিশু মদনকে শ্যামরাণীর মাতাই লালনপালন করেন। পরে যখন মদনের সাত বৎসর বয়স, তখন তাঁহার পিতার কাল হয়। তিনি আপন অন্তিম অবস্থা সন্নিকট বুঝিয়া পণ্ডিতজিকে ডাকিয়া কহিলেন "ভাই আজ হইতে মদন তোমার, দেখো ইহার যেন উপযুক্ত রূপে বিদ্যা অর্জ্জন হয়, এ বিষয় সম্পত্তি সকলি তোমার অধীন রহিল। আর আমার আরও একটি অভিলাষ ছিল যে মদনকে ইংলণ্ডে পাঠাইব, অতএব তুমি আমার স্থানীয় হইয়া যাহাতে উঁহার সর্ব্বপ্রকারে উন্নতি হয় চেষ্টা করিও।"

পণ্ডিত রাজনাথ বন্ধুত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া মদনমোহনকে স্বীয় পুত্র নির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন। গৃহিণীও নিরপত্য ছিলেন ও ক্রমান্বয়ে ২।৩ টি সন্তান নষ্ট হওয়াতে নিতান্ত শোকাকুলা থাকিতেন। এ জগতে প্রায়ই একের অভাব অন্যের দ্বারা পূর্ণ হয়। মদনকে পাইয়া যেন তাঁহার হারাণ ধনগুলি ফিরিয়া পাইলেন। ওদিকে পিতৃমাতৃহীন মদনকেও ভগবান নূতন আশ্রয়দাতা মিলাইয়া দিলেন। এই ঘটনার কয়েক মাস পরে শ্যামরাণীর জন্ম হয়। ঈশ্বরের লীলা বুঝে কে? এবারে আর তিনি উঁহার মাতার ক্রোড় শূন্য করিলেন না। পুত্র কন্যা দুটি এক যত্ন ও স্নেহে প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এক বৃন্তে দুটি ফুল পণ্ডিতজির গৃহে ফুটিয়াছিল। পরস্পরে পরস্পরকে প্রীতির চক্ষে দেখিত। ক্রমে মদন স্বীয় প্রতিভা বলে অল্পকালের মধ্যেই ইউনিভার্সিটি পরী-

ক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পরে তাহার পরলোকগত পিতার অভিলাষ মতে ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

শ্যামরাণীর পিতা মাতারও সম্পূর্ণ ইচ্ছা জীবনাধিকা একমাত্র দুহিতাকে মদনের হাতে সমর্পণ করেন, লোকেও পরস্পরে এইরূপ কাণাকাণি করিত, কিন্তু এখন মদন যে পর্য্যন্ত বিলাত প্রত্যাগত হইয়াছেন, সকল জ্ঞাতি কুটুম্বেরা তাহাকে জাতিচ্যুত করিবারভয় দেখাইয়াছে, এজন্য গৃহিণী কিছু দমিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কর্ত্তা এখনও অমন রূপে গুণে, ধনে ও মানে উপযুক্ত পাত্রের আশা সহজে ছাড়িতে পারিতেছেন না। কিন্তু মদন কিম্বা রাণী এ সকল প্রসঙ্গের বিন্দু বিসর্গও জানেন না। তাহাদের শৈশবের সরল স্নেহ এখন বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইয়া প্রণয়রূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। মদনের আশা পূর্ণ হইবার আর বিলম্ব নাই। সুতরাং মদন আজ সেই কথা রাণীর মনে ফুটাইয়া দিবার ইচ্ছা করিয়া আসিয়াছিল। কোথা হইতে অজানিত বাধা আসিয়া সে পথ রোধ করিল। গৃহিণী স্বীয় ভগিনীর অভ্যর্থনায় মদনকে প্রেরণ করিলেন।

এখানে রূপা শিরঃপীড়ায় ছট্ ফট্ করিতেছেন। ঘন ঘন পিপাসায় মুখ শুখাইয়া যাইতেছে। গাত্রদাহ ভয়ানক। রূপরাণীর সাজ্ঘাতিক জ্বর। শ্যামরাণী তাহার কচি হাত খানি গায়ে বুলাইয়া দিতেছেন। সরল প্রাণে কত ব্যথা লাগিয়াছে। বিষণ্ণতায় বদন ঢাকিয়া পড়িয়াছে। এক এক বার ব্যগ্রভাবে জানালায় মুখ বাড়াইয়া যেন কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছেন। রূপার মাতা শিয়রে বসিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতেছেন। আয়ত লোচন দুটি জলে ভাসিতেছে। প্রাণে কত ভয় কতই আশঙ্কা! তাহার অন্ধকারের স্তিমিত আলোকটি বুঝি এইবার নির্ব্বাণ হয়। একবার একবার গভীর শ্বাসে হৃদয়ের গুরুভার লঘু করিয়া বলিতেছেন "হে হরি রক্ষা কর।" ইতিমধ্যে গাড়ীর শব্দ হইল, সকলেই দ্বারের দিকে ঔৎসুক্যপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন। মদনমোহন ডাক্তর লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। চিকিৎসক দেখিয়া মায়ের মন যেন কিছু আশ্বস্ত হইল। ডাক্তার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া গায়ের উত্তাপ পরীক্ষা করিলেন। জ্বর অত্যন্ত প্রবল, ঔষধের ব্যবস্থা পত্র দিয়া যাইবার সময় ঘরের বাহিরে গিয়া মদনকে কহিলেন "মশায় ভাল করে 'ওয়াচ' করবেন। আমি আবার এসে দেখ্‌বো।" রূপার মাতা ব্যথিত ও ভয়াকুল চিত্তে ব্যগ্র হইয়া চিকিৎসকের নিকট অনুকূল বাক্য শুনিবার আশয়ে শ্যামরাণীকে জিজ্ঞাসিলেন "কিরূপ দেখিলেন বুঝিতে পারিলে? রাণী কহিল "না মাসি মা।" ইহার মধ্যে মদন ডাক্তারকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তাহারও প্রশস্ত ললাটে চিন্তার গভীর রেখা পড়িয়াছে। মুখে বিমর্ষতা আসিয়া